Summer's End
Danielle Steel
Translated by Subhodeb Chakraborty

প্রচ্ছদ : অশোক রায়
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

অশোক রায় কর্তৃক এপিপি, ১১৭ কেশব সেন ষ্ট্রিট কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে প্রকাশিত, অক্ষরবিন্যাসে লোকনাথ লেজারোগ্রাফার, ৪৪ এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯ ও ষ্টারলাইন, ১৯/এইচ/১২ এইচ গোয়াবাগান ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

হট সামার

মাঝবয়সী ফরাসী আইনজীবি মার্ক এডুয়ার্ড ডুরাস পছন্দ করে যেদিন বিয়ে করেছিল সেদিন শিল্পী ডিয়ানার বয়স ছিল মাত্র ১৮। স্বামী আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে রাজারাণীর মত সুখে ঘরসংসার করছিল ডিয়ানা। বিয়ের ১৮ বছর পর এক গ্রীষ্মে আচমকা ঝড় উঠল তার জীবনে, তার ঝাপটায় লণ্ডভণ্ড হল ডিয়ানার সুখের সংসার। কিন্তু ঝড়ও উপকার করে। সুখের সংসার যারা গড়ে এমন কারও কারও মুখোস তার ঝাপটায় উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভেতরের কুশ্রী চেহারা। ডিয়ানার বেলাতেও তাই ঘটল, ঝড়ের দাপটে খুব কাছের প্রিয়জনের মুখোস খসে যে চেহারা বেরোল তা দেখে জীবনের ফাঁদ ছিঁড়ে পালিয়ে এল, পেল যশ প্রতিষ্ঠা, সেইসঙ্গে বাঁচার নতুন অর্থ।

॥ এক ॥

ভোরের সোনালি রোদ মুখে পড়তে একচোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকাল ডিয়ানা ডুরাস—৬ ঃ ৪৫, এখুনি বিছানার মায়া কাটিয়ে উঠে পড়তে পারলে একঘন্টা, চাইকি আরও কিছু বেশি সময় সে পাবে হাতে। সময় মানে নিশ্চিন্ততা ঘেরা কিছু শান্ত-মুহূর্ত যে সময় বিরক্ত করা বা তার মনে আচমকা আঘাত দেয়া। এসবের কোনটাই করতে পারবেনা তার মেয়ে পিলার। যে সময় ব্রাসেলস, লণ্ডন, মরোক্কো রোম, এসব জায়গা থেকে কেউ টেলিফোন করবে না মার্ক-এডুয়ার্ডকে। তাছাড়া নিশ্চিন্তে দম নেয়া আর একা চিন্তাভাবনা করার জন্যও এই সময়কে কাজে লাগাতে পারবে সে। খানিক তফাতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মার্ক, তার স্বামি মার্ক এডুয়ার্ড ডুরাস, আড়চোখে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আওয়াজ না করে চাদর সরিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল ডিয়ানা।

একই বিছানায় রাত কাটালেও ডিয়ানা আর মার্ক একে অপরের কাছ থেকে এখন অনেকটাই তফাতে, এতগুলো বছর এইভাবেই দিব্যি কাটিয়ে দিল দু'জনে—রাতের বেলা খাটে উঠে যে যার পাশ বেছে নিয়ে শোয়া। তবে তার মানে ওরা দু'জনে গড়াতে গড়াতে বিছানার মাঝখানে এসে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়না তা অবশ্যই নয়। হ্যাঁ, একেক সময় তেমনটাও হয় যখন মার্ক দূরে কোথাও না গিয়ে শহরেই থাকে, যখন প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অবসাদ আচ্ছন্ন করেনা তাকে, অথবা যেদিন সে সকাল সকাল বাড়ি ফেরে। সেসব রাতে ডিয়ানা আর মার্ক যেন ইচ্ছে করেই গড়াতে গড়াতে সরে আসে বিছানার ঠিক মাঝখানে। একে অপরের শরীরে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। তবে এমন রাত কালেভদ্রে আসে।

ফ্যাকাশে সাদা রেশমি ঢোলা গাউনটা বের করতে আওয়াজ না করে আলমারির পাল্লা খুলল ডিয়ানা। ভোরের নরম আলো তার রূপে যেন মাখনের কমনীয়তা মাখিয়েছে, এইমুহূর্তে মনে হচ্ছে তার বয়স রাতারাতি অনেকগুলো বছর পিছিয়ে গেছে। কাঁধ ঝাপানো একরাশ ঘন কালো চুল দেখলে রেশমি কালো শাল বলে ভুল হয়। আলমারির পাল্লা ভেজিয়ে খাটের সামনে এসে দাঁড়াল সে। কার্পেটের দিকে তাকাতে দেখল ঘরে পরার চটিজোড়া উধাও। এ-কাজ তার গুণবতী মেয়ে পিলার-

এর সন্দেহ নেই। আগেও ক'বার তার ঘরে পরার চটিজোড়া না বলে নিজের পায়ে গলিয়ে গোটা বাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছে পিলার। বাপের আদরে উচ্ছন্নে গেল মেয়েটা। পিলার-এর নজর এড়িয়ে নিজের জন্য তার আলাদাভাবে কিছু রাখার জো নেই। মেয়ের কাণ্ড দেখে রাগের সঙ্গে তার হাসিও পেল, মেঝের পুরু কার্পেটে খালি পা ডুবিয়ে আড়চোখে তাকাল ঘুমন্ত মার্ক-এর দিকে। মক্কেলদের চিন্তাভাবনা সব শিকেয় তুলে কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মার্ক। ডিয়ানা লক্ষ করেছে ঘুমন্ত অবস্থায় মার্ক-এর বয়স যেন আচমকা কমে যায়, উনিশ কুড়ি বছর আগে প্রথম আলাপের সময় যেমন দেখাত ঘুমোলে মার্ককে আজও ঠিক তেমনই দেখায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত মার্ক-এর মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে, প্রতিমুহূর্তে আশা করল তার চাউনির ছোঁয়ায় হঠাৎই চমকে জেগে উঠবে সে। তার দিকে চোখ পড়তে ঘুমজড়ানো গলায় মৃদু হেসে ফিসফিস করে বলবে, কি হল গো বলনা? এই সাত সকালে নেমে পড়লে কেন? উঠে এসো, আমার পাশটিতে এসে আবার শুয়ে পড়ো ডিয়ানে, সোনামণি আমার। আমার ডিয়ানে সুন্দরী। বহুবছর আগে এমনই ত বলত মার্ক।

কিন্তু এতদিন বাদে আর সবার কাছে যেমন তেমনই মার্ক-এর কাছেও সে এখন নিছকই ডিয়ানা। "ডিয়ানা, আসছে মঙ্গলবার রাতে বাইরে ডিনার খাবে? ডিয়ানা, গ্যারাজের দরজাটা যে ভাল করে আঁটা হয়নি খেয়াল করেছিলে? ডিয়ানা লণ্ডনে কেনা আমার কাশ্মিরী জ্যাকেটটা লন্ড্রির ধোপারা নষ্ট করে ফেলেছে! ডিয়ানা আজ রাতের ফ্লাইটে আমি লিসবনে (অথবা প্যারিস, নয়ত রোমে) যাচ্ছি।" আদর করে ডিয়ানে বলে ডাকার দিনগুলো কি ওর মনে পড়ে? নিজের কাছে জানতে চাইল ডিয়ানা—বিয়ের আগে ছোট একফালি চিলেকোঠায় দু'জনের একসঙ্গে রাত কাটানো, অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা। ছাদের মিষ্টি রোদে গা ডুবিয়ে বসে কফি খাওয়া, সেসব দিনের কথা কি এখনও মনে রেখেছে মার্ক? ঐ ক'টা মাস যেন তার সোনালি স্বপ্নের ভেতর কেটেছিল—আকাপুলকোতে উইক এন্ড কাটানোর সেইসব মুহূর্ত, তারপরে মার্ক-এর সেক্রেটারি সেজে টানা চার চারটে দিন ছ'জনের একসঙ্গে ম্যাড্রিডে কাটানো, মার্ক কি মনে রেখেছে এসব? ডিয়ানার মন ভেসে বেড়ায় অতীতের সেসব মুহূর্তে। সাতসকালে ঘুম ভাঙ্গলেই তার অতীত স্মৃতির দুয়ার এমনিভাবে খুলে যায়।

"ডিয়ানে, ও আমার খুকুমণি, সোনামণি, অ্যাতো সক্কাল সক্কাল উঠলে কেন? বিছানায় উঠে এসো, সোনা, আরও অনেকক্ষণ দু'হাতে আমায় আঁকড়ে ধরে শুয়ে লেপ্‌টে থাকো!" কতকাল আগে শোনা মার্ক-এর এসব সোহাগের বুলি আজও একেক সময় তাকে চাগিয়ে তোলে। ডিয়ানার বেশ মনে পড়ে তখন সে সবে আঠারোয় পা দিয়েছে, মার্ক-এর ঐসব আদর মাখানো বুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সতিাই আবার

খাটে উঠে মার্ককে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার চাপা তাগিদ তার ভেতরে মাথা চাড়া দিত। জোয়ারের মত দু'কূল ছাপানো এই চাপা তাগিদের মুখোমুখি হলে লজ্জায় নিজের কাছে মুখ দেখাতে পারতনা ডিয়ানা, তবু শরীরের তাগিদ থেকে জন্মানো আকর্ষণ ঐ কচি বয়সের সবটুকু ভালবাসা প্রণয়ীকে উজাড় করে দিতে তাকে বাধ্য করত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মার্ককে দেহমন সঁপে দেয়ার যে কোনও বিকল্প নেই সেই আঠারো বছর বয়সে তা দিব্যি বুঝতে পেরেছিল ডিয়ানা। তার বুক নিংড়ানো ভালবাসায় যেন ঐসময় প্রাণসঞ্চার হয়েছিল, ডিয়ানার বেশ মনে পড়ে ঐসময় আঁকা তার প্রত্যেকটি ছবিতে ফুটে উঠেছিল সেই ভালবাসা তুলির টান তাগিদের মুখোমুখি হলে লজ্জায় নিজের কাছে মুখ দেখাতে পারত না ডিয়ানা, তবু শরীরের তাগিদ থেকে জন্মানো আকর্ষণ ঐ কচি বয়সের সবটুকু ভালবাসা প্রণীয়কে উজাড় করে দিতে তাকে বাধ্য করত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মার্ককে দেহমন সঁপে দেয়ার যে কোনও বিকল্প নেই সেই আঠারো বছর বয়সে, দিব্যি বুঝতে পেরেছিল ডিয়ানা। তার বুক নিংড়ানো ভালবাসায় যেন ঐসময় প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল, ডিয়ানার বেশ মনে পড়ে ঐসময় আঁকা তার প্রত্যেকটি ছবিতে ফুটে উঠেছিল সেই ভালবাসা, তুলির টান আর রঙের বিন্যাসে ফুটে উঠত ভালবাসার দীপ্ত অনুভূতি। প্রণয়ী মার্ক-এর ঐসময়ের চোখের চাউনি আজও তার স্পষ্ট মনে পড়ে—ছোট স্টুডিওতে ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে ক্যানভাসের বুকে এক মনে ছবি এঁকে চলেছে সে, খানিক তফাতে কোলের ওপর মামলার গাদাগাদা ব্রিফ নিয়ে বসে মার্ক। ব্রিফ-এর কাগজে চোখ বোলানোর ফাঁকে কখনও গুরুত্বপুর্ণ নোট করছে গম্ভীরভাবে ভুরু কুঁচকে। আবার কখনও ঠোঁটের কোণে মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাগজ দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিচ্ছে বাজে কাগজের ঝুড়িতে। তারই ফাঁকে একেকবার চোখ তুলে দেখছে ডিয়ানাকে, মজার চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে বলছে, "এই যে মাদাম পিকাসো, আপনার লাঞ্চে যাবার সময় হল? খিদেয় যে পেট আনচান করছে!

"হয়ে এসেছে, আর বড়জোর এক মিনিট," ঘাড় না ফিরিয়ে জবাব দিয়েছে ডিয়ানা।

"দেখি, কেমন আঁকা হল?" বলে কাগজপত্র পাশে সরিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ত মার্ক, বারবার পাশ থেকে ইজেলের দিকে উঁকিঝুঁকি দেবার চেষ্টা করত। গোড়ায় ভীষণ রেগে যেত ডিয়ানা, চেঁচিয়ে কেঁদে কেটে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তাকে বাধা দিত। পরে একসময় বুঝেছে তাকে রাগিয়ে দিতেই এমন করে মার্ক, তার রুখে ওঠা লাফানো ঝাঁপানো উপভোগ করে দু'চোখ ভরে।

"খবরদার বলছি, আমার আঁকা শেষ হবার আগে মোটেও উঁকি দেবেনা!" বলতে বলতে দু'হাতে ইজেল আড়াল করে দাঁড়াত সে।

"কেন মাদাম," রসিকতার সুরে বলত মার্ক,' এমন বলছেন যেন দারুণ একখানা ন্যুড আঁকছেন।"

''হয়ত তাই, মঁশিয়ে ডুরাস,'' জবাব দিত ডিয়ানা, ''কেন, আমি কি ন্যুড আঁকতে পারিনা?''

''মোটেও পারোনা,'' তাকে রাগিয়ে দিতে বলত মার্ক,'' বুকের ভেতরে ঝড় তোলার মত দারুণ ন্যুড আঁকার বয়স তোমার এখনও হয়নি।''

''তাই?'' মুখের মত জবাব দেবার ভাষণ হারিয়ে ফেলত সে, সরবে কটা ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত মার্ক-এর মুখের দিকে। প্রণয়ীর পাশাপাশি মার্ক যে তার বাবার জায়গাও দখল করে নিচ্ছে এইসব কথায় বেশ টের পেত ডিয়ানা। মার্ক-এর কথায়, বলার ঢং-এ ছিল সেই কর্তৃত্ব যার ওপর আর কিছু বলা চলে না, ছিল সেই শক্তি যার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। বাবা অকালে মারা যাবার পরে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল সে। এমনই সময় দেবদূতের মত তার জীবনে এসে আবির্ভূত হল মার্ক, মার্ক এডুয়ার্ড ডুরাস। বাবা মারা যাবার পরে মামা আর মাসতুতো বোনেদের আশ্রয়ে ঘুরে ঘুরে দিন কাটাচ্ছিল ডিয়ানা, যাঁদের একজনও মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি তাকে। স্বাবলম্বী হতে পারলে তবেই দুর্ভাগ্যের অবসান হবে এই সরল সত্য উপলব্ধি করল ডিয়ানা আর সেই উপলব্ধিকে বাস্তবে রূপ দিতে দিনের বেলা এক বুটিকের কারখানায় ঢুকে পড়ল কারিগরের চাকরিতে। কিছুদিন সেখানে কাজ করে হাতে কিছু টাকা জমিয়ে ভর্তি হল ছবি আঁকা শেখার নাইট স্কুলে। গায়ের ঘাম ঝরিয়ে উপার্জন করতে গিয়ে রোজ দিনের বেলায় অনবরত মৃত্যুবরণের পরে নৈশ বিদ্যালয়ে ছবি আঁকার ক্লাসে নতুন প্রেরণায় বেঁচে উঠত ডিয়ানা ফিনিক্স পাখির মত, বুঝত শুধু এই ছবি আঁকার জন্যই তার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্লেন চালাতে খুব ভালবাসতেন তার বাবা, আকাশে অনেক উঁচুতে ওঠার পরেও কোনও সংকটের মুখোমুখি কখনও হননি বলে আকাশে তাঁর মৃত্যু হবেনা এই আত্মবিশ্বাস গেঁথে গিয়েছিল মনে। নিষ্ঠুর পরিহাসের মত এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই একদিন ডেকে আনল তাঁর মরণ, আকাশ থেকে রুক্ষ মাটিতে পড়ে প্লেনসমেত গুঁড়িয়ে গেলেন, ডিয়ানার বয়স তখন সবে সতেরো। দূরদৃষ্টির অভাবের দরুন দুর্ঘটনায় মারা যাবার আগে একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনাও তাঁর বাবা করা হয়নি। বারো-তে পা দিয়ে মাকে হারিয়েছিল ডিয়ানা, সেই থেকে বাবা হয়ে উঠেছিলেন তার একমাত্র কাছের মানুষ। মামা আর মাসিরা থাকতেন সান ফ্রানসিসকোতে, স্ত্রী বেঁচে থাকতেই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম চুকিয়ে দিয়েছিলেন ডিয়ানার বাবা। মামা মাসিদের দোষ, তাঁরা তাঁদের এই ভগ্নিপতিকে ভীষণ নাক উঁচু আর স্বার্থপর ভাবতেন, তাঁর দেদার টাকা ওড়ানো অসহ্য ঠেকত তাঁদের চোখে। সত্যি মিথ্যে জানেনা ডিয়ানা, তবে তার মায়ের মৃত্যুর জন্য তাঁরা সবাই যে একমাত্র তার বাবাকেই দায়ি করেন তাও জানত সে। মায়ের কি হয়েছিল তা জানতে পারেনি ডিয়ানা, ''তোমার মামণি আর বেঁচে নেই,'' বাবার মুখ থেকে শোনা এই ক'টা শব্দ জীবনভর বাজতে থাকে তার কানে। সেদিন

সকালবেলার সেই বিষণ্ণ বিবর্ণ আকাশের ছবিও কেউ মুছে ফেলতে পারবেনা তার মন থেকে। ডিয়ানার মা বেঁচে থাকতেই যে কোনও কারণে হোক বাইরের পৃথিবী থেকে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছিলেন, শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিনরাত বোতল বোতল মদ খেয়ে সময় কাটাতেন তিনি। এটুকু তার বেশ মনে আছে। কখনও দরকার হলে বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিত ডিয়ানা। জেগে থাকলে সেই আওয়াজের জবাবে মামণি ভেতর থেকে জোরগলায় বলতেন, "আসছি, সোনা, এক মিনিট!" মামণির যে বেশ নেশা হয়েছে তাঁর জড়িয়ে যাওয়া কথাগুলো শুনেই আঁচ করতে পারত সে। বাবা ব্যবসার কাজে নিজের প্লেন চালিয়ে আজ এখানে কাল ওখানে পাড়ি দিচ্ছেন, মা শোবার ঘরের দরজা এঁটে মদ আর হয় নিজের ঘরে নয়ত বারান্দায় এক কোণে আপন মনে খেলে ডিয়ানার সময় কাটছে। স্বামির কোন কারনে তার মা মদ খেয়ে নিজেকে শেষ করছিলেন, নাকি মাকে দিনরাত মদ খেতে দেখেই বাবা বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটাতেন এই প্রশ্নের উত্তর বাবা মা দু'জনকেই হারানোর পরেও পায়নি সে।

"এখন এই বেচারির কি হবে, একে নিয়ে কি করব কিছুই ত ঠিক করে উঠতে পারছিনা। মা মরা এসব বাচ্চা মেয়েদের কি করে সামলাতে হয় তার কিছুই ত জানিনা, ছাই?" এমনই সব মন্তব্য মা মারা যাবার পরে অনেক হিতৈষীর মুখে শুনেছে ডিয়ানা। আর কোনও উপায় না পেয়ে শেষকালে তার বাবা তাকে দূর দেশের কোনও বোর্ডিং স্কুলে রেখে মানুষ করার কথাও ভেবেছিলেন। যেখানে চারপাশে চোখ জুড়োনো সুন্দর সব দেশ, অনেক নতুন বন্ধু আছে আর আছে পিঠে চড়ে বেড়ানোর মত প্রচুর ঘোড়া।" জায়গাটা যে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার সেই এলাকা যেখানে প্রচুর ঘোড়ার খোঁয়ার আছে পরে তা বুঝতে পেরেছিল ডিয়ানা। কিন্তু মাকে হারিয়ে সে তখন পাগলের মত উদভ্রান্ত, দিশাহারা। শেষপর্যন্ত তার বাবার মনে দয়া হল, তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হলেন। ততদিনে তিনিই হয়ে উঠেছেন তার সর্বক্ষণের বন্ধু। একমাত্র মেয়েকে তিনি টেনে নিলেন নিজের কাজে, ব্যবসার কাজে কোথাও গেলে তাকেও সঙ্গে নেন। বাবার সঙ্গে প্লেনে চেপে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগল ডিয়ানা। টোকিও-র 'ইম্পিরিয়াল হোটেল' প্যারিসের 'জর্জ দ্য ফিফথ হোটেল,' নিউইয়র্কের দ্য স্টর্ক ক্লাব,' দেশ বিদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখার পাশাপাশি এসব নামী আর বড় হোটেলেও বাবার সঙ্গে গেল সে। এসব হোটেলের সেরা খাবারের সঙ্গে একেকটি দেশের সেরা মদ ডিয়ানাকে চাখতে শেখালেন তার বাবা, আর শেখালেন যৌবনের শুরুতে কিভাবে মোহময়ী হয়ে উঠতে হয় কামনামদির পুরুষের চোখে। 'এল্, মরক্কো' নাইট ক্লাবে নিয়ে এসে ডিয়ানাকে নাচতে শেখালেন তার বাবা, নিয়ে গেলেন বেভার্লি হিল্স-এ উইক এণ্ড ট্রিপে, অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও ডিয়ানার বাবা একসময় হলিউডের একাধিক ছবিতে

অভিনয় করে চিত্রতারকার মর্যাদা পেয়েছিলেন। মার্কিন বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হয়েছিলেন ফাইটার পাইলট, প্লেন থেকে বোমা ফেলে প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক জাপানি যুদ্ধজাহাজও ডুবিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে নিজের স্বাধীন ব্যবসা শুরু করার আগে আন্তর্জাতিক কার রেস-এও ক'বার সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। সাফল্য অর্জনে দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রে যে দু'টি আপাত নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য যোগ করেছিল তার একটি জুয়া। অন্যটি মেয়েমানুষ। ব্যবসায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করার পরে জুয়োখেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন ডিয়ানার বাবা, কিন্তু ছাড়তে পারলেন না মেয়েমানুষের নেশা। সুস্থভাবে বাঁচতে হলে জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে হবে, চরিত্রের দোহাই পেড়ে পিছিয়ে এলে চলবেনা এই ছিল তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। একমাত্র মেয়ে ডিয়ানাকেও নিজের মত করেই গড়তে চেয়েছিলেন, মাটি থেকে দশ হাজার ফিট ওপরে মেঘের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মেয়ে পৃথিবীকে খুঁটিয়ে দেখবে এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু বাপের সঙ্গ যতই কাম্য হোক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চায়নি ডিয়ানা। পটে আঁকা ছবির মত ছোট একখানা একতলা বাড়ি আর শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন, এই ছিল তার স্বপ্ন ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। হ্যাঁ, মায়ের অভাব তখনও প্রচণ্ডভাবে অনুভব করত ডিয়ানা। বাবা আবার বিয়ে করে তাকে একজন নতুন মা এনে দিন এই বাসনাও মনের কোণে পুষেছিল সে। এমন মা যিনি তার গর্ভধারিণীর মত দিনরাত শোবারঘরে দরজা এঁটে বোতল বোতল মদ গিলে নিজেকে ক্ষয় করবেন না।

ডিয়ানার মানসিক গঠন ছিল অন্তর্মুখী তাই পনেরোয় পা দিয়ে বাবার পছন্দের উদ্দাম জীবন যাপন একঘেয়ে হয়ে উঠল তার কাছে। ষোলয় স্কুলের গণ্ডি পেরোল সে, ছবি আঁকা শেখার জন্য বাবার কাছে প্যারিসে যাবার বায়না ধরল। প্যারিসের জীবন অল্পসময়ের মধ্যে একঘেয়ে হয়ে উঠবে বলে ভয় দেখিয়ে বাবা তার উৎসাহের আঁচে জল ঢেলে দিলেন। আর কিছু না পেয়ে ঘরে বসেই ছবি এঁকে খাতার পর খাতা ভর্তি করতে লাগল ডিয়ানা। খাতা ফুরিয়ে গেলে পোস্টকার্ড, কাগজের টেবল ক্লথ, হাতের কাছে যখন যা পায় তার ওপর রং মাখা তুলি বোলাতে লাগল। এর মাঝে বাবা তাকে নিয়ে এলেন ইটালিতে, ভেনিসের এক ছবির দোকানের মালিক তার আঁকা ছবির দু'একটি নমুনা দেখলেন। তার কাছে খদ্দের পাঠাবেন বলে কথাও দিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর কথা রাখেন নি। একজন খদ্দেরও পাঠাননি। দেশে ফিরে আসার পরে বাবা তাকে তার স্বপ্নের একখানা ছোট একতলা বাড়ি সত্যি সত্যি কিনে দেবেন বলে কথা দিলেন। একজন মা এনে দেবেন বলেও আশ্বাস দিলেন। রোম-এ থাকতে তিনি জনৈক মার্কিন অভিনেত্রীর প্রেমে মজেছিলেন। বাবা যে তাঁকেই বিয়ে করার কথা ভাবছেন তা বেশ বুঝতে পেরেছিল সে। মেয়ের কাছে অবশ্য সেই অভিনেত্রীর উল্লেখ করেননি তিনি, শুধু বলেছিলেন, "এমন একজন তোমার মা হবেন

যাকে মন থেকে ভাল না বেসে পারবে না তুমি।" সেই অভিনেত্রীর সঙ্গে লস এঞ্জেলস-এর কাছাকাছি কোনও খামারবাড়িতে নিভৃতে উইকএণ্ড কাটাবেন বলে প্লেনে চেপে তিনি রওনা হলেন। যাবার আগে মেয়েকে সান ফ্রান্সিসকোর ফেয়ারমন্ট-এ রেখে গেলেন। হাতে গুঁজে দিলেন নগদ চারশো ডলার। যাবার আগে তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসবেন বলে কথা দিলেন। তিন দিন কেন, পুরো একটা দিনও কাটলনা, রওনা হবার ঘন্টা তিনেক বাদে প্লেন নিয়ে তিনি মাটিতে আছড়ে পড়লেন। ডিয়ানাকে একা করে চিরকালের জন্য পাড়ি দিলেন মহাকাশে।

বাবা মারা যাবার পরে ডিয়ানা দেখল তার পায়ের নিচে মাটি নেই। বাবা বেঁচে থাকতে যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন সেই মামা মাসিদের সঙ্গেই হোটেল থেকে বাধ্য হয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিল সে, তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে তাকে হোটেল থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের কাছে। হ্যাঁ, আশ্রয় তাঁরা দিয়েছিলে ঠিকই তবে সেইসঙ্গে আগাম শুনিয়ে রেখেছিলেন—"তুই আমাদের একমাত্র বোনের সন্তান, তোর বাবা আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেও তোর এই বিপদের দিনে আমরা ত মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারব না, তাতে তোর মায়ের আত্মা কষ্ট পাবে। তবে আমাদের নিজেদের অবস্থাও যে খুব একটা ভাল নয় তা তো জানিস। নিজেদের বৌ ছেলেমেয়ে আছে, ঘর সংসার আছে। এসবের মাঝখানে তোর ভরণপোষণের দায়িত্ব বেশিদিন বয়ে বেড়ানো যে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তা কি তোর মত বুদ্ধিমতী মেয়েকে বুঝিয়ে বলতে হবে? এখন ক'দিন এখানে আমাদের কাছেই থাক, লোকে যেমন মামা নয়ত মাসির বাড়িতে বেড়াতে আসে, সেইভাবে। তার ভেতর তুই যেকোনও একটা বাঁধা রোজগারের ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লেগে যা। আয়ের জোগাড় হলে মাথা গোঁজার ব্যবস্থাও হবে। তদ্দিন পর্যন্ত থাক আমাদের কাছেই। ভালভাবে বাঁচতে হলে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে একথাটা মনে রাখিস!"

নিজের পায়ে দাঁড়ানো—রোজগার, সেইসঙ্গে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা। সহজ কথায় তার দরকার একটা চাকরি। কিন্তু কে দেবে তাকে চাকরি, কি ধরনের চাকরি? ছবি এঁকে রোজগারের চাকরি? সেত স্বপ্ন। বাবা এইভাবে অকালে মারা গিয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে তার ছবি আঁকার স্বপ্নও যে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেছেন সেই সহজ সরল সত্য বুঝতে ডিয়ানার বাকি থাকেনি। মামারা তাকে আশ্রয় দিতে এককথায় পুষতে পারবেন না একথা শোনার পরে সেও তাঁদের গলগ্রহ হয়নি। তিনটে মাস। মাত্র তিনটে মাস প্রথমে এক মামাতো বোন, তারপরে এক মাসির আশ্রয়ে সে কাটিয়ে ছিল। বাবা তার কতবড় ক্ষতি করে গেছেন ঐ তিনমাসে মর্মে মর্মে টের পেয়েছিল ডিয়ানা। বাবা বাড়িতে না থাকলে মা কেন শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে বোতল বোতল মদ খেতেন সেই প্রশ্নের উত্তরও ঐ তিনমাসে পেয়েছিল সে। ডিয়ানা বুঝেছিল তার বাবা আজীবন শুধু নিজেকেই ভালবেসে গিয়েছেন। এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করার

পরে বাবার ওপর কোথা থেকে যেন রাশি রাশি ঘৃণা জমতে শুরু করেছিল তার মনের গহনে।

ডিয়ানার কপাল ভাল তাই দুর্ভাগ্যের কোপ তাকে বেশিদিন ভোগ করতে হলনা। বাবার অকালমৃত্যুর মাস তিনেকের মধ্যে এক সলিসিটার প্রতিষ্ঠানের চিঠি ঈশ্বরের অপার করুণা বয়ে নিয়ে এল তার কাছে। চিঠি পড়ে ডিয়ানা এক ফরাসি প্রতিষ্ঠানের নামে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছিলেন। এতদিন পরে সেই মামলার নিস্পত্তি হয়েছে, আদালতের রায় ফরিয়াদির পক্ষে গেছে, বিচারক অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে ফরিয়াদি মারা যাবার দরুন ক্ষতিপূরণের টাকা এখন ডিয়ানার পাওনা, যত শীগগির সম্ভব সে যেন নিজের অ্যাটর্ণির মাধ্যমে তার পাওনা সাতহাজার ডলার গ্রহণ করে তাঁদের দায়িত্বমুক্ত করে।

সাহারা মরুভূমির বুকে অসহ্য গরম আর তেষ্টায় হাঁফাতে হাঁফাতে আচমকা একফালি ওয়েসিস বা মরুদ্যানের দেখা পেলে কি অবস্থা হয় ঐ চিঠি পড়ে আঁচ করতে পেরেছিল ডিয়ানা। যে মাসি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনিই টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে এক নামী সলিসিটর প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন টেলিফোনে সে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।

ডিয়ানার বেশ মনে পড়ে দিনটা ছিল সোমবার। সেজেগুজে কাঁধে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ঝুলিয়ে যখন সে সেই সলিসিটর প্রতিষ্ঠানে এল তখন কাঁটায় কাঁটায় সকাল ন'টা। সুশ্রী রিসেপশনিস্ট তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল কাঠের প্যানেলে ঘেরা বড়সড় এক কামরায়, সেখানে বিশাল ডেস্ক-এর ওপাশে যে কমবয়সী অ্যাটর্ণি নিজের মনে ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছিল সামনে প্ল্যাস্টিকের ফলকে বড় বড় হরফে লেখা তাঁর নাম পড়েছিল ডিয়ানা—মার্ক এডুয়ার্ড ডুরাস।

"মঁশিয়ে ডুরাস" সুরেলা গলায় বলেছিল রিসেপশনিস্ট, "এঁর সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

তাকে একা রেখে রিসেপশনিস্ট চলে যেতে মুখ তুলে তাকাল সেই যুবক, হাতের ইশারায় বসতে বলল।

ডিয়ানা মুখোমুখি চেয়ারে বসতে সেই অ্যাটার্ণি যুবক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর জেনে নিল, মুখে গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে থাকলেও তার বয়স যে ত্রিশ বত্রিশের বেশি নয় প্রথম নজরেই টের পেয়েছিল ডিয়ানা। বাবার অকাল মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠতে সমবেদনা জানাল মার্ক, আর ডিয়ানাও জানল আইনের পেশার পাশাপাশি মার্ক শিল্প আর ভাস্কর্যের সমঝদারও।

মার্কই তদবির করে কিছুদিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের পাওনা বাবদ সাতহাজার ডলারের চেক পাইয়ে দিল ডিয়ানাকে। ঘন ঘন দেখা সাক্ষাতের ফলে তারা দু'জনেই দু'জনের

খুব কাছে এসে পড়েছিল। একদিন মার্ক আর ডিয়ানা আবিষ্কার করল তারা একে অপরকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে। এই উপলব্ধির পরেপরেই মার্ক ডিয়ানাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। ডিয়ানা এই প্রস্তাব ফেলতে পারল না, ক'দিন বাদেই মার্ককে বিয়ে করল সে, ডিয়ানা হল ম্যাডাম ডুরাস। বাবাকে অকালে হারিয়ে আশ্রয়চ্যুত পাখির মত যে অস্থিরতায় ডিয়ানা ছটফটিয়ে মরছিল মার্ক-এর সঙ্গ তাতে লেপে দিল শান্তি আর নির্ভরতার প্রলেপ।

প্রেম প্রেম খেলা বা রোম্যান্টিক স্বপ্ন দেখা, এ সবই মেয়েদের কুমারী জীবনের স্বাভাবিক ব্যাপার স্যাপার বিয়ের পরে তারা মানসিক দিক থেকে তারা ছেলেদের চাইতে বেশি পরিণত হয়। ডিয়ানার বেলাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটল না, তাকে হতে হবে নিখুঁত গৃহিনী, অর্জন করতে সূক্ষ্ম উপলব্ধির ক্ষমতা, সেইসঙ্গে মুখ বুঁজে সংসার সামলাতে হবে, এসব ধাপে ধাপে বুঝল ডিয়ানা। আরও বুঝল একইসঙ্গে মার্ক-এর মক্কেল আর বন্ধুবান্ধব সবাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা আপ্যায়ন করার দায়িত্ব যেমন, তেমনই সংসারের খুঁটিনাটি যাবতীয় ব্যাপার যাতে কখনও মার্ক-এর মনে রেখাপাত না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টিও তাকেই রাখতে হবে। মার্ক পেশায় আইনজীবী, বিভিন্ন সলিসিটার প্রতিষ্ঠানের হয়ে জটিল মামলা লড়তে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে তাকে রোজ ছুটে যেতে হয়, তার অনুপস্থিতিতে সংসার সামলানোর সব দায়িত্ব একা তাকেই পালন করতে হবে।

আইনজীবী ত বটেই তাছাড়া মাথা খাটিয়ে যারা উপার্জন করে সংসারের ছোট বড় কোনও ভাবনা তাদের মাথায় ঢুকলে পেশার ক্ষতি হতে বাধ্য, বিয়ের অল্প সময়ে এই সত্য উপলব্ধি করল ডিয়ানা।

তার ছবি আঁকার শখ মার্ক-এর অপছন্দ নয়, কিন্তু মার্ক-এর সংসার সামলানোর দায়িত্ব পালন করতে গেলে ছবি এঁকে শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখা তাকে ছাড়তে হবে ডিয়ানা তাও বুঝতে পারল। তবে ছবি এঁকে সে রোজগার করুক এটাও চায়না মার্ক, ডিয়ানা মাদাম ডুরাস হয়ে আদর্শ গৃহিনীর দায়দায়িত্ব পালন করুক মার্ক এর বেশি কিছুই চায়না। আশ্চর্য ব্যাপার। কথাবার্তা, আচার আচরণ সব দিক দিয়ে রুচিশীল হওয়া সত্ত্বেও ডিয়ানার আজকাল কেন জানি মনে হয় মার্ক বাড়ির ভেতরে সর্বক্ষণ মুখে মুখোস এঁটে থাকে। তার প্রতি যে ভাব ভালবাসা মার্ক আগে দেখাত এখন তাতে যেন খানিকটা ভাঁটা পড়েছে বলে ডিয়ানার মনে হয়। এ প্রসঙ্গ উঠলে মার্ক অবশ্য এতটুকু অস্বস্তি বোধ করেনা, বরং খোলাখুলিভাবে বলে, "আদর ভালবাসা দেখানো? বয়স বাড়লে ওগুলো আর বৌকে দেখানো যায় না, তুলে রাখতে হয় ছেলে মেয়েদের জন্য। বয়স বাড়লে বৌ হয় গিন্নি, তার বেশি নয়, এই সহজ সরল ব্যাপারটা সব মেয়েরই মাথায় রাখা উচিত......।"

যথাসময় সন্তান এল তাদের সংসারে। বিয়ের একবছর পূর্ণ হবার আগেই মা

হল ডিয়ানা। ছেলের জন্ম দিল। প্রসবের আগের দিন রাতের বেলাতেও মার্ক ডিয়ানার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "তুমি যে একটা কোলজোড়া ছেলের মা হতে চলেছো তা আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি।" মার্ক-এর আশা পূর্ণ হল ঠিকই, কিন্তু তার অজান্তে একটা বড় খুঁত কে যেন আড়ালে থেকে জুড়ে দিল তাতে। ডিয়ানার ছেলে হল ঠিকই, কিন্তু জন্মের পরে পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তার দেখলেন তার দুটো ফুসফুস ভীষণ দুর্বল, শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছে। জন্মানোর পরে রীতি অনুসারে ছেলের নামকরণ হল ঠিকই, কিন্তু তার ক'দিন বাদেই সে মারা গেল।

প্রথম সন্তানকে হারিয়ে ডিয়ানা শোকে পাথর হয়ে গেল, পুত্রশোক হালকা করতে মার্ক তাকে নিয়ে এল ফ্রান্সের অ্যান্টিরসের পৈতৃক বাড়িতে। মা কাকিমার আশ্রয়ে বৌকে রেখে মামলার সওয়াল করতে সেদিন রাতের ফ্লাইটেই পাড়ি দিল লণ্ডনে। হাতে মামলার কাজ কম থাকলে কোনও কোনও উইক এণ্ডে মার্ক লন্ডন থেকে চলে যেত প্যারিসে। ফ্রান্সে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে থাকতে দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হল ডিয়ানা, যথাসময় এবারও ছেলে হল। এবারের সন্তানও বাঁচলনা, জন্মানোর চারঘন্টার মধ্যে সে পৃথিবীর মায়া কাটাল।

দ্বিতীয় সন্তান মারা যাবার পরে এক অদ্ভুত উন্মত্ততা পেয়ে বসল ডিয়ানাকে, মার্ক-এর সন্তানের মা তাকে যেভাবেই হোক হতে হবে আর সে যাতে ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায় সেজন্য আগে থেকে সবরকম যত্ন নিতে হবে তাকে। মা হবার তাগিদে ঘরে বসে অবসর সময়ে ছবি আঁকা ছাড়ল ডিয়ানা, বিভিন্ন হেলথ ক্লাবে ঘুরে নানারকম ব্যায়াম করল, ডাক্তার দেখিয়ে নিয়মিত ওষুধও খেতে লাগল। হ্যাঁ, আবারও গর্ভবতী হল ডিয়ানা, মার্ক তার মা আর কাকিমা সবাই ধরে নিয়েছিলেন এত প্রস্তুতির পরে এবার নিশ্চয়ই মার্ক-এর বৌ এক স্বাস্থ্যবান ছেলের জন্ম দেবে।

যথাসময় সন্তান প্রসব করল ডিয়ানা। সন্তান ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মাল ঠিকই। কিন্তু ছেলে নয়, মেয়ে। একমাথা লালচে সোনালি চুল, বাপের মত ভাসাভাসা নীল চোখ। মার্ক-এর সঙ্গে একমত হয়ে ডিয়ানা মেয়ের নাম রাখল পিলার।

পরপর দু'বার বাচ্চা হয়ে বাঁচেনি। এবারের বাচ্চাটি ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছে ঠিকই কিন্তু ছেলে নয় মেয়ে, এই দুঃখ মার্ক-এর মা কাকিমা ভুলতে পারলেন না। যেন ডিয়ানাই এজন্য দায়ি এমন হাবভাব করতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তা নিয়ে মার্ক-এর কিছুই যায় আসে না। সে পিলারের বাবা তার রক্তমাংসে গড়া তার মেয়ের শরীর গোটা অস্তিত্ব। বড় হলে তারই মত ফরাসিতে মনের ভাব প্রকাশ করবে সে। মার্ক ঠিক করল পিলার আরেকটু বড় হলে প্রত্যেকবছর গরমের সময়টা তারা তিনজনে দেশের বাড়িতে এসে কাটিয়ে যাবে। মার্ক-এর ভাবগতিক দেখে ঘাবড়ে গেল ডিয়ানা। মেয়েকে পুরোপুরি ফরাসি বানানোর ফিকিরে সে কি তার কাছ থেকে আলাদা করে দিতে চায়? মুশকিল এই যে এসব প্রশ্ন মনে

এলেও মুখ ফুটে বলা যায় না বিশেষত তার বেলায় যেখানে এর আগে পরপর দু'টি সন্তানকে হারিয়েছে সে।

হাজারও কাজ আর দায়িত্ব পালনের ফাঁকে পিলারের সঙ্গে সময় কাটাত মার্ক ছোটবেলায় কাঁধের চাপিয়ে নিয়ে যেত বন্ধুদের আড্ডায়। চেঁচিয়ে সবাইকে মাতিয়ে হো হো করে হাসত পিলার, অনেক বাচ্চার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য সচরাচর দেখা যায় না। ছোটবেলায় তার মুখ সবসময় ভোরের রোদের মত উজ্জ্বল দেখাত, কান্নাকাটির কালো মেঘ সেখানে খুব বেশি জমতে দেখেছে বলে ডিয়ানার মনে পড়ে না। ফরাসি বাপের আদরের মেয়ে পিলারের মুখে প্রথম বুলি ফুটেছে ফরাসিতে, ইংরেজিতে নয়।

জামাকাপড়, খেলনা, বইপত্র, সবকিছুতেই ফরাসি ছাপ, মার্কই সেসব এনে দিয়েছে মেয়েকে। মেয়ের মানসিকতা শৈশব থেকে এমনভাবে গড়েছে মার্ক যার ফলে আগাপাসতলা ফরাসি ডুরাস পরিবারের মেয়ে ছাড়া নিজেকে আর কিছু ভাবতে শেখেনি পিলার। পিলার বারো-তে পা দিতে মার্ক তাকে পাঠাল গ্রেনোবল্-এর বোর্ডিং স্কুলে; ততদিনে ডিয়ানার লোকসান যা হবার হয়ে গেছে, মেয়ের মন থেকে সে একরকম মুছে গেছে, পিলারের কাছে ডিয়ানা যেন নেহাৎ এক ভিনদেশী মহিলা যে তাকে গর্ভধারণ করেছে।

পিলার যেন ধরেই নিয়েছে ডিয়ানা শুধু রাগ, ক্ষোভ, বিরক্তি আর অসন্তোষের জীবন্ত প্রতিমূর্তি এসবের বাইরে তার অন্য কোনও সত্তা বা অস্তিত্ব নেই। সে নিজে ফ্রান্সে শ্বশুরবাড়িতে বরাবরের মত থাকেনি বা থাকতে পারেনি, বা পিলারকে মার্কিণমুলুকে নিজের চেনাজানা মানুষ আর বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করিয়ে সেখানকার সমাজ আর জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত করতে পারেনি—ডিয়ানা জানে এসব তার একারই ত্রুটি।

॥ দুই ॥

জুন মাসের সকাল। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডিয়ানা, লঘু পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে তাকাল লিভিং রুমের দিকে। যেখানে যা ছিল সব ঠিকমতই আছে, মোলায়েম সবুজ রেশমে ঢাকা তিনটে কৌচ, পঞ্চদশ লুই মডেলের কয়েক সারি চেয়ার আর ছোট ডিনার টেবল, রূপোর ছাইদানি, দেয়ালে টাঙ্গানো মার্ক-এর কজন পুর্বপুরুষের দামি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। বাইরে খানিক দূরে গোল্ডেন গেট ব্রিজ আর উপসাগরের জল পর্দার এপাশ থেকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। আকাশে কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটা নেই, ধারেকাছে ছোটবড় কোনও জাহাজও চোখে পড়ছে না। এমন ফুটফুটে পরিষ্কার দিনে জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় সাধ জাগল ডিয়ানার মনে, পরক্ষণে আবার ভাবল কৌচে বসলে হয়ত সবুজ রেশমি ঢাকনা দুমড়ে কুঁচকে যাবে, ঘরের ভেতর পা ফেলে হাঁটলে মেঝের দামি কার্পেটেরও সেই হাল হবে। এমনকি

যে শ্বাস প্রশ্বাস নিলেও এই ঘরের পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। তার চেয়ে এই বাড়িরই পেছনে স্টুডিওর চেহারার নিজের যে জগৎ সে গড়ে তুলেছে সেখানে গিয়ে সময় কাটালে অনেক স্বস্তি পাবে। বাড়ির ভেতরের পরিবেশ একেক সময় অসহ্য হয়ে উঠলে ডিয়ানা সেখানে পালিয়ে বাঁচে।

স্টুডিওর ভেতরে সবকিছু স্বাভাবিক, প্যালেট রং, ইজেলে ক্যানভাস। দেয়ালের হালকা হলদে রং, সবই উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত ঠেকছে। দু'হাতে পর্দাগুলো দু'পাশে সরিয়ে পাশের দরজা খুলে বাইরে ছোট বারান্দায় এসে দাঁড়াল ডিয়ানা। মেঝের উজ্জ্বল রঙিন মোজেইক টালি বরফের মত জমে ঠাণ্ডা খালি পায়ে দাঁড়াতে কনকন করে উঠল দু'পায়ের পাতা।

কুয়াশাঘেরা সকালে এখানে আগেও অনেকবার এসে দাঁড়িয়েছে ডিয়ানা, অদূরে গোল্ডেন গেট ব্রিজ-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছে। কিন্তু আজ এই চড়চড়ে রোদে সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে আপনিই বুঁজে এল তার দু'টি চোখ। নৌকোয় পাল খাটিয়ে জলের বুকে ভেসে বেড়ানো নয়ত উপকূলের বালুকাবেলায় গড়ানোর পক্ষে এ হল আদর্শ দিন। কথাটা মনে হতে মুখ টিপে হাসল ডিয়ানা। এমন রোদ ঝলমলে দিনে বাড়ি ছেড়ে বেরোলে ঘরের কোথায় কি ঝাড়পোঁছ করতে হবে তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মার্গারেটকে দিয়ে করাবে কে? চিঠিপত্রের উত্তর দেবে কে? তারপরে পিলার, এই বয়সে রাতের বেলা তার বাইরে বেরোনো চলবে না একথাই বা কে বুঝিয়ে বলবে তাকে? মেয়ের কথা মনে আসতে থমকে গেল তার চিন্তার গতি, ডিয়ানার নিমেষে মনে পড়ল আজই আর কিছুক্ষণ বাদে পিলার অ্যান্টিরসে তার পৈতৃক বাড়িতে যাবে, গোটা গরমকালটা ঠাকুরমা, কাকা, কাকিমা আর তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটাবে। ওরাও প্যারিস থেকে এসে জুটবে সেখানে। শ্বশুরবাড়ির কথা মনে পড়তে আঁতকে উঠল ডিয়ানা, মনে পড়ল বিয়ের আগে তাঁদের খারাপ ব্যবহারের কথা। মার্ক-এর বুড়ি মা দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন ঠিকই কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এখনও রয়ে গেছেন নেপোলিয়নের পচা ঘুণধরা আমলে। বাইরে খুবই ভদ্র সভ্যভব্য আচার আচরণ কিন্তু ছেলের বিয়ের কথা উঠতেই দাঁতে দাঁত পিষে চিবিয়ে চিবিয়ে ভেতরের সবটুকু বিষ উগরে দিয়েছিলেন তিনি, স্পষ্টভাষায় বোঝাতে চেয়েছিলেন তেল আর জল যেমন মেশেনা তেমনই সাবেক বনেদী ফরাসি পরিবারের কৃতী সন্তান মার্ক-এর সঙ্গেও তার মত এক আমেরিকান মেয়ের বিয়ে কোনমতেই হতে পারে না। ডিয়ানার বাবা এককালে হয়ত বড় ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তিনি প্রায় পথের ভিখিরির মত ফতুর অবস্থায় মারা গেছেন তাই তাঁর মেয়েটিকে তার আত্মীয়রা মার্ক-এর মত সুপাত্রের গলায় ঝুলিয়ে দেবার মতলব এঁটেছে। শেষ পর্যন্ত মার্ক নিজে মা কাকিমার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে এ বিয়ে সত্যিই হত না। এরপরে মেয়ে হবার জন্য আরও অপমান আর দিনরাত ঠেসা দেয়া মন্তব্য, সেসব

সইতে না পেরে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায় এককাপড়ে চলে আসা। গরমের সময় ফি বছর আর শ্বশুর বাড়ির ধার মাড়ায় না ডিয়ানা। পিলার যায়। বলে জায়গাটা ওর ভাল লাগে। লাগাই স্বাভাবিক সে ত ঐ বাড়িরই মেয়ে।

দেয়ালে কনুই ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে ডিয়ানা হাতের তালুর পিঠে চিবুক রাখা। একটা ছোট মালবওয়া জাহাজ ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে নিজের অজান্তে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"মা, ওখানে ঠাণ্ডার মধ্যে কি করছ?" পিলারের গলা পেছন থেকে ভেসে এল। পায়ের নিচে মোজেইকের চামড়া-জমে যাওয়া ঠাণ্ডার রেশ মেয়ের কথাতেও যেন ঝরে পড়ল বলে তার মনে হল।

"ও কিছু না", জাহাজের দিকে একপলক তাকিয়ে ঘাড় ঘোরাল ডিয়ানা," এখানে আমার বেশ আরাম লাগছে। তাছাড়া, যাব কি করে, সকাল থেকে আমার চটিজোড়াই খুঁজে পাচ্ছিনা যে!" বলে মুখ নিচু করতেই পিলারের পায়ে হারানো চটিজোড়া দেখতে পেল সে।

"যাক, চটিজোড়ার বরাত ভাল," মেয়ের চোখে চোখ রেখে হাসল ডিয়ানা, "তুমি অন্তত ও দু'টো খুঁজে পেয়েছো।" চটি হারানোর প্রসঙ্গ সাতসকালে পাছে অশান্তির চেহারা নেয় সে কথা ভেবেই ডিয়ানা ইচ্ছে করে হালকা রসিকতার গলায় বলল কথাটা।

"ভাবছ ভারি মজার ব্যাপার, তাই না, মা?" ডিয়ানা নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেও পিলারের চোখে মুখে কথার ঝাঁঝে যুদ্ধের ভাব ফুটে বেরোল, "আলমারির ভেতরে এত হাতড়েও একটা ভাল সোয়েটায়-এর হদিশ পেলাম না। তারপর তোমার দর্জি, সেও ত হয়েছে তেমনই, জানে আজ সকালে রওনা হব তবু কালো স্কার্টটা এখনও দিয়ে যাবার সময় ওর হলনা।" বলতে বলতে লালচে সোনালি লম্বা চুলগুলো পেছনে ফেলে অভিযোগের চাউনি মেলে মায়ের দিকে তাকাল পিলার।

আড়চোখে ঘড়ি দেখল ডিয়ানা। সাড়ে সাতটা। এই সকালে মেয়েকে এত রাগতে দেখে অবাক হল সে। নিছক ছেলেমানুষি নাকি নারী হিসেবে সে এখনই মার্ককে আরও কাছে পেতে চায়, অস্তিত্ব-তাই অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে? সাতসকালে পিলারের বিদ্রোহের মূলে এ দু'টি কারণের কোনটি সক্রিয় অনেক ভেবেও বের করতে পারলনা পিলার তার ওপর যত খুশি রাগতে পারে। এখানে তার কিছুই করার নেই। হাতে আরও কিছুদিন গেলে সময়ের সঙ্গে মানসিক দিক থেকে আরও বেড়ে উঠলে তখন মাকে ঠিকঠিক চিনতে পারবে, পিলার বুঝবে মায়ের মত সেরা বন্ধু এই বিশ্বসংসার তার আর একজনও নেই। সেই দিনটি কবে আসবে সেই আশায় ডিয়ানার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এ আশা যে কিছুতেই ধ্বংস হতে দেয়া যায় না।

"দর্জি জানে তুমি আজ রওনা হবে", স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল ডিয়ানা, "তাই

কাল রাতেই তোমার স্কার্ট সে নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে গেছে, ওটা হলঘরের আলমারিতে রাখা আছে। আর তোমার সোয়েটার? গতকাল মার্গারেট নিজে হাতে ওগুলো গুছিয়ে ভরে দিয়েছে তোমার সুটকেসে। কেমন, তোমার ঝামেলা মিটেছে ত?'' হাজার খারাপ ব্যবহার করলেও পিলার যে চিরকাল তার মনের মণিকোঠা দখল করে থাকবে একথাটা জীবনের শেষদিনেও মুখ ফুটে মেয়েকে বলতে পারবেনা ডিয়ানা।

''তা নয় হল'', আবার দু চোখ পাকাল পিলার, ''কিন্তু আমার পাসপোর্ট আর ভিসা, ও দুটো কোথায় রেখেছো?''

''তোমার পাসপোর্ট আর ভিসা আমার কাছে আছে, সোনা,'' শান্ত চাউনি মেলে ডিয়ানা তাকাল মেয়ের দিকে, ''এয়ারপোর্টে পৌঁছে ঠিক সময়মত ওগুলো তোমার হাতে তুলে দেব।''

''না, এয়ারপোর্টে নয়, এখুনি দাও!'' খেঁকিয়ে উঠল পিলার, ''নিজের ভালমন্দ বোঝার বয়স আমার হয়েছে।''

''একশোবার হয়েছে এই কথাটা ত আমিও বলতে চাই,'' পিছিয়ে এসে স্টুডিওতে ঢুকল ডিয়ানা, ''এখন তাহলে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেবে?''

''পরে খাব আগে চান করে নিই?''

''মার্গারেটকে বলছি তোমার ব্রেকফাস্টের ট্রে এখানে দিয়ে যেতে।''

''করো যা খুশি,'' বলেই পা চালিয়ে সরে গেল পিলার। মেয়ের এই রুক্ষ আচরণ তার কলজেতে তিরের মত বিঁধছে স্পষ্ট অনুভব করল ডিয়ানা। তার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। হয়ত মেয়ের মুখের আরও জ্বালা আরও নিগ্রহ তার জন্য তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু কেন? এজন্যই কি সে তাকে পেটে ধরেছিল? তার ছেলেদুটো বেঁচে থাকলেও কি এমনই খারাপ ব্যবহার করত? মাঝে মাঝে নিজের মনের কাছে জানতে চায় ডিয়ানা। উত্তর মেলেনা। আবার একেক সময় মনে হয় হয়ত ভিন্ন ভাষাভাষী দু'টি দেশের সত্তা দু'জনের মধ্যে কাজ করছে বলেই তারা মা আর মেয়ে আজ দু'জনে দু'জনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্টুডিওর ডেস্কে রাখা টেলিফোন কঁকিয়ে উঠতে তার তন্ময়তা ভেঙ্গে খানখান হল। নিশ্চয়ই মার্গারেট ফোন করছে, জানতে চাইছে প্রভাতী কফি এখানে নিয়ে আসবে কিনা। মার্ক কাজের চাপে বিদেশে গেলে সে প্রায়ই এই স্টুডিওতে একা ব্রেকফাস্ট খায়। তবে মার্ক বাড়িতে থাকলে তা হয়না। তখন তার পাশে বসে খেতে হয়।

রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল মার্ক-এর গলা।

''ডিয়ানা? আমি বলছি। শোন, আমার নিচে নামতে কম করে আরও মিনিট পনেরো দেরি হবে। মার্গারেটকে বলে দাও ব্রেকফাস্টে ডিমগুলো ভাল করে ভাজতে কিন্তু তাই বলে যেন আবার পুড়িয়ে না ফেলে। আজকের খবরের কাগজ এসেছে?''

"জানি না, মার্গারেট হয়ত ব্রেকফাস্ট টেবলে তুলে রেখেছে।"

"আচ্ছা, রাখছি।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে যাবার আওয়াজ আবার অভাবিত ঘা দিল কলজেয়। গুড মর্ণিং কেমন আছো, রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল ত, এসব কোনও প্রশ্নের ধারে কাছে যাওয়ার নাম নেই, একজন তার স্কার্ট, আর পাসপোর্ট, আরেকজন ব্রেকফাস্টে ডিম ভাজার ফরমাশ দিচ্ছে। সে যে শখ করে ছবি আঁকে তাত বাপ আর মেয়ে দু'জনেই জানে কিন্তু এনিয়ে দু'জনের একজনেরও মাথাব্যথা নেই কেন? নতুন কি ছবি আঁকছো এই প্রশ্নটা করলে তাদের কতটুকু আত্মসম্মানের হানি হত? চোখের জল মুছে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিয়ানা বাইরে এসে স্টুডিওর দরজার পাল্লা এঁটে দিল।

ডাইনিং রুমে একরাশ খবরের কাগজ ভাঁজ করার খস্‌খস্‌ আওয়াজ হতে মার্গারেট বুঝল তার মনিবনি এসেছেন। ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে কিচেনের দরজা খুলতেই সে ডিয়ানার মুখোমুখি হল।

"মর্ণিং, মিসেস ডুরাস" হেসে প্রভাতী অভিবাদন জানাল মার্গারেট।

"গুড মর্ণিং, মার্গারেট।"

তারপরেই শুরু হল দক্ষ হাতে টেবলে ব্রেকফাস্ট সাজানোর পর্ব। হাসি ঝরা নরম গলায় একের পর এক হুকুম দেয়া, গুরুত্ব বুঝে ক'দিনের বাসি খবরের কাগজগুলো টেবলের একপাশে গুছিয়ে রাখা। সূক্ষ্ম কাজ করা বোন চায়নার পট ভর্তি কফি টেবলের ঠিক মাঝখানে রাখা—এই পটটি একদা ছিল মার্ক-এর মা অর্থাৎ ডিয়ানার শাশুড়ির সম্পত্তি, সবক'টা জানালার পর্দা টেনে ঠিকঠাক করা। সবারই মুখে যেন অদৃশ্য মুখোস আঁটা নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালনে উদ্যত সবাই।

বারান্দার মেঝেতে বসানো মোজেইক টালির ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে কার্পেটে পা দু'টো ঘষে গরম করছে ডিয়ানা আর নীল ফুল আঁকা পেয়ালার গরম কফিতে মাঝেমাঝে আলতো চুমুক দিচ্ছে। আজ সকালে কমবয়সী সদ্যযুবতীদের মত দেখাচ্ছে তাকে—চুলে আলগা বিনুনি। বড় বড় একজোড়া চোখ, পিলারের মতই নরম গায়ের চামড়া, ভাঁজহীন নরম দু'টি হাত যেমন ছিল কুড়ি বছর আগে। এই মুহূর্তে দেখলে কেউ বলবে না তার বয়স সাঁইত্রিশ, বলবে তার বয়স এখনও কুড়ির কোঠা পেরোয়নি।

মার্ক-এর গলা দিব্যি কানে আসছে, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত ফরাসিতে কথা বলছে পিলার-এর সঙ্গে। ডিয়ানা জানে চান সেরে ব্যাপ-ন্যাওটা মেয়ে তার তেতলার সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে ফরাসিতে বকবক করে চলেছে বাপের সঙ্গে। পিলার নাইস-এ গরমের ছুটিটা যাতে সভ্যভব্য হয়ে কাটায় মার্ক যে সেই প্রসঙ্গে তাকে ঝুড়ি ঝুড়ি জ্ঞান দিচ্ছে এই সাতসকালে তাতে ডিয়ানার এতটুকু সন্দেহ নেই। ডিয়ানা ভালভাবেই জানে তার নিজের সঙ্গে না হলেও গরমের ছুটিটায় অতদূরে গিয়েও বাপবেটির ঠিকই দেখাসাক্ষাৎ হবে, সানফ্রান্সিসকো থেকে কাজের

দায়িত্বে নিয়ে মার্ক যতবার ফ্রান্সে যাবে ততবার সে মেয়ের সঙ্গে দেখা করার মত সময় ঠিক বের করে নেবে। ওরা বাপবেটি দু'জনে দু'জনের বন্ধুর মত। ''সুপ্রভাত, প্রিয়,'' কানের কাছে মার্ক-এর গলা শুনে চমকে উঠল ডিয়ানা। একসময় এমনই সাতসকালে নিখুঁত ফরাসিতে যে অভিবাদন তাকে জানায় মার্ক তার বাংলা তর্জমা, ''সুপ্রভাত, অন্তরতম।'' তবে সে বহুদিন আগের কথা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও হয়ত একঘেয়ে হয়ে উঠেছে স্বামির কাছে তাই এখন নেহাতই দায়সারাভাবে শুধু 'সুপ্রভাত প্রিয়' বলে প্রভাতী অভিবাদন জানায় মার্ক।

''বাঃ, এই ভোরবেলা তোমায় ত ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, তোষামুদে গলায় বলল মার্ক। ''ধন্যবাদ'', হাসিমুখে তাকাতে গিয়ে ডিয়ানা দেখল তার স্বামি ততক্ষণে বাসি খবরের কাগজের গাদায় নাক ডুবিয়ে দিয়েছে। সাতসকালে তার রূপের প্রশংসা যে নিছক মনরাখা ব্যাপার তা বুঝতে পেয়ে বুকের ভেতরটা তার অব্যক্ত যাতনায় গুমরে উঠল। ফরাসিদের এমনই তোষামুদে স্বভাবের কথা সে শুনেছে আগে, এখন ঘরের লোকের স্বভাবে সেই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখে ব্যথা পেল।

''দূরে কোথাও যাচ্ছ নাকি?'' যেচেই জানতে চাইল সে, ''কবে যাবে?'' ''পরে বলব তোমায়,'' আনমনা ভাবে বলতে বলতে আচমকা মুখ ফেরাল মার্ক, ''আগামীকাল প্যারি যাচ্ছি, অল্প কিছুদিনের জন্য।''

''অল্প কিছুদিন মানে কতদিন?''

মুখ তুলে এমন চাউনি মেলে মার্ক তার দিকে তাকাল যেন ডিয়ানার কথা শুনে মজা পাচ্ছে সে। আর তখনই অতীতে একদা মার্ক-এর প্রেমে পড়ার মধুর স্মৃতিও ভেসে উঠল মনের পর্দায়। তার সেই সময়ের চোখে মার্ক ছিল সুন্দর ও সুপুরুষ, অবিশ্বাস্য রকম ছিল তার সে সৌন্দর্য মেদ ও চর্বির বাহুল্য বর্জিত রোগা লম্বাটো গড়নের অভিজাত ফরাসি যুবকের মুখ, চওড়া কপাল আর সেই কপালের নিচে একজোড়া দৃপ্ত নীল চোখ, সেই উদ্ধত নীল ফরাসি চোখ গর্বিত উদ্ধত চাউনি বাপের দিক থেকে পায়নি পিলার। মার্ক-এর দু'দিকের রগে তখনই পাক ধরেছিল। এখনও তাকে দিব্যি প্রাণশক্তিতে ভরপুর তাজা জোয়ান দেখাত। আমেরিকান মাত্রই তার চোখে তখন ছিল 'আমুদে' মজার মানুষ। টেনিস বা স্কোয়াস খেলায়, কন্ট্রাক্ট ব্রিজ বা ব্যাকগ্যামনের আসর, সব খেলাতেই প্রতিপক্ষকে তার আমুদে মজার মানুষ মনে হত, এমনকি আদালতে প্রতিপক্ষের উকিলের হেরে যাওয়া মুখ আর পরাজিত চোখের চাউনি দেখেও একই মন্তব্য করত মার্ক। নিখুঁতভাবে কঠোর পরিশ্রম করত মার্ক, এবং তার ফলে সাফল্যও অর্জন করত অনায়াসে। সমবয়সী পুরুষদের সে হয়ে উঠেছিল ঈর্ষার পাত্র, তেমনই সব বয়সের মেয়েই ছিল তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, মার্ক-এর প্রসঙ্গে তাদের মন্তব্য শুনলে মনে হত পারলে তারা তার পায়ে লুটিয়ে পড়তেও কুণ্ঠিত হবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জয়ী হত মার্ক, প্রতিপক্ষ নারীপুরুষ সবাইকে জয়

করাই ছিল তার স্টাইল, যা একান্তভাবে ছিল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পরিচয়ের গোড়ার দিকে তার এই বিশ্বজয়ী দৃষ্টিভঙ্গির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ডিয়ানা, মার্ক তাকে ভালবেসে ফেলেছে একথা তার মুখ থেকে শোনার পরে ডিয়ানা অনুভব করেছিল সে তাকে সত্যিই জয় করেছে।

"বলছিলাম তোমায় ক'দিন বাইরে কাটাতে হবে?" নিজের গলার ঝাঁজ নিজের কানেই টের পেল ডিয়ানা।

"এখুনি ঠিক বলতে পারছিনা।"

"অল্প কয়েকদিন। কেন, তা জানা কি খুবই দরকার?"

"নিশ্চয়ই।" আবার সেই একই ঝাঁজ......

"কি ব্যাপার বলো ত," অবাক চোখে তার পা থেকে মাথা একপলক দেখে নিল মার্ক, "আমার কি বাড়িতে থাকা এখন খুবই দরকার?" বলেই পকেট হাতড়ে খুদে ডায়েরি বের করল, পরপর অনেকগুলো পাতা উল্টে দেখল, আবার পাতা উল্টে ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে দেখল, আবার পকেটে পুরে চোখ তুলে বলল, "ব্যাপারটা কি?"

"না, তেমন কিছু নয় সোনা, "ভেতরের অভিমান জোর করে চেপে রেখে বলল ডিয়ানা, এমনই জানতে ইচ্ছে হল, তাই বললাম।"

"যাবার আগে তোমায় জানাব," ছেলেমানুষকে ভোলানোর সুর ফুটল মার্ক-এর গলায়, "আসলে সত্যিই ক'দিন বাইরে থাকতে হবে তা এখনও আমি নিজেই জানিনা। আজ মক্কেলদের সঙ্গে কয়েকটা মিটিং আছে, মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে কথা বলার পরে জানতে পারব। জাহাজ কোম্পানির মামলাটা নিয়ে তালেগোলে কিছু ঝামেলা পাকিয়েছে, তাই মনে হচ্ছে আমায় হয়ত প্যারি থেকে সোজা এথেন্সে যেতে হতে পারে।"

"আবার যাবে?"

"তাই ত মনে হচ্ছে," বলেই মুখ বুঁজে বাসি খবরের কাগজের দিকে মন দিল মার্ক, খানিকবাদে মার্গারেট প্লেট ভর্তি ফ্রায়েড ডিম সামনে রাখতে চোখ তুলে আবার বৌ-এর দিকে তাকাল, "তুমি কি পিলারকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে?"

"নইলে আর কে দেবে?"

"রওনা হবার আগে মেয়েটা যাতে ভদ্র সাজপোষাক পরে তা দেখো। যেসব বদখত জামাকাপড় ও দিনরাত পরে ঘুরে বেড়ায় সেসব দেখলে ওর দিদার ঠিক স্ট্রোক হবে।"

"এসব কথা তুমি নিজে মুখে ওকে বলোনা?" কটা চোখের সবুজ আগুন হানা চাউনি স্বামির দিকে ছুঁড়ে দিল ডিয়ানা।

"ভাবলাম ওটা পুরোপুরি তোমার এক্তিয়ার, তাই........" এতটুকু বিচলিত দেখাল না মার্ককে।

''কোনটা আমার এক্তিয়ার,'' আচমকা ফুঁসে উঠল ডিয়ানা, ''নিয়ম শৃংখলা, না মেয়ের ওয়ার্ডরোব?''

''দুটোই,'' অদ্ভুত শান্ত গলায় জবাব দিল মার্ক, ''অবশ্য একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত।''

নির্দিষ্ট সীমা! জব্বর বললেন বটে মাই লার্নেড ফ্রেণ্ড! মনে মনে স্বামীর উদ্দেশে বলল সে, বলতে চাইল নির্দিষ্ট সীমা মানে কতটুকু। যেটুকু আমি সইতে পারব? ভাবল বলে তুমি আসলে কি বলতে চাও বলো ত? কিন্তু ডিয়ানার মুখ দিয়ে সে কথা বেরোল না।

''হয়ে হয়েছে,'' মার্ক বলল।

''হাতখরচ বাবদ আমি কিছু টাকা ওকে দিয়েছি তাই তুমি আর আলাদা করে দিয়োনা।''

''কত দিয়েছো?''

''কিছু বললে?'' এমন তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে তাকাল মার্ক যেন প্রশ্নটা করা তার উচিত হয়নি। ''আমি জানতে চাই হাতখরচ বাবদ কত টাকা তুমি ওকে দিয়েছো?'' নিজেকে যথেষ্ট সংযত রেখে আস্তে কেটে কেটে প্রশ্নটা করল ডিয়ানা।

''সেটা জানা কি খুবই জরুরি?''

''একশোবার জরুরি,'' নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার গলা যেন আপনিই চড়ে গেল, ''নিয়মশৃংখলা আর মেয়ের ওয়ার্ডরোব কি আমার একার এক্তিয়ার?'' আঠারো বছরের বিবাহিত জীবনের চাপা উত্তেজনা তার গলার আওয়াজ নিমেষে পাল্টে দিল।

''ও নিয়ে তুমি খামোকা ভেবোনা,'' তার স্বামি কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাতে চাইল, ''ওকে যা দিয়েছি তা নেহাত কম নয়।''

''কম দিয়েছো কি বেশি দিয়েছো তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।''

''তাহলে তোমার মাথাব্যথা কি নিয়ে?'' মার্কের গলা এতক্ষণ বাদে অল্প চড়ল। ইস্পাতের মত কঠিন শানানো চাউনি হেনে বৌ-এর দিকে তাকাল।

''আমি বলতে চাই গরমের ছুটিতে এতগুলো টাকা সঙ্গে নেবার ওর কোনও দরকার নেই।''

''টাকাকড়ির বেলায় পিলার যথেষ্ট হুঁশিয়ার, ডিয়ানা, ওর দায়িত্ব জ্ঞান কিছু কম নেই।''

''মার্ক,'' তীক্ষ্ণগলায় চেঁচিয়ে উঠল ডিয়ানা, ''ভুলে যাচ্ছ তোমার মেয়ের বয়স এখনও ষোল হয়নি। কতটাকা তুমি দিয়েছো ওর হাতে?''

''পুরো একহাজার,'' খুব চাপাগলায় বলল মার্ক।

''এক হাজার ডলার!'' চোখ বড় বড় করে বলল ডিয়ানা। ''কি সাংঘাতিক লোক তুমি।''

"সত্যি বলছ?"

"তাতে কোনও সন্দেহ আছে? অতগুলো টাকা দিয়ে ও কি করবে তা তুমি ভালভাবেই জানো।"

"ভালো রেস্তোরাঁয় দামি ডিশ খাবে, দামি জামাকাপড় কিনবে, গল্পের বই কিনবে, সিনেমা থিয়েটার দেখবে। এর চেয়ে বেশি আর কি-ই বা করবে। এসবের পেছনে টাকা ওড়ালে ভয় বা ক্ষতির আশংকা ত নেই?"

"না, না, পিলার ওসব কিছুই করবে না," ভয় মাখানো গলায় বলল ডিয়ানা, "মোটর সাইকেল কেনার জন্য মেয়ে তোমার ক্ষেপে উঠেছে। আমিও সাফ বলে দিয়েছি কিছুতেই ও জিনিস কিনতে দেবনা। তাই অত টাকা নিয়ে ও কোথাও যাক এটা আমি একদম চাইছিনা।"

"বোকার মত কথা বোল না........"

"মার্ক, ঈশ্বরের দোহাই......."

ডিয়ানা ঝাঁঝিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। মিলান থেকে মার্ক-এর ফোন। সকাল সাড়ে ন'টায় জরুরি মিটিং, রওনা হবার আগে ডিয়ানার বকবকানি শোনার অবসর হাতে নেই।

"অকারণ মাথা গরম কোরনা, ডিয়ানা," দরজার কাছাকাছি পৌঁছে আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল মার্ক, "মেয়ের যত্নআত্তি করার মত লোকের অভাব ওখানে হবেনা, তাই শুধু শুধু ওর জন্য ভেবোনা। এখন বেরোচ্ছি, আবার রাতে দেখা হবে।"

"রাতে বাড়িতেই........খাবে ত?"

"ঠিক নেই, খেলে দমিনিক-কে টেলিফোনে জানিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ," আবেগহীন, নিরুত্তাপ একটি শব্দ। ডিয়ানার সামনেই দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মার্ক। কয়েক মুহূর্ত পরে মার্ক-এর গাড়ির এঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ শুনতে পেল ডিয়ানা। আরও একবার মার্ক-এর হাতে হারতে হল তাকে।

এয়ারপোর্টে যাবার পথে মেয়ের সামনে সকালবেলার প্রসঙ্গ আবার তুলল ডিয়ানা, "বাবাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে অনেকগুলো টাকা হাতিয়ে নিয়েছো শুনলাম।"

"বেরোনোর মুখেই ঝামেলা পাকালে?" বিরক্তি মেশানো চোখে তাকাল পিলার, "এবারের ইস্যুটা কি?"

"ইস্যু যে তোমার সেই মোটর সাইকেল কেনার শখ তা নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবেনা। আগেভাগেই বলে রাখছি বাছা। ওটা সত্যিসত্যি কিনলে কিন্তু ফল ভাল হবেনা, দিদার বাড়ি থেকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ফিরিয়ে আনব।"

"আমি সত্যিসত্যি কিনলে জানবে কি করে?" কথাটা বলে মাকে খ্যাপানোর সাধ মনে জাগলেও তা বলার মত সাহস পিলারের হল না, নিপাট ভাল মানুষের মত

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, "বেশ ত, তোমার যখন এতই ভয় তখন কিনব না।"

"চড়বেও না।"

"বেশ, চড়বও না, আর কিছু?"

প্রতিশ্রুতি দেবার ভান করে পিলার যে তাকে রাগাতে চাইছে তা বুঝতে পেরে ডিয়ানার এবার সত্যিই কান্না পেল, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে এঞ্জিন চালু করল সে।

যেন কিছুই হয়নি এমন নিপাট ভালমানুষের মত মুখ করে মার পাশে বসেছে পিলার। খানিকদূর যাবার পরে আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল ডিয়ানা, "দুএক দিন নয়, পুরো তিনটে মাস তুমি আমায় ছেড়ে থাকবে। রোজই ত আমার সঙ্গে কোনও না কোনও ছুতোয় খিটিমিটি বাধাচ্ছ, শুধু আজকের দিনটা যাবার আগে এমনই অশান্তি না করলেই চলছিল না?"

"আমায় দোষ দিচ্ছ কেন, মোটর সাইকেল কেনার কথা তুলে অশান্তি ত তুমি নিজেই শুরু করলে!"

"কেন করলাম সেই হুঁশ আছে তোমার? কারণ দশটা নয়, পাঁচটা নয়, তুমি আমার একটিই মেয়ে, আমাদের একমাত্র সন্তান। মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তোমার মৃত্যু হোক তা আমি কখনোই চাই না। বলি কথাগুলো কানে যাচ্ছে?" পিলার ভাবলেশহীন চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ডিয়ানা বুঝল তার এসব বলা বৃথা, কথাগুলো মেয়ের এককান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে ঢের আগেই।

"কি বললাম বুঝেছো, কথাগুলো কানে গেল?" মরিয়ার মত চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পিলার টের পেল সে ভয়ানক রেগে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল সে।

"কে বলল শুনিনি?" মুখ না ঘুরিয়ে পিলার ইয়ার্কির ঢং-এ বলল, "এতক্ষণ যা বললে তার প্রত্যেকটা অক্ষর বহুকাল মনে থাকবে।"

ডিয়ানার দু'চোখ জ্বালা করছে, ভেতরের জমে থাকা অভিমান কান্না হয়ে দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বেশ টের পাচ্ছে সে। কিন্তু চোখের জল ফেললে পাছে পিলারের জেদের কাছে হেরে যেতে হয় তাই দাঁতে দাঁত পিষে উইণ্ডস্ক্রিণে চোখ রেখে একমনে গাড়ি চালাতে লাগল। বাকি পথটুকু মেয়েকে আর কিছু বললনা সে। খানিক বাদে এয়ারপোর্টের ফটক পেরিয়ে ভেতরে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল ডিয়ানা। পাসপোর্ট আর টিকেট চেকিং পর্ব শেষ হতে পিলার ঘুরে দাঁড়াল, মুখ তুলে বলল।

"তুমি গেট পর্যন্ত আসবে না, আমায় প্লেনে তুলে দেবে না?" সেই বলার মধ্যে

এমন কিছু আবদার ছিল যা কানে যেতে এতক্ষণ ধরে মেয়ের ওপর জমে থাকা সবটুকু রাগ আর অভিমান গলে জল হয়ে গেল।

"আমি ত যেতেই চাই," ধরাগলায় বলল ডিয়ানা, "কিন্তু তোমার সম্মানে বাধবে না ত?"

"না, বাধবে না!" একমুহূর্ত আগের সেই আবদার মাখানো গলা নয়, রাগচাপা খিটখিটে গলায় জবাব দিল পিলার। স্থানকাল ভুলে মেয়ের গালদুটো চড়িয়ে লাল করে দিতে ডিয়ানার দু'হাত নিশপিশ করে উঠল। আবারও নিজেকে সামলে নিল সে।

প্লেনে ওঠার সিঁড়ির দিকে পিলার পা বাড়াতে যাবে এমন সময় তার হাত চেপে ধরল ডিয়ানা, কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বলল, "মোটর সাইকেল কিনবেনা কিন্তু, কেমন, লক্ষ্মীসোনা মেয়ে আমার........"

"ঠিক আছে বাপু, তাই হবে, কিনব না, যাও!" বিরক্তি মেশানো গলায় জবাব দিয়ে মার হাতের মুঠো থেকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল পিলার।

"আমি ফোন করব, কোনও অসুবিধেয় পড়লে আমায় টেলিফোন কোর......

"ওফ্!" সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে রাখতে জোরগলায় বলল পিলার," আমার কোনও অসুবিধে হবেনা।"

"না হলেই ভাল, ভালভাবে থেকো, সোনা......" আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ডিয়ানা কিন্তু জমে থাকা কান্নায় আবেগে তার গলা বুঁজে এল।

"আসছি, মামণি" সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে অল্প ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে হাত নেড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল পিলার। শেষ যাত্রিটি ভেতরে ঢোকা পর্যন্ত নিচে গেটের মুখে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল ডিয়ানা।

'ক্রু-রা ওঠার পরে বিমানসেবিকা প্যাসেজের দরজা ভেতর থেকে এঁটে দিল। কয়েক মুহূর্ত পড়ে এঞ্জিন চালু হতে বিমানে প্রানসঞ্চার হল। চোখের সামনে যাত্রিভর্তি বিমান কিছুদূরে দৌড়ে গেল তারপরে আচমকা ছোট একলাফে মাটি ছেড়ে ডানা মেলল নীল আকাশে। বিমান মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিয়ানার বুকের ভেতরটা অব্যক্ত বেদনায় ভারি হয়ে উঠল। পিলার.....আমার ছোট্ট সোনা মেয়ে পিলার.........কে যেন তার মনের ভেতর তারই গলায় বলে উঠল........একমাথা কোঁকড়া লালচে সোনালি চুল সেই ছোট মেয়েটা যে তার চুমু খেতে রোজ রাতে দু'হাত মেলে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরত সে কি আজকের এই অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে পিলার? দু'চোখ আবার জলে ভরে আসছে টের পেয়েই নিজেকে সামলে নিল ডিয়ানা, পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল গাড়ির জায়গায়। গাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব যার ওপর সেই লোকটির হাতে এক ডলার গুঁজে দিয়ে দরজা খুলে উঠে বসল সামনের সিটে। এঞ্জিন চালু করার আগে হাতব্যাগ খুলে খুদে আয়নায় মুখ দেখল সে। কয়েক

মুহূর্ত অপলক চোখ মেলে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল ডিয়ানা, এখনও এত সুন্দর দেখায় আমায়? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল, কত বয়স আমার—আঠাশ? বত্রিশ? পঁয়ত্রিশ? চল্লিশ? বলা মুশকিল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়ানা সমেত হাতব্যাগের মুখ বন্ধ করল সে। ডিয়ানা জানে মুখখানা তার যত কচি আর নমনীয় দেখাক না কেন, তার চলাফেরা, চোখের চাউনি, এসব প্রতি পলে পলে বুঝিয়ে দিচ্ছে সে যথেষ্ট বুড়িয়ে গেছে।

লম্বা একঢাল চুলে ব্রাশ চালানোর ফাঁকে আড়চোখে শৌখিন টাইমপিসের দিকে তাকাল ডিয়ানা—রাত দশটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। বেরোনোর মুখে কথা দেয়া সত্ত্বেও সারাদিনে একটিবারও মার্ক তাকে ফোন করেনি। দুপুর নাগাদ তার রূপসী ফরাসি সেক্রেটারি দমিনিকে টেলিফোন করে জানিয়েছে মঁশিয়ে ডুরাস রাতে বাড়িতে ডিনার খাবেন না। খবরটা পাবার পড়ে সোজা নিজের স্টুডিওতে চলে এসেছে ডিয়ানা, দুপুর থেকে খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত সেখানেই ছবি এঁকে সময় কাটিয়েছে, তার ফাঁকে দুপুরের লাঞ্চ খেয়েছে, রাতের ডিনারও স্টুডিওতে বসেই সেরে নিয়েছে সে। তবে সকালবেলার ঘটনাবলী মনে এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে মন দিয়ে ছবি আঁকতে পারেনি সে, ক্যানভাসের বুকে কাঠকয়লার আঁচড় কাটার ফাঁকে থেকে থেকে শুধু পিলারের খারাপ ব্যবহারের কথাই ভেবেছে।

চুল ব্রাশ করতে করতেই সিঁড়িতে চেনা পায়ের শব্দ পেল ডিয়ানা, খানিকবাদে আয়ানার বুকে ফুটল মার্কের মুখ।

"এতক্ষণে কাজকর্ম সব মিটল?" ঘাড় ঘুরিয়ে মিষ্টি হাসল ডিয়ানা।

"আর বোলনা," মার্কের পাতলা ঠোঁটেও হাসি ফুটল, "সারাদিন একের পর এক যা ঝামেলার মধ্যে কেটেছে! যাক, তোমার খবর বলো, দিনটা কেমন কাটালে?"

"খুব শান্তিতে। পিলার বাড়িতে নেই তাই সব চুপচাপ, নিস্তব্ধ।"

"একথা তোমার মুখ থেকে শুনব আশা করিনি," বলতে বলতে ফায়ার প্লেসের ধারে নীল ভেলভেটে মোড়া ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়ল মার্ক।

"অনেককিছু আমিও আশা করিনি। যাক, তোমার মিটিং কেমন হল?"

"নতুন কিছু নয়, সেই একঘেয়ে বাঁধা গৎ শুনতে শুনতে আপনিই ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর মন ভরে ওঠে।"

"এর পরেও কাল তোমার প্যারিসে যেতে হবে?" বলতে বলতে ছোট রিভলভিং টুলটা ঘুরিয়ে মার্ক-এর মুখোমুখি বসল ডিয়ানা ঘাড় নেড়ে লম্বা পা দুটো টান টান করল মার্ক। মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের কথা বললেও চোখেমুখে বা গলার আওয়াজে তার প্রভাব এতটুকু পড়েনি। সকালবেলা তাকে যেমন দেখাচ্ছিল এখনও তেমনই দেখাচ্ছে, বরং মনে হচ্ছে ক্লান্তি আর অবসাদে ভরা এমনই আরও একটা দিনের

মুখোমুখি হবার জন্য সে তৈরি। পরমুহূর্তে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল মার্ক, হাসিমাখা চাউনি মেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার গা ঘেঁষে।

"হ্যাঁ, কাল আমায় প্যারি যেতেই হবে। তুমি তাহলে পিলারের কাছে যাচ্ছ না, কেমন? আমার মাকেও একবার দেখতে যাবে না?"

"এখনও পর্যন্ত ত তাই ভেবে রেখেছি," এতটুকু বিচলিত না হয়ে জবাব দিল ডিয়ানা, "যাবার দরকারটাই বা কি?"

"বাঃ এই খানিক আগে তুমিই ত বললে পিলার চলে যাবার পরে গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ থমথমে হয়ে আছে। আমি ভাবলাম হয়ত মেয়ে কাছে নেই বলে তোমার মন খারাপ লাগছে, তাই......।" ডিয়ানা জবাব দিলনা। কয়েকমুহূর্ত যেন তার জবাবের অপেক্ষা করল মার্ক, না পেয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল তার পেছনে। কাঁধে হাত রেখে খুব আস্তে কেটে কেটে বলল, "ডিয়ানা, কাল রওনা হবার পরে পুরো গরমটা কিন্তু আমি বাইরে বাইরে কাটাব, কাজেই ঐসময় তুমি আমায় কাছে পাবেনা।"

মার্ক-এর হাতের ছোঁয়ায় ডিয়ানার দু'কাধ শক্ত হয়ে উঠল, "পুরো গরমটা বাইরে কাটাবে?"

"তাই ত মনে হচ্ছে। স্যাল্‌কো জাহাজ কোম্পানির মামলাটা তালেগোলে এমন জড়িয়ে পাকিয়ে গেছে যে ওটা আর কারও হাতে দেবার ভরসা পাচ্ছিনা। ঐ একটা মামলার তদবির করতে গিয়েই আমার এবারের পুরো গরমটা একবার প্যারি, আর এথেনস ছোটাছুটি করতে হবে।" বলতে বলতে জোরালো হয়ে উঠল মার্ক-এর গলা, এতটাই জোরালো যে ডিয়ানার মনে হল সে এখুনি দেশ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে।

"এই কারণেই আমার এখানে থাকা হবে না" মার্ক বলল, "অবশ্য এই ছোটাছুটির ফাঁকে পিলারের দেখ্‌ভাল করার সুযোগও আমি পাব, আর তা শুনে তুমি খুশি হবে, কিন্তু তোমার সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পাবেনা। তা ধরো মামলার শুনানি শেষ হতে হতে গরমের পুরো তিনটে মাস কেটে যাবে।"

"তিনটে মাস?" ডিয়ানার মনে হল মার্ক তার মৃত্যুদণ্ড পড়ে শোনাল।

"এবার বুঝতে পারছো কেন জানতে চেয়েছিলাম তুমি প্যারিসে যাবে কিনা, বলো, যাবে?"

"না," খুব ধীরে শান্তভাবে মাথা নাড়ল ডিয়ানা, "তাছাড়া আমি ওখানে গেলেও তুমি দিনরাত নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া পিলার এখন কিছুদিন আমার কাছ থেকে সরে থাকতে চাইছে, ওকে ঐভাবে থাকতে দাও। তোমার মা যে আমায় খুব একটা পছন্দ করেন না তা তোমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না, তাই আমায় কাছে পেয়ে ওঁর খুব খুশি হবার কারণ দেখছিনা।"

"বুঝলাম," হাল ছেড়ে দেবার গলায় বলল মার্ক, "এর পরে আমার আর কিছু বলার নেই, তোমার এই লম্বা সময়টা একা একাই এখানে কাটাতে হবে। এখন প্রশ্ন

একটাই, একা সবদিক তুমি চালিয়ে নিতে পারবে ত?''

''না পারলে চলবে কি করে? কাজকর্ম ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকার কথা, আমি তোমায় বলতে পারবনা।''

''তা ত সম্ভবও নয়।''

''কাজেই যে কোন পরিস্থিতিতে চালিয়ে আমায় নিতেই হবে আর তা'আমি ঠিকই পারব।''

''জানি তুমি ঠিকই পারবে,'' মুখ টিপে হাসল মার্ক, ''আমার চেয়ে ভালই পারবে।''

কি করে জানলে পারব, মনে মনে মার্ক-এর উদ্দেশে প্রশ্ন করল ডিয়ানা। নাও ত পারতে পারি, ধরো চালাতে পারলাম না, ধরো একসময় তোমাকে বড্ড দরকার হয়ে পড়ল, তখন?

''তুমি সত্যিই মনের মত বৌ, ডিয়ানা। এককথায় আদর্শ গৃহিনী।''

আবার সেই পুরোনো গায়ে জ্বালা ধরানো ফরাসি তোষামোদ! মার্ক-এর গালে একটা চড় মারার সাধ অনেক কষ্টে দমন করল সে। 'তার মানে কি দাঁড়াল? চড় না মারলেও ফুঁসে উঠল ডিয়ানা, ''অভিযোগ ভেতরে যতই থাক না কেন, সেসব উগরে না দিয়ে দিনরাত মুখ বুঁজে সব সয়ে যাই বলেই আদর্শ গিন্নির সুনাম, তাই ত? হয়ত মুখ বুঁজে থাকাটাই আমার দিক থেকে মস্ত বড় ভুল হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিবাদ করাই উচিত ছিল।''

''না, প্রতিবাদ থাকলেও করবেনা। আবারও বলছি গৃহিনী হিসেবে তুমি নিখুঁত, আদর্শ।''

''ধন্যবাদ, মঁশিয়ে,'' স্বামির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ডিয়ানা, ''তোমার জামাকাপড় নিজে গোছগাছ করবে না আমি গুছিয়ে দেবো?''

''আমি নিজেই করে নিচ্ছি, তোমার সারাদিন খাটাখাটুনি গেছে, এবার শুতে যাও। খানিকবাদে আমিও যাচ্ছি।'' বলে ড্রেসিংরুমে ঢুকে ওয়ার্ডরোব ঘেঁটে জামাকাপড় বের করে স্যুটকেসে ঢোকাল মার্ক, তারপরে আলো নিভিয়ে সিঁড়ি বেয়ে স্টাডিতে ঢুকল। ঘরের সবক'টা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ডিয়ানা, একপাশে ফিরে শক্ত হয়ে রইল, খানিক বাদে মার্ক এসে পাশে শুতে টের পেল সে। আঁধারে মার্কের ছোঁয়া লাগতে গাটা ছ্যাঁক করে উঠল।

''ঘুমোলে?'' চাপাগলায় জানতে চাইল মার্ক।

''না,'' নিজের গলা তার নিজের কানে রুক্ষ শোনাল।

''তা ভাল।''

এই আবার শুরু হল ফরাসি ন্যাকামো, মনে মনে বলল ডিয়ানা আমি ঘুমোই কি জেগে থাকি তাতে তোমার কি আসে যায়? উকিল ত, মাথা খাটিয়ে পয়সা কামাও তাই আমি যে ভেতরে ভেতরে বেশ চটে আছি তা ঠিকই ধরেছে। আর তাই এখন

এসেছো আমায় খোসামোদ করতে, আমার ছেড়ে এতদিন বাইরে থাকতে হবে বলে তোমার মনে ভেঙ্গে যাচ্ছে তা ন্যাকার মত বলতে? আমায় একা রেখে আসলে ব্যাপার ঠিক উল্টোটাই, কাজের ছুতোয় আমায় একা রেখে যেতে হচ্ছে বলে ভেতরে ভেতরে তুমি আহলাদে আটখানা হচ্ছ। এতদিন ঘর করছি, তোমায় চিনতে আমায় বাকি নেই।

"এত দিনের জন্য যাচ্ছি বলে তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো?" অনেকক্ষণ পড়ে জানতে চাইল মার্ক।

"না, রাগ করব কেন," যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল ডিয়ানা, "দুঃখ হচ্ছে। অনেকদিন তোমায় কাছে পাব না তাই।"

"এ দুঃখ শীগগিরই কেটে যাবে, ডিয়ানা," বলতে বলতে বালিশে কনুই রেখে উঁচু হল মার্ক, যেন আঁধারেও দেখতে পাচ্ছে এইভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডিয়ানাকে দেখতে দেখতে বলল।" "আমি দুঃখিত, ডিয়ানা।" বলে হেসে আলতো করে হাত বোলালো তার মাথা ভরা চুলে। মাথায় আদরমাখা হাতের ছোঁয়া লাগতে ডিয়ানা মুখ না ফিরিয়ে পারলনা, আঁধারের ভেতর মার্ক-এর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, "দুঃখিত আমিও কম নই।"

"ডিয়ানা, তুমি কি জানো তোমায় রূপে এখনও ভাঁটা পড়েনি? ছোটবেলায় যা ছিলে তার চেয়ে এখন আরও সুন্দর দেখায় তোমায় তা জানো? সত্যি বলছি, বিশ্বাস কারো।" কিন্তু সে ত সুন্দর হতে চায়নি, সে একান্তভাবেই শুধু মার্ক-এর প্রিয়া হয়েই তার আদরের ডিয়ানে হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল।

"আমাদের পিলারও একদিন খুব সুন্দরী হবে, দেখে নিয়ো," গর্বমেশানো সুরে বলল মার্ক।

"একদিন কেন," আবেগহীন নিরাসক্ত গলায় বলল ডিয়ানা, 'ও এখনই অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছে।"

"তুমি কি ওকে হিংসে করো?"

শুতে এসে শেষকালে আমাকেই জেরা শুরু করলে? মনের ভাব মনে চেপে রেখে ডিয়ানা বলল, "কেন করবনা, কখনও সখনও ওকে আমার হিংসে হয় বইকি। ওর মত কাঁচা বয়স, কচি মন, জীবনের অবাধ গতি, এসবের জন্য ওর জীবন ও আমার কাছে ঋণী। মানতেই হবে ওর বয়সে এসবই স্বাভাবিক। জীবনের সেরা যে ধন তাই তোমার প্রাপ্য, এবার তুমি নিজে হাতে তা গ্রহণ করো। পিলারকে হিংসে করলেও জীবন সম্পর্কে আমার ধ্যানধারণা এমনিই।"

"আর তোমার নিজের বেলায়, ডিয়ানা, জীবন তোমার ঋণ শোধ করেছে?"

"তা কিছু কিছু করেছে বইকি," বলেই চুপ করে গেল সে। "মার্ক-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা এতবছর বাদে ছবির মত ভেসে উঠল মনের পর্দায়-

মরা বাপের কিছু পাওনা আদায়ের সূত্রে সেই পরিচয় অংকুরিত হয়েছিল প্রেমে, তারপর বিবাহে। বাড়ি, গাড়ি, টাকাকড়ি, জড়োয়া গয়না, সাজানো সংসার সর্বোপরি সন্তান, এসবই মার্ক দিয়েছে তাকে বেশির ভাগ নারীরই যা কাম্য। এর বেশি আরও কিছু তার চাওয়ার ছিল কি? নিচ্ছিদ্র গাঢ় আঁধারে অনেকক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াল মার্ক, একসময় আর থাকতে না পেরে আমতা আমতা করে বলল। "ডিয়ানা, সত্যি করে বলো ত, তুমি কি অসুখী?"

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল ডিয়ানা, একবার ভাবল মুখের ওপর বলে দেয় হ্যাঁ। পরমুহূর্ত অঢেল সুখ আর নিরাপত্তা হারানোর ভয় ছেয়ে ফেলল তাকে। ভয় হল, হ্যাঁ বললে মার্ক হয়ত তাকে পুরোনো বাতিল পোষাকের মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তখন তার হাল কি হবে, কোথায় যাবে। না, মার্ককে হারানো তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়, সে তার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু চায়, চায় নিংড়ে আরও অনেক কিছু আদায় করে নিতে।

"চুপ করে রইল কেন," আবার জানতে চাইল মার্ক, "বলো না, তুমি কি অসুখী?" এবারেও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল ডিয়ানা, আর অন্ধকারে ডিয়ানার হাবভাব দেখে প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব পেয়ে গেল মার্ক।

"আমি কখনও সুখী, কখনও অসুখী," এতক্ষণে মুখ ফুটে বলল ডিয়ানা, "আসলে সুখ অসুখের ব্যাপারটা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই জটিল, তাই ও নিয়ে আমি তেমন একটা মাথা ঘামাই না, জানি, সত্যিসত্যি মাথা ঘামাতে বসলে ভেবে থই পাবনা। তবু পুরোনো দিনগুলোর কথা যখন মনে পড়ে যায়, তোমার আমার প্রথম মেলামেশার সেইসব দিন, তখন বারবার মনে হয় খুব দামি কি যেন হারিয়ে ফেলেছি, কোনও কিছুর বিনিময়েই যা ফেরত পাবনা। হ্যাঁ, ঐসময়টা নিজেকে বড্ড অসুখী নিঃস্ব মনে হয়।"

"মনে পড়ে সেসব দিন?" মার্ক-এর চাপা হাসির আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল ডিয়ানা। " ছোকরা উকিল মার্ক এডুয়ার্ড ডুয়াস তখন মনের মত একটি পাত্রী হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ঠিক এমনই সময় এক সকালে তুমি এসে হাজির হলে তার অফিসে বাবার পাওনা আদায় করে দেবার আবদার নিয়ে। আমি বললাম, আরে ওসব পাওনার ব্যাপার পরে হবে আগে তুমি এখানে আমার সামনে বোস, তোমার ভাল করে একবার খুঁটিয়ে দেখি। "মনের ভেতর কে যেন তখন আমার কানের কাছে বলে চলেছে এত দেখার কি আছে, এতদিন যার পথ চেয়ে বসেছিলে এ সেই, এমন সুন্দর ছেলেমানুষ বৌ আর পাবে কোন হাটে? নিজে থেকে এসে যখন হাজির হয়েছে, তখন একে আর হাতছাড়া কোরনা। ব্যস্, মনের কথা শুনে আমি তখনই তোমায় বিয়ে করব ঠিক করে ফেললাম। মনে পড়ে সেসব? কি অদ্ভুত সুন্দর না দেখতে ছিলে তখন! কিন্তু যাই মনে করো না কেন, তোমার বাবা ঐভাবে মারা গিয়ে যে বিপদের মধ্যে তোমায় ফেলেছিলেন সেজন্য তাঁকে আমি ঘেন্না করি।"

''ঘেন্না আমিও তাঁকে কম করিনা। কিন্তু কি করা যাবে বলো, ঐ বাবার ধাতই ছিল ওরকম। মনে পড়লে অশান্তি হয় তাই ইচ্ছে করেই ওঁর স্মৃতি আমি ভুলে থাকার চেষ্টা করি।''

'আমার একেকসময় মনে ওঁর কথা ভুলে থাকার জন্যই তুমি ছবি আঁকার জগতে মনটাকে ডুবিয়ে দাও। ঐভাবে নিজেকে বোঝাতে চাও যে দরকার হলে এখনও নিজের মত করে তুমি বাঁচতে পারো। কিন্তু বিশ্বাস করো। এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবার কোনও দরকার তোমার নেই। তোমার বাবার মত তোমার বিপন্ন অবস্থায় রেখে আমি কখনোই মরব না এটুকু জেনো।''

''তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা আমার নেই।'' জেদী একগুঁয়ে গলায় বলল ডিয়ানা. ''এও জেনো যে তোমার ধারণা ভুল। আঁকতে ভালবাসি তাই ছবি আঁকি, কারণ এই ব্যাপারটা আমি আমার সত্ত্বার অংশ বলে মনে করি।'' কিন্তু এসব কথা যে মার্ক বিশ্বাস করবেনা, করতে চাইবেনা তা ভালভাবেই জানে সে।

''এবার একটা সত্যি কথা বলবে?'' অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল মার্ক, ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় কথাটা তীরের মত ছুঁড়ে দিল। ''পুরো গরমের সময়টা বাইরে কাটাব শুনে তুমি ভীষণ রেগে গিয়েছো, তাইনা?''

''আগেই বললাম আমার এতটুকু রাগও হয়নি। যে ক'দিন তুমি থাকবেনা সে ক'দিন ছবি এঁকে বই পড়ে, আরাম করে আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে আমার সময় দিব্যি কেটে যাবে।''

''মন দিয়ে শোন,'' উইণ্ডস্ক্রিণে চোখ রেখে চাপাগলায় ডিয়ানাকে বলল মার্ক, ''ব্যাংকে তোমার অ্যাকাউন্টে এই তিন মাস চালিয়ে নেবার মত প্রচুর টাকা রেখেছি। তবু বাড়তি টাকার দরকার হলে ভেবোনা, অফিসে দমিনিকে-কে টেলিফোনে জানালেই ও যা দরকার বলা আছে, তোমার টেলিফোন পাবার সঙ্গে সঙ্গে ও দরকার মত টাকা তোমার অ্যাকাউন্টে জমা দেবে। এছাড়া আমি সালিভানকেও বলেছি যাতে হপ্তায় কম করে দু'দিন তোমার খোঁজ খবর নেয়। এছাড়া.....

অবাক চোখে ডিয়ানা তাকাল স্বামির দিকে। জিম সালিভান মার্কের আমেরিকান পার্টনার। ব্যবসায়িক সম্পর্কের বাইরেও জিমকে মার্ক যথেষ্ট পছন্দ করে।

''জিমকে আবার খামোখা আমার ওপর খবরদারি করতে বললে কেন? শুধু শুধু বেচারার ঝামেলা বাড়ানো। সত্যি বলছি, এর কোনও দরকার ছিল না।''

''আমার মতে দরকার অবশ্যই আছে,'' জোর দিয়ে বলেই হেসে ফেলল মার্ক, ''আমার অনুপস্থিতিতেও তুমি ভাল থাকো, সুখে থাকো, কোনকিছুর অভাব যাতে বোধ না করো আমি যে তাই চাই। তাছাড়া তোমার দেখাশোনা করতে জিম মোটেও বিরক্ত হবে না। বাড়িতে এলে ওকে স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে তোমার আঁকা ছবিগুলো দেখিও, মাঝেমাঝে ডিনারেও নেমন্তন্ন কোর। জিমকে আমি কতটা বিশ্বাস করি তা

ত তুমি জানো।"

"বিশ্বাস তুমি আমাকেও করতে পারো।" ধরা গলায় বলল ডিয়ানা। বিয়ের পরে এই আঠারো বছরের জীবনে মার্কের সঙ্গে কখনও প্রতারণা করেনি সে, এতদিন পরে নতুন করে সেই বিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরানোর কোনও সাধ তার নেই। পড়লে আমায় ফোন করতে ভুলোনা যেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি যতদূরে থাকি ঠিক এসে হাজির হব। কেমন? মনে থাকবে ত?" জবাব না দিয়ে দম দেয়া কলের পুতুলের মত শুধু ঘাড় নাড়াল ডিয়ানা, চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে।

"সময় ঠিক কেটে যাবে," উইণ্ডস্ক্রিণের দিকে চোখ রেখে হাসিমাখা গলায় বলল মার্ক, "তবে তোমার মত বদলানোর সময় কিন্তু এখনও আছে। আমার মা আর পিলারের কাছাকাছি থাকতে চাইলে এখনও তুমি আমার সঙ্গী হতে পারো।" একঝলক হাসি বৌ-এর দিকে ছুঁড়ে দিল সে, "এখনও ভেবে দ্যাখো, কি করবে, আমার সঙ্গে যাবে কিনা।"

"না, আমি যাব না," পাল্টা হেসে জবাব দিল ডিয়ানা।

"শুধু জেদী নও," মার্ক হাসল, "তুমি হলে গিয়ে আস্ত ঠ্যাটা মেয়ে মানুষ। হয়ত এই কারণেই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে।"

"তাই বুঝি? মাঝে মাঝে প্রশ্নটা আমাকেও ভাবায়," চোখ নাচিয়ে বলল ডিয়ানা। "শোন, ওখানে, দেখবার কেউ থাকবেনা তাই ঠিকমত নিজের যত্ন নিও কিন্তু, বুঝলে? আর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কোর না, কেমন, মনে থাকবে ত?" কিন্তু এই নিষেধ যে মার্ক মানবেনা তা ভালভাবেই জানে ডিয়ানা।

"না, হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করবনা," তার চোখে চোখ রেখে দুষ্টু হাসি হাসল মার্ক। "ফের মিছে কথা!" চাপা গলায় ধমক দিল ডিয়ানা, "আমি জানি তুমি ঠিকই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করবে।"

"সে ত করবই একশোবার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করব।"

"আমিও যেমন!" আক্ষেপের সুরে বলল ডিয়ানা, "কোনও লাভ হবে না জেনেও তোমায় মানা করি। তবু আশা করব তোমার এই খাটাখাটুনি, এত পরিশ্রম সার্থক হোক, স্যালকোর মামলার তোমারই যেন জয় হয়।"

"একশোবার হবে, জিতব আমিই, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

মার্ক-এডুয়ার্ড ডুরাস, তুমি নিজেও কম জেদী আর ঠ্যাটা নও। আজ আর কোনও মুখে একথা বলেছে তোমায়?'

"বলেছে সেই নারী যে গত আঠারো বছর ধরে আমার একভাবে ভালবেসে এসেছে," গদগদ গলায় বলে মার্ক ডিয়ানার গাল আলতো করে ছুঁল। গতরাতে দু'জনের দু'জনকে আঁকড়ে ধরে অনেকক্ষণ কাটানোর মধুর স্মৃতি পলকের জন্য তার মনে পড়ল।

"ডিয়ানে, আমার ডিয়ানে।" আঠারো বছর আগের মত ডিয়ানার হাত টেনে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল সে, আলতো চুমো খেল আঙ্গুলের ডগায়, "আমি তোমায় ভালবাসি, ডিয়ানে, ' তোমার সঙ্গে আরও অনেক..................অনেকক্ষণ যদি কাটাতে পারতাম।"

"এ তো আমারও মনের কথা।" বলল ডিয়ানা, " সে সময় এবার পাব আমরা।" কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, সিটের পেছনে আঙ্গুল দিয়ে আলতো টোকা মারতে মারতে বলল, "আচ্ছা, তুমি সব কাজ মিটিয়ে ফিরে আসার পরে ধরো যদি আমরা বাইরে কোনও জায়গায় ক'দিনের জন্য বেড়াতে যাই তাহলে কেমন হয়? তোমারও বেশ ক'দিন ছুটি কাটানো হবে তাহলে!" ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বাসভরা গলায় বলে উঠল ডিয়ানা। বিয়ের এতবছর পরেও মার্ক তাকে আগের মত ভালবাসে শুনে অজানা পুলকে ভরে উঠছে তার অনুমন, এখনও মার্ক আন্তরিক ভাবে তাকে কাছে পেতে চায়।

"বলো কোথায় যেতে চাও?"

"যাব যেখানে হোক, যেখানে আমরা, শুধু আমরা দু'জন, তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ থাকবেনা।"

"নিশ্চয়ই যাব," টার্মিন্যালের বাইরে গাড়ি দাড় করিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার চোখের দিকে তাকাল মার্ক, মার্ক-এর চাউনিতে অনুতাপ স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখল সে।

"নিশ্চয়ই যাব," আবার বলল মার্ক, "আগে আমি ফিরে আসি, তারপরে......"

মার্ক-এর মুখ থেকে আরও কিছু শোনার আশা করেছিল ডিয়ানা, কিন্তু তার আগে সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিল তাকে। মার্ক-এর হাতের বাঁধনে শিউরে উঠল ডিয়ানা, টের পেল তার গাল বেয়ে জমে থাকা চোখের জল দরদর ধারায় গড়িয়ে পড়ছে। পরমুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠল সে।

"একি, তুমি কাঁদছো?"

"কান্না পাচ্ছে যে!" চোখ না মুছেই হাসল সে। বাড়িতে এইসময় পিলারের দৌরাত্ম্য নেই, এমনই সময় যদি মার্ক-এর সঙ্গে কিছু সময় অন্তত কয়েকটা দিন সে কাটাতে পারত।.....

কিন্তু আবেগ আর ভাবনার পেছনে খরচ করার মত সময় মার্ক-এর হাতে আর নেই, দরজা খুলে নামতেই একজন কুলি এগিয়ে এল, তার হাতে স্যুটকেস ধরিয়ে ডিয়ানার পাশে পাশে হেঁটে এসে পৌঁছোল নির্দিষ্ট প্লেনে চড়ার সিঁড়ির মুখে।

"তোমার আর আসতে হবে না," বলে নিচু হয়ে ডিয়ানার কপালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল মার্ক, কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বলল, "আজ রাতে তোমায় ফোন করব।"

"আমি তোমায় ভালবাসি, মার্ক" বলতে গিয়ে চাপা কান্নার আবেগে তার গলা ধরে এল। মার্ক এক আর একটি কথাও বললনা, পেছন ফিরে তাকাল না, হাতও

নাড়ল না। সকালে পিলারের বিদায় পর্বের মতই মার্ক-এর প্লেন রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ডানা না মেলা পর্যন্ত সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডিয়ানা। প্লেন দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে যেতে ফিরে এসে গাড়িতে চাপল, কিছুক্ষণ বাদে একা ফিরে এল বাড়িতে।

॥ তিন ॥

এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে এসে গোটা দিনটাই স্টুডিওতে নিজের ভাবনার জগতে কাটাল ডিয়ানা। বিকেলের দিকে বারান্দায় পায়চারি করছে এমন সময় কাজের মেয়ে মার্গারেট আচমকা এসে হাজির।

"ম্যাডাম ডুরাস," মার্গারেট বলল, "মিঃ সালিভান আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"জিম এখানে? আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?" বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল মার্ক এয়ারপোর্ট যাবার পথে তাকে বলেছে তার অনুপিস্থিতিতে জিম হপ্তায় দু'বার তার খোঁজখবর নেবে।

"ওঁকে বলো আমি একটু পরে যাচ্ছি?" বলে বারান্দা থেকে স্টুডিওতে ফিরে এল সে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ডিয়ানা, ড্রইংরুমে ঢুকে দেখল তার দিকে পেছন দিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মার্ক-এর আমেরিকান পার্টনার জিম সালিভান। তুলোর মত পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে উপসাগরের আকাশে, একদৃষ্টে সে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

"হেলো, জিম।"

"ম্যাডাম ডুরাস" বলে ঘুরে দাঁড়াল জিম, অভিবাদনের ভঙ্গিতে সামনের দিকে শরীরটা অল্প ঝোঁকাল।

"বলুন একটু ড্রিংকস নেবেন?"

"নিশ্চয়ই!" গলা নামাল জিম, প্রায় ফিসফিস করের বলল, "মার্গারেট খানিক আগে জানতে চেয়েছিল আমি চা খাব কিনা।"

"ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জার ব্যাপার বলুন ত।" বলতে বলতে দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল ডিয়ানা, ক্যাবিনেট খুলে স্কচ-এর বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এসে রাখল জিম-এর সামনে ছোট শ্বেতপাথরের টেবলে। দুটো গ্লাসে পানীয় ঢেলে ঠাণ্ডা জল ঢালল ডিয়ানা, নিজের গ্লাসে আলতো চুমুক দিল।

"এবারে গরম অনেকদিন থাকবে মনে হচ্ছে," গ্লাস নামিয়ে রেখে বলল ডিয়ানা, জিম-এর দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল।

"চলুন যাহোক একটা ফিল্ম দেখে আসি," জিম বলল।

"ফিল্ম?" নিমেষে শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নিল ডিয়ানা, "করার মত অন্য

কিছুও ত আছে।"

ডিয়ানার ইঙ্গিত জিম ধরতে পারল কিনা বোঝা গেলনা। লম্বা সুপুরুষ চেহারার আমেরিকাপ্রবাসী এই তরুণ আইরিশ উকিলের বৌ ঠিক চারবছর আগে তাকে ডিভোর্স করে নিজের দুই নাবালক ছেলেকে নিয়ে অন্য জায়গায় ঘর বেঁধেছে। সেই থেকে পেশাদার রূপসী মডেলদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে বৌয়ের অভাব ভুলছে জিম। তবে বেশিদিন কারও সঙ্গে বাঁধা পড়তে চায়না সে, তাই নিত্যনতুন সঙ্গিনী পাল্টায়। জিম-এর এখনকার সঙ্গিনী ক'মাস হল নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে এসেছে। মানসিকতার দিক থেকে মার্ক-এর পুরোপুরি উল্টো স্বভাবের, তাহলেও তার শাণিত বুদ্ধির প্রশংসা বহুবার মার্ক-এর মুখে শুনেছে ডিয়ানা।

"কাজের বাইরে এবারের গরমটা কিভাবে কাটাবেন?" "জিমের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে।

"বরাবর যেভাবে কাটাই—বই পড়ে, খেলাধুলো করে আর মনের মত মেয়ে খুঁজে। আপনি? আপনি কি করছেন?"

"আমার ত স্টুডিও আছে," মুখ টিপে হাসল ডিয়ানা, "ঐখানে আঁকিবুকি কেটে অর্দ্ধেক সময় কেটে যাবে। বাকি সময়টুকু ভাবছি সান্টা বারবারাতে কোনও বন্ধুর বাড়িতে কাটাব।"

"হায় ভগবান!" মুখ বিকৃত করে আক্ষেপের সুরে বলল জিম।

"কি হল, আমি কি কিছু ভুল বললাম?"

"আবার জানতে চাইছেন? মেয়েরা বেশি বয়সে অর্থাৎ মাসিমা কাকিমার বয়সে পা দিলে তখন গরমের সময় বন্ধুদের বাড়িতে কাটানোর কথা ভাবে এই বয়সে আপনার তা মোটেও সাজে না। তার চেয়ে লস এঞ্জেলসে বেভার্লি হিল্স-ও চলে যান, ওখানে হলিউডের নামী অভিনেত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করুন, ওদের মতই জীবনকে চুটিয়ে উপভোগ করুন ছুটির দিনে রোদ ঝলমলে মাঠে গলফ খেলুন।"

"আপনি নিজে বুঝি ঐভাবেই গরমের সময়টা কাটান?"

"নিশ্চয়ই," আত্মবিশ্বাসে ভরণ গলায় বলল জিম, "শুধু গরম কেন, প্রত্যেক উইকএণ্ড ঐভাবেই কাটাতে আমি অভ্যস্ত।" শেষ পানীয়টুকু গলায় ঢেলে খালি গ্লাসে নামিয়ে রাখল জিম, মুখ টিপে হেসে বলল, "একদম ভাববেন না, আপনাকেও ঠিক দেব কিন্তু আজ আর সময় নেই, ম্যাডাম, এবার আমায় উঠতে হবে," আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জিম।

"ওরা দু'জনেই চলে যাবার পরে বাড়িটা বড্ড খালি খালি লাগছে," বলল ডিয়ানা। "একা ছবি এঁকেই কতক্ষণ কাটানো যায়। আপনি এলেন বলে ধন্যবাদ।"

অভিবাদনের ঢং-এ ঘাড় নাড়ল জিম, সঙ্গে সঙ্গে চারবছর আগের কথা মনে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'টি ছেলেকে নিয়ে বৌ চলে যাবার পরে গোড়ায় তার মনে

হয়েছিল হয়ত পাগল হয়ে যাবে। স্বামি আর মেয়ে ক'দিনের জন্য বাইরে গেছে তাতেই অস্থির হয়ে উঠছে ডিয়ানা মাত্র এক বেলাতেই।

"আমি পরে আবার আসব," বলে এগিয়ে এল জিম, তার লম্বা চুলে আদর করার মত হাত বোলাল। নিজেকে সঁপে দেবার মত কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে পরপুরুষের সেই আদর উপভোগ করল ডিয়ানা, সবশেষে তার কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল জিম, হাত নাড়তে নাড়তে গিয়ে উঠল বাইরে দাঁড় করানো কালো পরশেতে। পরমুহূর্তে এঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ শুনতে পেল ডিয়ানা। ড্রইংরুমের দরজা ভেজিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল ডিয়ানা। আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিম সোফায় বসেছিল সেখানে গিয়ে বসল।

মঁশিয়ে ডুরাস-এর মাথা ঠিক কাজ করছেনা, গাড়ি চালাতে চালাতে আপনমনে ভাবল জিম সালিভান, ডিয়ানার মত মেয়েকে কিভাবে সুখী করতে হয় তা বিয়ের এতদিন পরেও বুঝতে পারেননি উনি। এমন একটি মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাবার জন্য যেকোন কাজ করতে সে নিজে তৈরি, এজন্য দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে যেতেও তৈরি সে। কিন্তু মার্ক-এর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার ঘর ভাঙ্গার আগুন জ্বালাতে এইমুহূর্তে চায়না জিম। ডিয়ানা তার পার্টনারের সুন্দরী বৌ, সে যে সবদিক থেকে এমন অতুলনীয়া তা এতদিন ধরা পড়েনি কেন তার চোখে? অনেক ভেবেও এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলনা জিম।

খালি ড্রইংরুমে জিমের উপস্থিতি যেন এখনও লেগে আছে। বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে সেই উপস্থিতি অনুভব করে তৃপ্তি পেল ডিয়ানা।

কথা দেয়া সত্ত্বেও সে রাতে মার্ক ফোন করলনা, পরদিন বেলার দিকে তার টেলিগ্রাম এসে পৌছোল তাতে লেখা ঃ

"এথেনসে পৌছেছি। কাল রাতে টেলিফোন করার সময় পাইনি কাজের চাপে। ভাল আছি। মা ও পিলার ভাল আছে। তুমি ভাল থেকো।"

টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে আনমনা হয়ে পেছনের দিনগুলোর কথা ভাবছে সে এমনই সময় টেলিফোন বেজে উঠল, ছিঁড়ে গেল তার চিন্তা সূত্র।

"হেলো," রিসিভার তুলল ডিয়ানা "হেলো, ডিয়ানা?" উল্টোদিক থেকে ভেসে এল কিম-এর চেনা গলা। কিম নর্টন, কয়েকটা ব্লক পেরিয়েই ওর অ্যাপার্টমেন্ট। দু'বার বিয়ে করেছে কিম, কিন্তু দুটো বিয়ের কোনটাই টেঁকেনি। বিয়ের করে ঘর বাঁধার ভাবনা বিসর্জন দিয়ে কিম এখন স্বাবলম্বী স্বাধীন নারী জীবন কাটাচ্ছে। আর্ট স্কুলে ডিয়ানার সঙ্গে পড়ত কিম, কিন্তু ছবি আঁকার বিদ্যে রপ্ত করেও শিল্পি হবার ক্ষমতা বা মেধা তার নেই তাই শেখা বিদ্যে ভাঙ্গিয়ে রোজগার করতে শেষপর্যন্ত ভিড়েছে বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায়। বিজ্ঞাপন এজেন্সির দুনিয়াটা অন্যরকম সেখানে এরই মাঝে

যথেষ্ট নাম করেছে কিম নর্টন। এবং ডিয়ানার সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এখনও বজায় রেখেছে সে।

"আরে কিম!" রিসিভারের মুখ রেখে চেঁচিয়ে উঠল ডিয়ানা, "তোর দুনিয়ায় হাল হকিকত্ সব বল্ শুনি।"

"খুব ভাল নেই এটুকু বলতে পারি। এক নতুন ক্লায়েন্টের মিঠে বুলিতে ভুলে লস এঞ্জেলস যেতে হয়েছিল। শুয়ারের বাচ্চা ক'দিন ফুর্তি করল। আমার সব রস নিংড়ে নিল তারপর এখন বলছে আমাদের এজেন্সির সঙ্গে আর কাজ কারবার করবেনা। অথচ ওর অ্যাকাউন্টটা আমারই ক্রেডিট। একবার ভেবে দ্যাখ্ এখন সত্যিসত্যি ও কেটে পড়লে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে।"

"বাঃ, খাসা আছিস!" গলা নামিয়ে বলল ডিয়ানা, "তা তোমার এই সোনার চাঁদ শুয়ারের বাচ্চা ক্লায়েন্টটি কে, কোন কোম্পানি?"

ও'পাশ থেকে এক বড় জাতীয় হোটেল চেইনের নাম বলল কিম, তারপরেই হালকা গলায় বলল, "অ্যাই, আমার সঙ্গে বাইরে লাঞ্চ খাবি?"

"ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেইরে।" কাঁদোকাঁদো গলায় বলল ডিয়ানা, "হাতে প্রচুর কাজ জমে আছে।"

"তার মানে?" যখন তখন মিথ্যে বলতে ডিয়ানার জুড়ি নেই জানে কিম, তাই ডিয়ানা যে নিছক বাজে কথা বলে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে তাতে তার এতটুকু সন্দেহ নেই।

"কি এমন কাজ শুনি?" জোরগলায় বলল কিম।

"একটা লাঞ্চের ব্যাপারে আগে থেকেই ফেঁসে আছি রে," দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে বলে ফেলল সে, "ওখান আমার না গেলেই নয়, চ্যারিটির ব্যাপার কিনা।"

"গুলি মার চ্যারিটির!" ওপাশ থেকে খেঁকিয়ে উঠল কিম, "আমার মন বড্ড ভেঙ্গে পড়েছেরে, একদম ধ্বসে গেছি। কিছু ভাল ভাল জ্ঞান দিয়ে আমায় চাঙ্গা করে তোল দেখি।"

কিমের কথা শুনে ডিয়ানার হাসি পেল। পরপর দু'বার ডিভোর্সের পরেও যার মন ভাঙ্গেনি সাধারণ একজন ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হবার ভয়ে সে মোটেও ভেঙ্গে পড়বেনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত সে। আর কোনও মেয়ে হলে এমন ঘটনার পরে দুনিয়ায় সব পুরুষকে ঘেন্না করত, কিন্তু কিমের ব্যাপার আলাদা, দু'বারই ডিভোর্সের পরেপরে নতুন প্রণয়ীর খোঁজে পাগল হয়ে উঠেছিল, হপ্তাখানেক যেতে না যেতেই।

"কি হল, চুপ মেরে গেলি কেন, "উল্টোদিক থেকে আবার কিম বলে উঠল, "চল্ আজ দুপুরে কোনও ভাল জায়গায় লাঞ্চ খাই। একঘেয়ে কাজ করতে করতে আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়!"

"আমারও একই অবস্থা," না ভেবেই বলে ফেলল ডিয়ানা।

"তার মানে, তোরও একই অবস্থা মানে কি?"

"তার মানে বুঝতে পারছোনা হারামজাদী? আমার মেয়ে আর বর দুটোই কাল বিদেশে পাড়ি দিয়েছে।"

"সে কি রে! ইস্ কি ভাগ্যি তোর!" "ওপাশ থেকে আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল কিম্ খালি বাড়িতে এখন ত তোরই জমানা। তোর জায়গায় আমি হলে কি করতাম শুনবি? আমার যে ক'টা ধাড়ি বজ্জাত ছেলেবন্ধু আছে তাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে ডাকিয়ে আনতাম, তারপর জামাকাপড় সব খুলে ন্যাংটো হয়ে তাদের সামনে দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতাম!' শোন্, লাঞ্চ না হয় বাদ দে, কিন্তু রাতে একসঙ্গে ডিনার ত খাওয়া যায়।"

"তা যায় বইকি। তাহলে বিকেলের দিকটা স্টুডিওতে কিছু জমে থাকা কাজ সেরে ফেলতে পারব।"

"সেকি! এইযে বললি কোন হতভাগাদের চ্যারিটি লাঞ্চে তোর না গেলেই নয়! মিছে কথা বলে আমায় এড়িয়ে যাওয়া? তুই যে এমন গাছহারামি তা আগে টের পাইনি।"

"এবার ত পেলি। যা ভাগ্, জাহান্নমে যা এবার!"

"তাহলে ঐ কথাই রইল, সন্ধে সাতটায় ট্রেভার ভিক-এ ডিনারে আসছিস।"

"হেথায় দেখা হবে সখি।"

"ছাড়লুম!" বলে লাইন ছেড়ে দিল কিম, রিসিভার নামিয়ে রেখে হাঁফ ছাড়ল ডিয়ানা। ওফ্, মেয়ে ত নয়! কিম নর্টন একখানা আস্ত যন্তর।

"ড্রেসখানা ত জব্বর দিয়েছো!" বলতে বলতে কিম নর্টনের মুখোমুখি সোফায় বসল ডিয়ানা।

বিয়ারের গ্লাসের অর্দ্ধেকটা খালি হয়ে এসেছে, সেটা একপাশে সরিয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছল কিম, ডিয়ানার পা থেকে মাথা এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, "তা তুমিই বা কম কি মাঞ্জা দিয়েছো, শুনি?"

কিম-এর চামড়া ধপধপে ফর্সা, লাল সিল্কের শার্ট আর ঢোলা স্ল্যাকস-এর সঙ্গে গাঢ় নিল ব্লেজারের জ্যাকেটে এমন অদ্ভুত মানিয়েছে তাকে যার বর্ণনা ভাষায় দেয়া যায় না। পুরুষের মনে দোলা দিতেই শার্টের ওপরের দিকের বোতাম একটাও আঁটেনি কিম, গলায় ঝোলানো সোনার চেন-এর সঙ্গে আঁটা হিরের কুচি বসানো পান্নার লকেট উঁকি দিচ্ছে বোতাম খোলা শার্টের ভেতর থেকে।

ওয়েটারকে ড্রিংকস-এর অর্ডার দিয়ে কিম-এর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল ডিয়ানা।

"তারপর তোর খবর কি বল্।" বিয়ারে আবার চুমুক দিল কিম, "মার্ক বিদেশে গিয়ে তোর সুবিধে করে দিয়েছে বল। যে জীবন তুই কাটাচ্ছিস তাতে একটু আধটু

স্বাধীনতার স্বাদ টনিকের মত শরীর আর মনকে তাজা করবে।"

"হবে হয়ত," ডিয়ানা আনমনা গলায় বলল, "কিন্তু ও যে তিনটি মাসের আগে ফিরবে না বলেছে, আমার কাছে ত মনে হচ্ছে ঐ তিনমাসে আমার গোটা জীবনটাই হয়ত কেটে যাবে।"

"তিন মাসের আগে ফিরবেনা?"

অবাক হয়ে তাকাল কিম।

"কেন ফিরতে এত দেরি হবে কেন?" 'তোর বর দেশের বাইরে অ্যাদ্দিন কি করবে?' মুচকি হেসে জানতে চাইল কিম।

'উকিল মানুষ', জবাব দিতে গিয়ে হাসল ডিয়ানাও, 'কি এক বড় জাহাজী কোম্পানীর মামলা হাতে নিয়েছে, তার শুনানির জন্য একবার প্যারি, একবার এথেনস ছোটাছুটি করতে হবে। আমি বললাম, "মামলার শুনানি চলে চলুক, কিন্তু তাত একটানা চলবে না, মাঝে অনেকদিন বাদও পড়বে; ঐ সময়টাও তুমি ক'দিনের জন্য বাড়িতে গিয়েও কাটিয়ে যেতে পারো।" শুনে ও বলল, শুনানি পুরো শেষ হবার আগে মাঝপথে বাড়ি ফেরার কোনও মানেই হয় না। কে জানে বাপু, হয়ত ওর হিসেবে সেটাই ঠিক; কিন্তু একথা শোনার পরে আমি আর সাধাসাধি করিনি।'

'বেশ করেছিস,' সায় দিল কিম, "শোন, কাল আমায় একবার কারমেল-এ যেতে হবে, এই উইকএণ্ডে একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে ওখানে দেখা করতে হবে। তুই যাবি আমার সঙ্গে? একা একা বাড়িতে পড়ে থেকে সংসার আগলে কি হবে? তার চেয়ে চল দু'দিন ফূর্তি করে আসবি। কেমন যাচ্ছিস ত?

"যাব কথা দিচ্ছি।"

'কাল বিকেলে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আসছি, তৈরি হয়ে থাকিস।' বিজয়িনীর হাসি ফুটল কিম-এর মুখে।

॥ চার ॥

সাগর তীরে উইকএণ্ড কাটানোর পক্ষে 'কারমেল' সব দিক থেকে এক আদর্শ হোটেল রিসর্ট। বিয়ের পরে মার্ক-এর সঙ্গে অনেকবার উইকএণ্ড কাটাতে এসে এখানে উঠেছে ডিয়ানা। গা সওয়া অল্প ঠাণ্ডায় ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বালুকাবেলা ধরে বহুদূর থেকে হেঁটে এসে ন'টার মধ্যে মোমবাতির আলোয় ডিনার খাওয়ার সেই আনন্দমুখর দিনগুলোর কথা তার মনে পড়ল। এবার মার্ক সঙ্গে না থাকায় নিজেকে তার বড্ড একা মনে হল। পাশাপাশি আলাদা দুটো ঘরে উঠল দু'জনে, কিমকে একা রেখে ডিয়ানা চলে এল সাগরতীরে। এখন ঠিক সাড়ে আটটা, অল্প কিছুক্ষণ আগে সূর্য পশ্চিমে ডুবেছে, বেলা শেষের আলো এখনও অনেকটাই বজায় আছে। একসঙ্গে আর্ট স্কুলে পড়লেও পেশাগত দুনিয়ার পরিবেশে কাটানোর ফলে কিম-এর সূক্ষ্ম

অনুভূতির অনেকটাই গেছে ভোঁতা হয়ে; তার বিজ্ঞাপনের মক্কেল কতক্ষণে এসে পৌঁছোবে সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠছে সে। মক্কেল এলে তার সঙ্গে কাজের কথাবার্তা সেরে তাকে 'বধ' করে তারপরে সাগরতীরে যাবে ঠিক করেছে কিম। কিন্তু ডিয়ানা জানে সাগরতীরে ছোট ছোট ঢেউ-এ পা ভিজিয়ে বালি মাড়িয়ে হেঁটে বেড়ানোর মধ্যে যে সুখ তা অতক্ষণ বজায় নাও থাকতে পারে, তাই সে বান্ধবীকে রেখে একাই চলে এসেছে সে সুখের স্বাদ নিতে। বাধা দিয়ে লাভ নেই জেনেই কিম তার পথ রোখেনি, সাড়ে ন'টা থেকে দশটার ভেতর ডিনার খাবে এই কথাটাই বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে তাকে বেরোবার আগে। গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে মাথায় স্কার্ফ বেঁধে হোটেল থেকে বেরিয়েই ডিয়ানা দেখল চারদিক ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সাগরতীরে যাবার পথে পৌঁছে গেল ডিয়ানা, চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে একা নয়, সন্ধের মুখে সাগরতীরে হেঁটে বেড়ানোর লোভে প্রচুর লোক এসে জুটেছে এদের মধ্যে অনেকেই কাছাকাছি অন্য হোটেলে বা বাড়িতে আস্তানা পেতেছে সাময়িকভাবে শুধু উইকএণ্ড কাটাবে বলে। কিম-এর জন্য সেই মুহূর্তে তার করুণা হল।

ছোটখাটো পাহাড়ের মত একটা ঢেউ কিছু দূরে এসে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ল, বালুকাবেলার ওপর ছড়িয়ে পড়ল একরাশ ফেনা। মুগ্ধ চোখে বসে দৃশ্য দেখতে দেখতে পর পর আরও কয়েকটা ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ল। ঢেউ-এর মাতামাতি দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে বহুদিন আগের জল ঘাঁটার নেশা আবার পেয়ে গেল তাকে, মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে পকেটে পুরে ফেলল ডিয়ানা, পা থেকে জুতোজোড়া খুলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ঠিক সেই জায়গায় বারবার সফেন ঢেউ যেখানে ভেঙ্গে পড়ছে।

ঢেউ এসে বারবার তার পা ভিজিয়ে দিল, ভেজা বালির ওপর পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে ডিয়ানা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা মাঝারি বালিয়াড়ির ধারে। বড় বড় ঘাসের ওপর বসে হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে তাকাল সামনে, দেখল পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডোবার পরেও খানিকটা ফিকে সোনালি লালচে আভা তখনও লেগে আছে। ঢেউ-এর উথালিপাথালি আর কুয়াশার মাঝখানে সেই সোনালি লাল আভার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে লাফাতে লাফাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলল ডিয়ানা।

অপূর্ব দৃশ্য, তাই না? কানের কাছে অচেনা পুরুষ কণ্ঠ ধ্বনিত হল, ' যেন শিল্পীর নিখুঁত তুলির টান......' চমকে উঠতেই তার তন্ময়তা কেটে গেল, ডিয়ানা দেখল লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান এক অচেনা পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় তার গা ঘেঁষে। তারই মত একদৃষ্টে পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে আছে। লোকটির একমাথা ঘন কালো চুল স্পষ্ট দেখতে পেল সে। তার উপস্থিতিতে গোড়ায় ঘাবড়ে গেল ডিয়ানা। চটপট উঠে হোটেলের দিকে পা চালানোর কথা তার মাথায় উঁকি দিল। ঠিক তখনই তার দিকে মুখ ফিরিয়ে লোকটি হাসল, আর সাগরের দিক থেকে ছুটে

আসা একরাশ দামাল হাওয়া এলোমেলো করে দিল তার সুন্দর পাট করে আঁচড়ানো চুল। অচেনা হলেও তার চোখের চাউনি, এলোমেলো একরাশ চুল আর প্রাণখোলা হাসি নিমেষে সাহস জোগাল ডিয়ানার বুকে। লোকটি যে একসময় খেলাধুলো আর নিয়মিত শরীরচর্চা করত সে সম্পর্কে নিশ্চিত হল সে।

'প্রকৃতির এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে রোজ এইসময় এখানে ছুটে আসি আমি' লোকটি বলল। 'ভেবেছিলাম এখানে আর কেউ নেই, তাই এতক্ষণ আপনাকে চোখে পড়েনি।'

ডিয়ানার মন থেকে আগেই ঘুঁচে গেছে ভয়, হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে লোকটির মুখের দিকে।

'আমার বাড়ি ঐদিকে,' খানিক তফাতে গাছপালায় ছাওয়া একফালি জমি ইশারায় দেখিয়ে লোকটি বলল, 'সময় পেলেই সন্ধের পরে এইসময় এখানে চলে আসি আমি, সময়ের কথা ভুলে তাকিয়ে থাকি ঐ দিকে। আজ আমার আসতে একটু দেরিই হয়েছে কাজকর্ম নিয়ে অনেক দূরে যেতে হয়েছিল বলে।'

"আপনি কি বছরের প্রত্যেকটি দিনই আসেন এখানে?" প্রশ্নটা করতে গিয়ে ডিয়ানা অনুভব করল যেন সে বহুদিনের পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

'না, তেমন কোনও ধরাবাঁধা নেই,' লোকটি বলল, 'তবে উইকএণ্ড-এ সময়সুযোগ পেলেই চলে আসি এখানে। আপনার কথা বলুন শুনি, আপনি কখন আসেন এখানে?'

'আমি অনেকদিন আগে এখানে বেশ ক'বার এসেছি,' ডিয়ানা বলল, 'এবারে এসেছি বান্ধবীর সঙ্গে।'

'কাছাকাছি উঠেছেন।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল ডিয়ানা, তারপরেই হাতঘড়ির দিকে একঝলক তাকিয়ে বলল, 'হাতে আর সময় নেই, সাড়ে ন'টা একটু পরেই বাজবে, আমার বান্ধবী আমার জন্য বসে থাকবে।' কথাটা বলেই সে লক্ষ্য করল লোকটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছে সে, এমন সময় লোকটি বলে উঠল, 'আমেরিকান শিল্পী অ্যাণ্ড্রু ওয়াইথ-এর নাম শুনেছেন কিনা জানিনা। ওঁর আঁকা একটা ছবি আছে, ঝোড়ো হাওয়ায় সাগরতীরে বালিয়াড়ির নিচে বসে আছে এক যুবতী, আপনাকে খানিকক্ষণ আগে দেখে ঐ ছবির যুবতীর কথা মনে হচ্ছিল,' হাসিমাখা মুখে গভীর মনোযোগ সহকারে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, ওঁর আঁকা অনেক ছবি আমি দেখেছি,' বিখ্যাত শিল্পীর নাম শুনে আগ্রহ বোধ করল ডিয়ানা, ছোটবেলা থেকে ঐ শিল্পীর আঁকা অনেক ছবি দেখেছে সে। মুখ ফুটে বলেও ফেলল সে, 'বলতে পারেন ওঁর আঁকা প্রায় সব ছবিই আমার দেখা।'

'সব ছবি?' বিস্ময় ফুটল লোকটির গলায়।

'তাই ত মনে হয়।'

'সাগরকূলে নারী ছবিটা আশা করি দেখেছেন,' একরাশ আগ্রহ ফুটল তার গলায়, 'যদি না দেখে থাকেন, দেখতে চান?'

'আমায়.... আমায় এখুনি ফিরতে হবে। আপনাকে ধন্যবাদ.....' বলতে বলতে পা চালানোর জন্য তৈরি হল ডিয়ানা। এ লোক পাশে থাকলে ভয় পাবার মত কিছু হয়ত নেই ঠিকই, কিন্তু তাহলেও সে অচেনা। সাগরতীরে এমনই এক অচেনা লোকের সঙ্গে সে অনেকটা সময় কাটিয়েছে একথা মনে হতেই একরাশ অস্বস্তি নিমেষে ছেয়ে ফেলল তাকে।

'কিছু মনে করবেন না,' ডিয়ানা বলল, 'দেখার ইচ্ছে থাকলেও হাতে আজ আর সময় নেই, পরে কখনও সময় পেলে নিশ্চয়ই আসব....'

'বুঝতে পেরেছি,' ডিয়ানার সহজ গলার প্রত্যাখ্যানে আঘাত পেলেও তার মুখের হাসি ঠিকই বজায় রইল। 'ওয়াইথ-এর আঁকা ছবিটা অপূর্ব, আর ছবির সেই নারীকে অনেকটা আপনার মত।—

'শুনে কি ভাল লাগছে এক-কথায় বলে বোঝাতে পারব না।' দায়সারাভাবে জবাব দিল ডিয়ানা। লোকটা ত আচ্ছা বেহায়া। মনে মনে বলল সে, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন বাড়ি ফেরার আদৌ কোনও তাড়া নেই। ওদিকে দেরি দেখে কিম নিশ্চয়ই রেগে যাচ্ছে, যাওয়াটা স্বাভাবিক।

'অনেকটা পথ আপনাকে একা যেতে হবে,' চাপা হাসিমাখা গলা আঁধার ভেদ করে তার কানে এল, 'চলুন আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিই।' লোকটার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে যেমন রাগ হচ্ছে তেমনই দারুণ মজাও পাচ্ছে ডিয়ানা। মুখে কিছু না বলে শুধু ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল সে।

'এত শিল্পী থাকতে হঠাৎ ওয়াইথ্ আপনাকে এত টানল কেন জানতে পারি?' পাশে পাশে চলতে চলতে অচেনা লোকটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

'যে ক'জন বিখ্যাত আমেরিকান শিল্পীর হাতের কাজ দেখেছি,' শান্ত গলায় বলল ডিয়ানা। 'আমার মতে ওয়াইথ্ তাঁদের সবার সেরা। ফরাসি ইমপ্রেশনিস্টদেরই প্রেমে পাগল হয়েছিলাম এমনই সময় ওঁর ছবি আমার নজর কেড়েছিল।'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে ছবি আঁকার দুনিয়া আর শিল্পীদের সম্পর্কে আপনি যথেষ্ট খোঁজখবর রাখেন। ভাল কথা, আপনি নিজেও ছবি আঁকেন?'

'অল্প স্বল্প।'

'আপনার হাতের কাজ দেখার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে। প্রদর্শনী করেছেন?'

'সে অনেকদিন হয়ে গেল,' ডিয়ানা বলল, 'একবার শুধু একবারই করেছিলাম। ছবি আঁকা আমার জীবনের অঙ্গ।

তাই যদি হয় তাহলে নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী আপনি করছেন না কেন?' আচমকা এই প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল ডিয়ানা। কি বলবে ভেবে পেল না।

'এবার আমাদের যার যার নিজের পথে এগোতে হবে,' বলে দাঁড়িয়ে পড়ল ডিয়ানা। বালুকাবেলা পেরিয়ে পাকা রাস্তায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে দু'জনে। মাথার ওপরে পূর্ণ চাঁদ, তার আলোর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।

'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলাম।' লোকটি বলল, 'আমার নাম বেন।'

'আমি ডিয়ানা।'

উষ্ণ করমর্দনের শেষে বিদায় নিয়ে পেছন ফিরল বেন। ডিয়ানা লক্ষ্য করল সে ফিরে যাচ্ছে বেলাভূমির দিকে। চেঁচিয়ে আবার দেখা হবে বলার খুব সাধ হলেও অনেক কষ্টে ডিয়ানা তা দমন করল। পেছন থেকে যতক্ষণ দেখা যায় বেন-এর চওড়া দুটি কাঁধের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'ছিলি কোথায় এতক্ষণ?' হোটেলের লবিতে একা পায়চারি করছিল কিম, ডিয়ানার দেরি দেখে ভাবনায় সুন্দরভরা মুখখানা তার শুকিয়ে গেছে। ডিয়ানাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল সে।

'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? জলের ধারে নিশ্চয়ই কোনও চ্যাংড়া ড্রাগখোরের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিলি? বর ধারে কাছে নেই বলে যা খুশি করবি ভেবেছিস? তোকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি আর তাই তোর প্রতি একটা দায়িত্ব আমার থেকেই যাছে......!' বলেই কিম-এর খেয়াল হল ডিয়ানা তাকে আদৌ পাত্তা দিচ্ছে না। রুমালে মুখ মুছে যেন কিছুই হয়নি এমনই ভাবে গা এলিয়ে বসেছে সোফায়।

' মেশিনগানের গুলি ফুরোল?'

কিম-এর হাসিভরা চোখে তাকাল ডিয়ানা, হালকা গলায় বলল, 'দেরি হবার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু তাই বলে এত বকাঝকা করার কি আছে শুনি। আমার নিজের কি ফেরার তাড়া নেই?'

'তোমার রকম সকম দেখে সেই কথাটাই মনে আসছিল, সোনা।' হালকা গলায় বলল কিম, 'জলের ধারে কারও সঙ্গে লট্‌কে পড়েছিস এটাই ধরে নিয়েছিলাম। আর কিছুক্ষণ দেখে আমি নিজেই তোকে খুঁজতে বেরোতাম। ওসব ভেবে মিছেই ভয় পাচ্ছো।' বেন-এর প্রসঙ্গ পুরো চেপে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলল ডিয়ানা। 'আসলে অনেকদিন পরে এলাম কিনা, মার্ক-এর সঙ্গে যেখানে বসতাম সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল যে। এবার খেতে চল।'

তার মত বকবক না করলেও খাবার টেবিলে ডিয়ানা গল্প করতে ভালবাসে তা কিম-এর অজানা নয়। তাকে মুখ বুঁজে ডিনার খেতে দেখে অবাক হল সে।

'কিরে' বান্ধবীর চোখে চোখ রেখে হাসল কিম। 'তোর আবার কি হল আমার ওপর রাগ করেছিস?'

'রাগ, তাও তোর ওপর?' না হেসে পারল না ডিয়ানা, 'তুই কি একটা মানুষ

যে তোর ওপর রাগ করব? তুই কি নিজেকে আমার রাগের যোগ্য বলে মনে করিস? মুখ বুঁজে যেমন খাচ্ছিস খেয়ে যা।'

'কভি নেহি'' জোরগলায় বলল কিম। 'আমি যে ডিয়ানাকে জানি এমনই মুখ বুঁজে ডিনার খাবার মেয়ে সে নয়। কি হয়েছে বল না। শরীর না মন, কোনটা খারাপ?'

'শরীর খারাপ নয়, তবে ফিরে এসে বেশ ক্লান্ত লাগছে।'

'আর মার্ক, ওর জন্য মন কেমন করছে না? পাচ্ছিস না টেলিফোনে ওর সঙ্গে কথা বলতে। পারছিস না বলে মন খারাপ, এই ত?'

'কোম্পানীর কাজ হাতে নিয়ে উইকএণ্ডে এসেছিস', চাপা ধমকানির গলায় বলল ডিয়ানা। 'মৌজমস্তি করবি বলে আমাকেও এনে জুটিয়েছিস। এখন খেতে বসে আমার বরকে নিয়ে তুই এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন র‍্যা? ও আমায় ফোন করুক চাই না করুক তা ভাবতে তোর দায় পড়েছে? বেড়াতে এসেও ঘরের লোকের ভাবনা ভাবলে বেড়ানোর সব মজাই যে মাটি হয়ে যায় এটা তোর মাথায় কবে ঢুকবে বলতে পারিস?'

ডিয়ানা যে ব্যাপারটা এত হালকাভাবে নিয়ে তাকে পাল্টা আক্রমণ করবে তা আঁচ করতে পারেনি কিম। সে আর ডিয়ানার পারিবারিক জীবন নিয়ে কোনও প্রশ্ন করল না। ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ডিয়ানা বলল, 'আসছে কাল এক নতুন মক্কেলের সঙ্গে তোর দেখা করার কথা আছে না। তার কথা বল্ শুনি। লোকটাকে দেখতে কেমন?'

'জানি না রে', হাত উল্টে দিল কিম, 'আগে কখনও দেখিনি ওকে। শুনেছি নামী শিল্পীদের আঁকা ছবি বিক্রি করাই ওর ব্যবসা, থম্পসন আর্ট গ্যালারির মালিক। আর সেইসূত্রে শিল্পবোদ্ধা বললে নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না। ছবি আঁকে বলেই ঠিক করেছি কাল ওর কাছে যাবার সময় তোকেও নিয়ে যাব। শুনেছি ওর বাড়িতে নাকি বড় বড় শিল্পীর আঁকা অনেক ছবি আছে বাড়ির নাম রেখেছে কটেজ।'

'কি নাম তোর এই মক্কেলের?'

'বেন,' একটু থেমে বলল কিম, ' বেন থম্পসন।'

'বেন,' আনমনে নামটা উচ্চারণ করেই চুপ করে গেল ডিয়ানা। ওয়েটারের হাতে বিলের টাকা গুঁজে উঠে পড়ল দু'জনে।

মিঃ থম্পসন দোতলায় আছেন, কাজের মেয়েটি কিম আর ডিয়ানাকে একঝলক দেখে তড়বড় করে বলল, 'লণ্ডনে ওঁর অফিসে টেলিফোন করছেন, নামতে একটু দেরি হবে। আপনারা ততক্ষণ ওঁর স্টাডিতে বসুন।'

কাজের মেয়েটিই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল একতলার স্টাডিতে। দেয়ালের দিকে চোখ পড়তে কিম আর ডিয়ানা দু'জনেই অবাক—ইংলিশ আর আমেরিকান পেন্টিং বলে যে শিল্পকর্মকে উল্লেখ করা হয় তার প্রায় সবক'টিই সেখানে সারি সারি

ঝুলছে। "আপনারা আরাম করে বসুন। আমি খবর দিয়েছি, উনি একটু পরেই আসছেন বললেন,' বলে কোনদিকে না তাকিয়ে গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল সে।

'দেখেছিস্ কিম?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একখানা ইংলিশ সি-স্কেপ দেখতে দেখতে নিজের মনেই বলল ডিয়ানা, 'পুরোনো যুগের আঁকিয়েদের প্রায় সবাইকে এনে জড়ো করেছেন এক জায়গায়। না, ভদ্রলোকের টাকা খরচ করা সার্থক হয়েছে বল হয়।'

'ছবির ব্যাপার-স্যাপার আমি তোর মত ভাল বুঝি সুঝিনা ঠিকই', কিম সায় দিয়ে বলল, তবে এসব ছবি যে লোকটার উন্নত রুচির পরিচয় দেয় তাতে সন্দেহ নেই।'

'অগাধ টাকার মালিক তাতেও সন্দেহ নেই।' হাসল ডিয়ানা। 'দু-দুটো আর্ট গ্যালারির মালিক,' বলল কিম। 'একটা লস এঞ্জেলস-এ, আরেকটা সানফ্রানসিসকোতে। অগাধ টাকা কেন, বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতি বললে ভুল বলা হবে না। এ সব ছবির অনেকগুলো যে উনি নিজের গ্যালারি থেকে তুলে এনেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

মন্তব্য না করে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল ডিয়ানা। পাইন কাঠের তৈরি সাদামাটা চেহারার একটা ডেক্স আর রিভলভিং চেয়ার। গোটা দুই কৌচ আর একখানা ছোট সেন্টার টেবল, এছাড়া বাড়তি একটি আসবাবও ঘরের ভেতর নেই। ডেস্ক-এর প্রায় গা ঘেঁষে দেয়ালে ছবির ফ্রেমের মাপে কাটা খোলা জানালার ওপাশে অতল সমুদ্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে দিগন্তে। হঠাৎ দেখলে জানালার ফ্রেমে সমুদ্রটা ছবির মত ধরা পড়েছে বলে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। জানালার এ পাশে দেয়ালে ঝুলছে বিখ্যাত আমেরিকান শিল্পী অ্যান্ড্রু ওয়াইথ্-এর কালজয়ী ছবি—দ্য ওম্যান অন দ্য ডুন। ছবির যুবতীর সঙ্গে তার নিজের মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে অবাক হল ডিয়ানা। নাক, চোখ, চুল এমনকি গতকাল সাগরপারে বালিয়াড়ির ধারে যেভাবে সে বসেছিল। হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে তার বসার সেই ভঙ্গিটি পর্যন্ত ক্যামেরায় তোলা ফোটোর মত হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই সাদৃশ্যের কারণ কি হতে পারে বুঝতে পারল না ডিয়ানা।

'গুড মর্ণিং!' পেছন থেকে ভেসে আসা পুরুষালি গলা তার তন্ময়তা ভেঙ্গে দিল। ' কি খবর বলুন। হ্যাঁ, আমিই বেন থম্পসন। আপনি নিশ্চয়ই মিস হর্টন?' আড়চোখে তাকিয়ে ডিয়ানা দেখল কিম আগেই করমর্দন করতে ডান হাত বাড়িয়েছে তাই দেখেই ভদ্রলোক প্রশ্নটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন।

'আমি কিম্বার্লি হর্টন, আপনি ইচ্ছে করলে আমায় কিম বলে ডাকতে পারেন। আমার এই বান্ধবীর নাম ডিয়ানা ডুরাস। শিল্পী আর শিল্পের ও একজন খাঁটি রসিক। আপনার এখানে প্রচুর ছবি আছে শুনে ওকে নিয়ে এলাম। ডিয়ানা নিজেও খুব বড়দরের শিল্পী বলেই আমি মনে করি। তবে ও নিজে অবশ্য তা মানতে রাজি নয়।'

'জানালার ধারে ওয়াইথ্-এর আঁকা ঐ ছবিটা আপনার কেমন লাগছে? 'ডিয়ানার মনে হল যেন ইচ্ছে করেই তার চোখে চোখ রেখে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন বেন থম্পসন।

'আমি......... হ্যাঁ, এ ছবির তুলনা হয় না। আমার মতে এটা অবশ্যই এক সেরা মাস্টারপিস। এত আপনার অজানা নয়.....' আমতা আমতা করে বলতে গিয়ে ডিয়ানা টের পেল প্রচণ্ড লজ্জার আবেগে তার চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। সত্যি বলতে কি এ প্রশ্নের জবাবে কি বলবে তা সেইমুহূর্তে ভেবে পেল না সে। তাঁর সঙ্গে যে গতকালই তার আলাপ হয়েছে একথা কিম-এর সামনে মুখ ফুটে বলাটা কি ঠিক হবে, নাকি এমন হাবভাব দেখাবে যেন আজই প্রথম তাঁকে দেখছে? বেন-এর নিজের মতলবটা কি তাই বুঝে উঠতে পারল না সে।

'ছবিটা আপনার মতে তাহলে ওয়াইফ-এর এক সেরা সৃষ্টি। কি বলেন?' একইভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আবার জানতে চাইলেন বেন। তাঁর ঠোঁটের কোনে ফুটে ওঠা দুষ্টু হাসির রেখাটুকু তখনই ধরা পড়ে গেল ডিয়ানার চোখে। তার মনোভাব আঁচ করতে বেন-এর অসুবিধে হল না তাই গতকাল সাগরতীরের কথা ডিয়ানার মত তিনিও ইচ্ছে করেই চেপে গেলেন। কিম আর ডিয়ানার মুখোমুখি কৌচে বসলেন তিনি।

'তারপর?' ডিয়ানাকে ছেড়ে বেন এবার কিম-এর দিকে তাকালেন । 'কাজের কথাবার্তা শুরু করার আগে একটু কফি পেলে মন্দ হয় না, কি বলেন?' কিম জবাব দেবার আগেই গলা চড়িয়ে কাজের লোককে ডাকলেন তিনি। মিসেস মিচাস এখানে তিনটে কফি চটপট দিয়ে যান। আমারটা ব্ল্যাক।' বলেই গলা নামিয়ে বললেন, আমার এই হাউসকিপারটি অদ্ভুত। আমার হুকুমের পরোয়া না করে সব কাজ নিজের বুদ্ধিমত করেন। তার ওপর আরও মুশকিল হয়েছে মহিলা কানে খুব কম শোনেন। ইয়ে.... ব্ল্যাক কফি আপনাদের চলবে ত?'

'একশোবার চলবে,' ডিয়ানার মুখের জবাব কেড়ে নিয়ে কিম বলল, 'স্কুল ছেড়ে বেরোবার পরে দুধ দিয়ে কফি খেতে ভুলেই গিয়েছি। আমার এই বান্ধবীটি ত আবার মুটিয়ে যাবার ভয়ে কফিতে চিনিও মেশান না।'

হাসিঠাট্টার মধ্যে হাউসকিপার মিসেস মিচাস তিন কাপ কালো কফি ট্রে-তে বসিয়ে নিয়ে এলেন।

'বলুন কিম,' কফিতে আলতো চুমুক দিলেন বেন থম্পসন, 'গত বছরে বিভিন্ন খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনে আমাদের বিজ্ঞাপন আশা করি লক্ষ্য করেছেন। এ সম্পর্কে আপনার নিজের মত কি তাই বলুন।'

'খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে ঐসব বিজ্ঞাপন আমার চোখে বড্ড একেঘেয়ে ঠেকেছে। 'অর্দ্ধেক কাপ খালি করে বলল কিম, 'স্টাইলেরও বড্ড অভাব। যে খদ্দের আর বাজার আপনি ধরতে চাইছেন এর ফলে তাদের ধারে কাছে আপনি পৌঁছোতে পারছেন না।'

সায় দেবার ভঙ্গিতে বেন মাথা নাড়লেন বটে কিন্তু তা যে নেহাতই দায়সারা

গোছের তা বুঝতে ডিয়ানা বা কিম কারও অসুবিধা হল না। কিম-এর সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে আড়চোখে তার দিকে বার বার তাকানোর দরুন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল ডিয়ানা। বেন থম্‌ফসনের সঙ্গে কাজের বা ব্যবসায়িক কথাবার্তা সব ঘণ্টাখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে সেরে ফেলল কিম, দু'হপ্তার মধ্যে বিজ্ঞাপনের কিছু ভাল আইডিয়ার নমুনা তাঁকে দেখাবে বলে কথা দিল সে।

'আমার এই নতুন অ্যাকাউন্টে কি আপনার এই বান্ধবীটিও আছেন নাকি?' ইশারায় ডিয়ানাকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন বেন।

'না, না, আমি এর মধ্যে নেই', প্রবল ভাবে দু'হাত আর মাথা নাড়ল ডিয়ানা। 'এসবের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞাপনের নিত্যনতুন আইডিয়া কিম-এর মাথা থেকে কিভাবে বেড়োয় একেক সময় তাই আমি ভেবে পাই না।'

'রক্ত, ঘাম আর ব্ল্যাক কফি,' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গলায় কিম বলল, 'নতুন ধরনের আইডিয়া তৈরির পেছনে এই-ই হল আমার একমাত্র মূলধন।'

'আর আপনি,' ডিয়ানা হাসিমুখে বললেন বেন, 'আপনি কি আঁকেন?'

'স্টিল লাইফ আর ডাগর সদ্য যুবতী,' ডিয়ানা হাসল সেই ধরাবাঁধা ইমপ্রেসনিস্ট থিম, তার বাইরে কিছু নয়।'

'আর হাঁটুতে কচি বাচ্চা নিয়ে যুবতী মা,' মুখ টিপে হাসলেন বেন, ' সে ছবি আঁকেন না?'

'এঁকেছিলাম একবার,' আনমনাভাবে জবাব দিল ডিয়ানা তার মনে পড়ে গেল পিলারকে হাঁটুতে বসিয়ে আদর করছে অনেকদিন আগে আয়নার সামনে বসে নিজের এমনই একখানা ছবি এঁকেছিল সে। তার শাশুড়ি প্যারির অ্যাপার্টমেন্টের ড্রইং রুম-এর দেয়ালে কিছুদিন সে ছবি টাঙ্গিয়েছিলেন তার পরে একদিন নিজেই সে ছবি খুলে নিয়ে রেখেছিলেন জঞ্জাল রাখার ঘরে।

'আমি কিন্তু শুধু ব্যবসায়ীই নই, ডিয়ানা। আন্তরিক চাউনি মেলে তাকালেন বেন, 'শিল্পরসিকও। অন্যের আঁকা ছবি কেনা বলতে পারেন আমার একরকম নেশা। আপনার আঁকা ছবি দেখার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে আপনি কি ছবির প্রদর্শনী করেন?'

'না বহুবছর আমি নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করিনি।' ডিয়ানা বলল, 'আমি এখনও মনের দিক থেকে তৈরি হতে পারিনি।'

'তুমিই বা খামোখা জেদের মত একটা ভ্রান্ত ধারাকে মনে পুষে রাখছ কেন,' বান্ধবীর দিকে তাকাল কিম, 'উনি যখন দেখতে চাইছেন তখন নিজের আঁকা কিছু ছবি তোমার ওঁকে দেখানো উচিত।'

'কি বাজে বকছিস!' অস্বস্তিবোধ করায় ডিয়ানা অন্যদিকে মুখ ঘোরাল।

'মিঃ থম্পসন যখন চাইছেন তখন আমার আঁকা ছবি নিশ্চয়ই ওঁকে দেখাব, তবে এত শীগ্‌গির নয়, আমার মতে সে সময় এখনও আসেনি। তাহলেও উনি যে আমার

আঁকা ছবি দেখতে চেয়েছেন এজন্য ওঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'মিঃ থম্পসন মানুষটি ভালই, কি বল্?' হোটেলে ফেরার মুখে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল কিম। ডিয়ানা জবাব না দিয়ে সায় দেবার ভঙ্গিতে শুধু ঘাড় নাড়ল।

'তাহলে তোর আঁকা ছবি ওঁকে দেখাতে তোর আপত্তি কিসের শুনি?' নিজের সম্পর্কে ডিয়ানার সব সময় এমনই চাপাভাব দেখে অস্বস্তি বোধ করল কিম, আর্ট স্কুলে পড়ার সময়েও এই একই বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল তার স্বভাবে, তা সেও প্রায় কুড়ি বছর হতে চলল। এই সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ডিয়ানাকে তার নিজের খোলস থেকে বের করে আনতে পারেনি কেউ।

'আগেই ত বলেছি তোকে,' বলল ডিয়ানা, 'আমি এখনও মানসিক ভাবে তৈরি হইনি।'

'বড় বড় বাতেল্লা রাখ্।' চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'ভাল চাস ত তুই টেফোনে ওঁর সঙ্গে কথা বল্, নয়ত আমি নিজে তোর টেলিফোন নম্বর ওঁকে দেব বলে রাখছি। তখন দেখবি মজা!'

কিম-এর বলায় ডিয়ানা ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, কি বলবে বুঝতে না পেরে মুখ বুঁজে রইল।

'চুপ করে থাকলেই পার পেয়ে যাবি ভেবেছিস?' কিম-এর গাড়ি ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে হোটেলের ভেতরে, গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে এঞ্জিন বন্ধ করল কিম। মুখখানা ব্যাজার করে বলল, 'কিন্তু তুই পেয়েছিস কি শুনি? মাস্টারপিস গাদাগাদা এঁকেছিস, সেসব বাড়ির একতলার ঐ একফালি স্টুডিওতে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটানোর জন্যই নাম আর্ট স্কুলে লিখিয়েছিলি? আমি জানি তুই নিজেও জানিস প্রতিভার আগুন তোর ভেতরে দিনরাত জ্বলছে, ধিক ধিক করে। সেই প্রতিভার আঁচ যদি পাঁচজনে নাই পেল ত কি লাভ ছবি এঁকে? বাড়িতে মাইনে করা কাজের লোকেরা যতটুকু করার তা করছে, তার বাইরের কি করছিস তুই! শুনি কতটুকু করছিস? করার মত তোর কিইবা আছে?'

'আমি মার্ক এডুয়ার্ড ডুরাসের বৌ, কিম,' থমথমে গম্ভীর গলায় জবাব দিল ডিয়ানা, 'তার সংসারের গিন্নি এবং পিলারের মা। মাইনে করা কাজের লোকদের দিয়ে সংসারের যেসব কাজ করানো যায় না সেসব আমি করি। আমার স্বামী আর মেয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার দায়িত্বও আমাকেই পালন করতে হয়। এসব করেই নিজেকে ব্যস্ত রাখি আমি।'

'তুমি ত সবার যত্ন আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখছো,' ক্ষোভে মেশানো চাপাগলায় বলল কিম, 'কিন্তু তোমার যত্ন তোমার প্রতিভার বিকাশের কথা কতটুকু পাবেন তোমার স্বামী? নিজের হাতে আঁকা ভাল ভাল ছবিগুলো স্বামীর অফিস আর স্টাডির দেয়ালে

না টাঙ্গিয়ে কোনও ভাল গ্যালারিতে সবার দেখার জন্য সাজিয়ে রাখলে কি এমন অন্যায় হয় শুনি?'

'আমার আঁকার কাজ তাই আঁকি,' বলতে গিয়ে ভিজে উঠল ডিয়ানার দু'চোখের পাতা, প্রায় দু'মাস আগে তার আঁকা ছবিগুলো দুর্বল কাঁচা হাতে আঁকা দেখলে মন খারাপ হয়ে আসে। বলে মার্ক নিজের স্টাডির আর অফিসের দেয়াল থেকে খুলে জঞ্জাল ফেলা ঠেলাগাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে একথা নিজে মুখে বলতে পারল না সে।

'আমার কাছে ছবি আঁকাটাই বড় কথা, সবাইকে ডেকে দেখিয়ে নিজেকে জাহির করা নয়,' বলতে বলতে জামার হাতায় চোখের জল মুছে ফেলল সে।

'তুই যা করছিস তা আমার কাছে শুধু পাগলামি নয়, ডিয়ানা,' কিম বলল, 'এ এক ধরনের আত্মহনন।'

'আত্মহনন।'

'তা নয়ত কি? প্রতিভার অধিকারী হয়েও তুই [illegible] পারছিস না। এইভাবে তুই প্রতি মুহূর্তে নিজেকেই খুন করছিস! ভাবছিস [illegible] এই হাবভাব দেখে মার্ক খুব খুশী হচ্ছে, তোর ওপর তার নতুন ভালবাসা তৈরি হচ্ছে। তা কিন্তু নয়, ডিয়ানা। এইভাবে নিজের প্রতিভাকে চেপে রেখে তুই তার কাছে যা হয়ে উঠেছিস তাতে করুণার পাত্রী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না! বাড়ি ফিরে কথাগুলো ভাল করে ভেবে দেখিস তাহলেই বুঝবি সত্যি বলছি কিনা।'

সাগরতীরে কারমেল হোটেল রিসর্ট-এ তাদের আরও দুটো দিন কাটল। এই দু'দিনে প্রচুর কেনাকাটা করল কিম আর ডিয়ানা। পাইন ইনে একদিন জমিয়ে ডিনারও খেল। শহরে ফেরার কয়েক ঘণ্টা আগে রোববার বিকেলে কিমকে না বলে ডিয়ানা আবার বেড়াতে এল সাগরতীরে। সূর্য যদিও হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে, তার মরা সোনালি আলো গায়ে মেখে বালুর ওপর পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে সেস বা চেনা গাছগুলোর কাছে একসময় পৌঁছে গেল সে। ডিয়ানা জানে মুখ ফিরিয়ে বাঁদিকে তাকালেই ঘন পাতার ওপাশে ছবির মত সুন্দর ছোট একখানা বাড়ি ধরা দেবে। তার চোখে নাম তার 'দ্য কটেজ।' ডিয়ানা জানে ঐ বাড়ির স্টাডির দেয়ালে টাঙ্গানো ওয়াইথ-এর আঁকা এক কালজয়ী ছবিতে সৃষ্টিকর্তার কোন রহস্যময় খেয়ালে সে বাঁধা পড়ে গেছে। কিন্তু এসব মনে হওয়া সত্ত্বেও একটিবারের জন্য সেদিকে মুখ ফেরাল না সে। তার শিল্প প্রতিভাকে মার্ক যত অবহেলা করুক যত খাটো চোখেই দেখুক, অন্তত একজন শিল্পরসিকের ধারে কাছে সে আসতে পেরেছে, ওয়াইথ্-এর আঁকা ছবির চরিত্রের সঙ্গে যিনি তার মুখের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তার আঁকা ছবি দেখতে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন, তার নিজের ঘরের লোক তার দাম নাই বা দিল, তাকে কিই বা আসে যায়!

পরমুহূর্তে নিজের ওপর তার ভারি রাগ হল, সেদিনের মত আজও জলের ধারে শিল্পরসিক বেন থম্পসনের সঙ্গে দেখা হবে ধরে নিয়েই কি একা এতদূর চলে এসেছে সে? কথাটা মনে হতে ভীষণ লজ্জা পেল ডিয়ানা। ভাবল কিম কোনওভাবে জানতে পারলে তার চোখে খাটো হয়ে যাবে সে। অস্তগামী সূর্যের দিকে পেছন ফিরে হোটেলের দিকে পা চালাল ডিয়ানা।

॥ পাঁচ ॥

দেয়ালঘড়ির এগারোটার ঘণ্টাধ্বনি কানে যেতে তার তন্ময়তা অল্প ধাক্কা খেল বিশাল ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা খোলা জানালার ওপাশে নীল আকাশের চোখ কেড়ে নেয়া বিশাল ব্যাপ্তি। এপাশে মেহগনি কাঠের টেবলে কাচের পাত্রে রাখা একথোকা টিউলিপ-এর টুপটুপ করে পাঁপড়ি খসে পড়া। খুব সকালে আঁকা এই ছবিখানা কাছে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ডিয়ানা। ঠিক এমনই সময় বেসুরো আওয়াজে বেজে উঠল তার একফালি স্টুডিওর টেলিফোন।

'হেলো, ডিয়ানা?' ওপাশের চেনা পুরুষকণ্ঠ একই সঙ্গে খুশি আর বিস্ময় জাগাল তার মনে।

'বেন? আমার নম্বর পেলেন কোত্থেকে? নিশ্চয়ই কিম দিয়েছে তাই ত?'

'ঠিক ধরেছেন। কিম সাফ বলে দিয়েছেন আমি আপনার ছবির প্রদর্শনী না করলে উনি আমার বিজ্ঞাপনের অ্যাকাউন্ট বাতিল করে দেবেন। বুঝতেই পারছেন, এই হুঁশিয়ারি শোনার পরে আপনাকে টেলিফোন করা ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছুই করার ছিল না। এবার শুনুন, আপনি আপনার আঁকা একখানা সেরা ছবি আমায় দিন। তার বদলে আমার ওয়াইথ্-এর একটা সেরা ছবি আপনাকে দিয়ে দেব।'

'কিছু মনে করবেন না বেন, কিম আর আপনি আপনাদের দুজনের মাথা খারাপ!'

'আমার বিচার করার ক্ষমতা না দেখে কি করে বুঝলেন আমার মাথা খারাপ? আমি যে পুরোপুরি সুস্থ মাথার লোক তার প্রমাণ পেতে হলে আপনার আঁকা কিছু ছবি আমার নিজের চোখে একবার দেখা দরকার। তা ধরুন আর ঘণ্টাখানেক পরে বেলা বারোটায় নাগাদ আমি যদি আপনার ওখানে যাই তাহলে কেমন হয়?'

আজই আর ঘণ্টাখানেক বাদে, চোখ তুলে তাকাতে ডিয়ানা দেখল সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। 'না, আজ নয়। কোনওমতেই নয়।'

'বুঝেছি ম্যাডাম, আপনি এই মুহূর্তে তৈরি নেই। শিল্পীদের ধাতই ঐরকম, যখন তখন তাঁরা তৈরি হতে পারেন না। তাহলে আগামীকালই বরং আসব, কেমন?'

'আগামীকাল আসবেন?' নিজের গলা নিজের কানে যেতে অবাক হল ডিয়ানা। বেনকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করার ইচ্ছেটা যে ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছে তা ভেতরে ভেতরে বেশ টের পাচ্ছে সে।

'ঠিক আছে তাহলে, কাল ঠিক বেলা বারোটায় চলে আসুন আমার এখানে।'

'ধন্যবাদ।'

'আমার স্টাডিতে ওয়াইথ্-এর সেই ছবিখানা দেখার সময় আপনার কোনও অনুভূতি হয়েছিল?' স্টুডিওর দেয়ালে পরপর ঝোলানো তার আঁকা সেই কুড়িখানা পেন্টিং-এ চোখ বুলিয়ে ডিয়ানার দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন বেন থম্পসন।

'হ্যাঁ, হয়েছিল', ঘাড় নেড়ে সায় দিল ডিয়ানা।

'কিরকম অনুভূতি মনে আছে?'

'সে অনুভূতি ভোলার নয়, 'ডিয়ানা বলল,' প্রথমে ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কেমন এক শ্রদ্ধামেশানো অপূর্ব আনন্দ আমার সমগ্র সত্ত্বাকে ছেয়ে ফেলল। তারপরে ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র বালিয়াড়ির ধারে ঐ যুবতী, মনে হল সে যেন প্রাণপণে আকর্ষণ করে চলেছে আমায়। মনে হল সে যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনী, আমারই অন্তরাত্মা। ওয়াইথ্‌কে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু ঐ একটি ছবির ভেতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে সেদিন আমার পরিচয় হল। শিল্প সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় বক্তব্য আমার কাছে উদ্ভাসিত হল। আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম।'

'আপনার আঁকা এসব ছবি দেখে আমিও একইভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছি,' বললেন বেন থম্পসন। 'কি দারুণ ছবি আপনি এঁকেছেন তা কি আপনি জানেন? কি অপূর্ব নান্দনিক সৌন্দর্য এইসব সৃষ্টিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন একবারও তা ভেবে দেখেছেন?' ভাসা ভাসা চোখ মেলে ডিয়ানার চোখের দিকে তাকালেন তিনি।

মার্কের অবহেলা আর তাচ্ছিল্যের পাশাপাশি এই প্রশংসা নিজের কানে শুনে জল এসে গেল ডিয়ানার দু'চোখে। বুকের ভেতর হৃদয়ের অনুভূতির শুকনো নিষ্প্রভা নদিখাত যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে বেন-এর উচ্চারিত একেকটি প্রশংসাসূচক শব্দে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'বেন আমার ভালবাসাকে এই সব ছবির মধ্যে প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছি মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।'

'সৌভাগ্যের বিষয় আপনার সে চেষ্টা সফল হয়েছে' বেন বললেন। আমার বিচারে আপনার ভালবাসা নয়, এসব ছবির প্রত্যেকটিতে নিজের অজান্তে আপনি নিজেকেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। শিল্পীর কাছে এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কিছুই হতে পারে না। টাকা দিয়ে একে কেনা যায় না।' বলতে বলতে কাছেই আরেকটি ছবির দিকে এগিয়ে এলেন বেন। ক্যানভাসের বুকের এক সুশ্রী সদ্য যুবতীর স্নানের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'এটা আমার মেয়ের ছবি,' লজ্জা জড়ানো গলায় বলল ডিয়ানা, 'ওর নাম পিলার, এবার ষোলতে পড়বে।'

'অ্যানাটমির কাজ ভারি সুন্দর হয়েছে,' অভিভূত গলায় বললেন বেন। আপনার

আঁকা আরও যত ছবি আছে সব আমায় দেখান, ডিয়ানা।'

শিল্পরসিক বেন-এর গলায় এমন কিছু ছিল যা শুনে অভিভূত হল ডিয়ানা। সৃষ্টির তাগিদে দিনের পর দিন ছবি এঁকে গেছে সে, স্বামীর উপেক্ষায় মনে আঘাত পেলেও একদিনের জন্য মুখ ফুটে প্রতিবাদ করেনি। এতদিন বাদে সেই সৃষ্টির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে ভেঙ্গে পড়ল তার সব অভিমানের বেড়া আর ঘেরাটোপ, উপচে আসা চোখের জল কোনমতে সামলে নিজের আঁকা আরও যত ছবি এখানে ওখানে গুঁজে রেখেছিল সব বের করে একে একে তুলে ধরল। সবশেষে জানাল, ছাদের চিলেকোঠায় আরও পঁচিশ ত্রিশখানা আছে, এছাড়া কিম-এর কাছে আছে পাঁচখানা। 'শুধু ছবি দেখালেই চলবে না কিন্তু,' একগুঁয়ে শোনাল বেন-এর গলা। 'এ সব ছবির প্রদর্শনী আর বিক্রির জন্য আমার গ্যালারির সঙ্গে চুক্তি করতে হবে আপনাকে। উঁহু ঘাড় নেড়ে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। চুক্তিপত্রে সই না করা পর্যন্ত আমার খপ্পর থেকে রেহাই পাবেন না আপনি।'

'মিছিমিছি অবুঝ হবে না বেন,' হেসে মাথা নাড়ল ডিয়ানা। 'আপনি আমার যশ আর প্রতিষ্ঠা চাইলেও ঐভাবে এগোনো আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।'

'কেন, সম্ভব নয় কেন, শুনি, বাধাটা কোথায়?'

বাধাটা পারিবারিক বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল ডিয়ানা। লণ্ডনে বেন-এর ঠাকুর্দার আর্ট গ্যালারি ছিল, নিউইয়র্কে থম্‌ফসন গ্যালারির কাজকর্ম দেখাশোনা করেন বেন-এর বাবা, দুনিয়া জুড়ে তাদের কারবার। নামী অনামী শিল্পীদের আঁকা ছবি বিক্রির কারবারে থম্‌ফসন গ্যালারি কোটি কোটি ডলার আয় করেছে, ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নজরে পড়ার স্বপ্ন দেখেন দেশ বিদেশের শিল্পীরা। এ সব খবর রাখে ডিয়ানা, কিন্তু রাখলে কি হবে। শিল্প সংগ্রহের ব্যবসায়ে থম্পসন গ্যালারির যত সুনাম আর আভিজাত্য থাকুক না কেন, মার্ক এডুয়ার্ডের কাছে তার দাম নেই, নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করা তার মতে নিছকই বিকৃতরুচির নজির। কিন্তু ঘরের লোকের এই ভুল ধারনার কথা আর মুখ ফুটে বলা যায়? তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিয়ানা শুধু বলল, 'বিশ্বাস করুন, বেন, আপনি যেমন চাইছেন সেইভাবে এগোনো আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। দয়া করে এর কারণ জানতে চাইবেন না, কারণ মরে গেলেও তা আমি বলতে পারব না।'

পিলার-এর মুখখানা পরমুহূর্তে ডিয়ানার মনে পড়ল। এই সেদিন ছবির প্রদর্শনী প্রসঙ্গে বাপের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পিলার বলেছিল, "এসব শুধু নিজেকে জাহির করার চেষ্টা, তার বেশি কিছু নয়......" কথাটা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড ঘেন্নায় ঠোঁট উল্টেছিল সে, বীভৎস চেহারা দেখে থমকে গিয়েছিল ডিয়ানা, অনাবিল সৌন্দর্যে ভরপুর পিলারের মুখ কিভাবে কত বিকৃত বীভৎস হয়ে উঠেছিল অনেক ভেবেও সে প্রশ্নের উত্তর পায়নি সে।

'পারবেন বললেই হল?' মুচকি হাসলেন বেন, 'শুনুন, আপনার এই একগুঁয়েমিটা বরাবরের মত ঝেড়ে ফেলুন দেখি! ঠিক আছে, নিজের ছবির প্রদর্শনীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত যা নেবার পরে নেবেন, কিন্তু আমাদের গ্যালারিতে একবার আসতে ত পারেন, তাতে ত বাধা নেই! গ্যালারিতে আসুন, বড় বড় শিল্পীদের ছবি স্টাডি করুন। পাশাপাশি নতুন প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের কাজ কিভাবে আমরা পরিবেশন করি তাও দেখুন। সম্ভব হলে আপনার স্বামী আর মেয়েকেও নিয়ে আসুন।'

'স্বামী আর মেয়ে?' বেন-এর কথায় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিয়ানা, 'ওদের কেউই এইমুহূর্তে বাড়িতে নেই। আমার স্বামী জন্মসূত্রে ফরাসি পেশায় উকিল। মামলার কাজে ইউরোপে গেছেন, যতদূর জানি এই মামলার শুনানির তদারক করতে তাঁকে বেশ কিছুদিন প্যারি আর এথেনসে ছোটাছুটি করতে হবে। মেয়ের স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে তাই ও প্যারিতে ওর ঠাকুরমার কাছে চলে গেছে, বোধ হয় পুরো ছুটিটা সেখানেই কাটাবে। তবে শিল্পের রস উপলব্ধির প্রসঙ্গে ওদের কারও তেমন আগ্রহ নেই, তাই এখানে থাকলেও ওরা আপনার গ্যালারিতে ছবি দেখতে যেত বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে আপনি একাই চলুন,' ডিয়ানার চোখের দিকে তাকালেন বেন। চলে আসুন কাল বেশি রাতের দিকে, ডিনার ওখানেই সারবেন।'

কেন কে জানে এবার আর বেন-এর অনুরোধ ফেরাতে পারল না সে, অল্প হেসে চোখ নামিয়ে বলল, 'বেশ চেষ্টা করব।'

'আসবেন দয়া করে,' বলতে বলতে হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বেন', আমার তিনটে নাগাদ একটা জরুরি মিটিং আছে অফিসে, একবার না গেলেই নয়।

'তিনটেয় মিটিং আর আপনি এখনও এখানে সময় নষ্ট করছেন?' চোখের কাছে হাতঘড়িটা তুলে আনল ডিয়ানা, 'এখনই পৌনে তিনটে, হাতে আর মাত্র পনেরো মিনিট। যান, দয়া করে আর দেরি করবেন না।'

চোখ ফোটার পরে ছোট্ট পাখির ছানা যেভাবে অবাক চাউনি মেলে চারদিকে তাকায়, রঙিন আলোর মালায় সাজানো থম্পসন গ্যালারিতে ঢুকে তেমনই অবাক চাউনি মেলে চারদিকে তাকাতে লাগল ডিয়ানা।

বিশাল টানা হলঘরের দুটি দেয়ালে বার্ণিশ করা ওক কাঠের প্যানেলে ঝুলছে বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা একেকটি কালজয়ী ছবি, ছবির পাশে ফোটো সমেত শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবনী। ছাত্র আর স্তাবক পরিবৃত্ত শিল্পীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খবরের কাগজের রিপোর্টার শিল্প সংক্রান্ত বই-এর প্রকাশক আর ইন্টিরিয়র ডেকরেশান-এর কারবারীরা যে যার সুযোগ মত এগিয়ে এসে কাজের কথা সেরে নিচ্ছে তাঁদের সঙ্গে। এককোণে ছোট 'বার'-এর ওপাশে ফিটফাট ঝকঝকে উর্দি পরা দু'জন বার-

টেণ্ডার, যার যার চাহিদা মত মদ সাইনবোর্ডে রাখা বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিচ্ছে দ্রুত হাতে। থেকে থেকে জ্বলে উঠছে প্রেস ফোটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্লাশ। ছবি তোলার ফাঁকে তারাও পিছিয়ে গিয়ে মাঝেমাঝে দু-এক পাত্তর নিট গলায় ঢালছে সঙ্গী রিপোর্টারদের সঙ্গে সমান তালে।

'যাক, আপনি শেস পর্যন্ত সত্যিই এলেন তাহলে!' বলতে বলতে সামনে এসে দাঁড়ালেন গ্যালারির মালিক বেন থম্পসন, ডিয়ানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেন তার হাত ধরে নিয়ে এলেন বার-এর সামনে, তাঁর ইশারায় একজন বারটেণ্ডার শ্যাম্পেন এগিয়ে দিল।

'আপনি এসেছেন দেখে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন বেন, তারপরেই এক সুশ্রী যুবতীকে দেখিয়ে বললেন, এ হল স্যালি। আমার বৌ। স্যালি ইনি ডিয়ানা ডুরাস, এক প্রতিভাময়ী শিল্পী।'

'তাই নাকি!' স্যালি থম্পসন একগাল হেসে বললেন, 'আপনার মুখখানা ত ভারি মিষ্টি। ভাল ছবি হয়ত অনেক যুবতীই আঁকে কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন দেখতে সুন্দর তা আঙ্গুলে গুণে বলা যায়। আপনাকেই সেদিক থেকে দেখছি ব্যতিক্রম।'

স্যালি থম্পসনের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে অপ্রস্তুত হল ডিয়ানা, কি বলবে বুঝতে পারল না সে। বেন হাসিমুখে তাকালেন বৌ-এর দিকে, ডিয়ানাকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'প্রদশনীটা শেষ হলেই মিস ডুরাস নতুন শিল্পী হিসেবে আমাদের গ্যালারির সঙ্গে চুক্তি করবেন বলেছেন।'

' সে কি!' গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিল ডিয়ানা। বেন-এর কথা শুনে চমকে গিয়ে মুখ তুলে বলল, 'আমি আবার কখন একথা আপনাকে বললাম? আমার ত মনে পড়ছে না।'

'মিসেস ডুরাসের মাথার ঠিক আছে কিনা তা নিয়ে আমার বিস্তর সন্দেহ আছে, বুঝলে স্যালি।' বৌ-এর দিকে হাসিমুখে তাকালেন বেন, 'বাড়িতে বসে উনি ভাল ভাল ছবি আঁকেন ঠিকই তারপরে সেগুলো গুদাম ঘরে নয়ত চিলেকোঠায় তুলে রাখেন নিজের সেরা সৃষ্টি আরও পাঁচজনকে দেখতে না দিয়ে কতবড় অন্যায় উনি করে চলেছেন তা উনি নিজে জানেন না। আমরা যে নতুন শিল্পীদের কখনও ঠকাই না, তাদের প্রতিষ্ঠিত হবার সবরকম সুযোগ করে দিই এই কথাটাই উনি বুঝতে চাইছেন না। থাক গে, মিসেস ডুরাস, আপনার বান্ধবী কিম-এর খবর কি, উনি এলেন না কেন বলতে পারেন?'

'কিম-এর অবস্থা শোচনীয়,' বেন প্রসঙ্গ পাল্টাতে হাঁফ ছাড়ল ডিয়ানা, 'এক ভারতীয় ব্যবসায়ী প্ল্যাস্টিকের কৌটোয় টক দৈ বিক্রি করতে নেমেছেন, তারই অ্যাকাউন্ট কিমকে দিয়েছেন ওর ওপরওয়ালা। ঐ অ্যাকাউন্ট সামাল দিতে গিয়ে বেচারি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।'

তার বলার ধরনে বেন আর তাঁর বৌ স্যালি দু'জনেই হেসে উঠলেন। কিছুক্ষণ হালকা কথাবার্তা বলার পরে ডিয়ানাকে বেন নিয়ে এলেন প্রদর্শনী কক্ষের মাঝখানে, কয়েকজন শিল্প সমালোচকের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিলেন।

রক্ষণশীলতার খোলস থেকে এতদিন পরে বেরিয়ে ডিয়ানার নিজেরও খুব ভাল লাগছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি ছবি সে স্টাডি করছে। বেন স্যালিকে নিয়ে খানিক আগে ঢুকেছেন নিজের অফিসে। শ্যাগাল-এর আঁকা একটি ছবির রিপ্রোডাকশান-এর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল ডিয়ানা, আচমকা পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আরে ডিয়ানা, তুমি এখানে কি করছ?'

সঙ্গে সঙ্গে তার তন্ময়তা ভেঙে গেল। ঘাড় ফেরাতেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে তার স্বামীর পার্টনার জিম, জিম সালিভান। খানিক তফাতে দাঁড়ানো এক যুবতীকে দেখে আঁচ করল জিম-এর নতুন সঙ্গিনী। পাতলা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটির চুলের রং কটা, মুখে উগ্রতার ছাপ।

'নতুন সাধনসঙ্গিনী মনে হচ্ছে।' ইশারায় মেয়েটিকে দেখিয়ে সরস গলায় বলল ডিয়ানা।

'ঠিক ধরেছো, ডার্লিং।' জিম-এর মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে বেরোনো কড়া মদের গন্ধে তার গা গুলিয়ে উঠল। 'এ একেবারে হালফিলের —একদম নতুন আমদানি। জামাকাপড়ের মত আমি যে ঘনঘন বেডপার্টনার পাল্টাই তা ত তোমার না জানার কথা নয়। যাক, আর সব খবর কি বলো, মার্ক এর মাঝে ফোন করেছিল?'

'এখান থেকে রওনা হবার পরের দিন ওর একটা টেলিগ্রাম এসেছিল।' ডিয়ানা বলল,' 'তারপরে আর কোনও খবর পাইনি। মাঝখানে ক'দিন আমি বাড়ি ছিলাম না। এক বান্ধবীর সঙ্গে উইকএণ্ডে গিয়েছিলাম। যতদূর মনে হয় মার্ক এখন এথেনসে আছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' সায় দিয়েই বিদায় নেবার ভঙ্গিতে হাত তুলল জিম। 'আচ্ছা, আজকের মত চলি তাহলে। একসঙ্গে ডিনার খাব বলে বেরিয়েছি, বুঝতেই ত পারছো। তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত? যখন যা দরকার হবে অফিসে টেলিফোন করে জানাবে, কোনও সংকোচ করবে না। কেমন?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জিম।'

ডিয়ানা হাসল, 'সংকোচ বা লজ্জা শরমের বালাই যে আমার নেই তা আপনার পার্টনারের অজানা নয়।'

জিম আর কথা বাড়াল না। অল্প ঝুঁকে ডিয়ানার কপালে আলতো চুমু খেয়ে সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

বেন আর স্যালি থম্পসনের সঙ্গে ডিনার খেয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে এল ডিয়ানা। লাইট নিভিয়ে সবে শুয়েছে এমন সময় পাশের টেবলে রাখা টেলিফোন

বেজে উঠল।

'হেলো ডার্লিং, কোথা থেকে বলছ?'

'আমি আজই রোমে এসে পৌঁছেছি।' তার গলা শুনে ডিয়ানা বুঝল বহু দূরের শব্দতরঙ্গ পেরিয়ে মার্ক-এর গলা এসে ঠিকরে পড়ছে তার কানের পর্দায়।

'শোন, আমি হ্যাসলার-এ উঠেছি,' মার্ক বলল। 'দরকার হলে ওখানে আমার সঙ্গে কথা বোল। তুমি ঠিক আছো ত?'

'আমি ঠিক আছি,' বলেই প্রশ্ন করল ডিয়ানা, 'তুমি হঠাৎ রোমে গেলে কেন। ওখানে কি এমন কাজ পড়ল?'

'কি বলছ? তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বলছি তুমি রোমে গেলে কেন?'

'হাতে কাজ নিয়ে এসেছি, তাই। সেই স্যালকো জাহাজী কোম্পানীর মামলার শুনানির কাজে। তবে আশা কবছি এই উইকএণ্ডে পিলার-এর কাছে থাকতে পারব।'

'ওকে আমার বুক ভরা ভালবাসা দিও।'

'কি বললে? জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না।'

'বললাম পিলারকে আমার বুকভরা ভালবাসা দিও।'

'জিম-এর সঙ্গে আমার আজই দেখা হয়েছে তেমন দরকার হলে আমি ওকে নিশ্চয়ই জানাব, তুমি এ নিয়ে একদম ভেবো না। তুমি আমার ভালবাসা নিও, মার্ক।'

'কি বললে?' মার্ক প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে দূর যোগাযোগ ছিন্ন হল।

উঠে বসে আলো জ্বালাল ডিয়ানা, রোমে হ্যাসলার হোটেল রিসর্টস-এর নম্বর খুঁজে বের করে ডায়াল করল।

'দুঃখিত ম্যাডাম' হোটেলের রিসেপশনিষ্টের গলা বহুদূর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল ডিয়ানা। ' সেনর মার্ক ড্রুরাস অনেকক্ষণ আগে হোটেল থেকে বেরিয়েছেন।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তার বুকের ভেতর থেকে। আলো নিভিয়ে আগের মত বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল ডিয়ানা। ঘুমিয়ে পড়ার আগে বেন থম্পসনের মুখখানা বারবার তার মনে পড়তে লাগল।

॥ ছয় ॥

রোদ ঝলমলে সকাল। রোম-এর ভিয়া ভিনিটোর ফুটপাত ধরে ব্রিফকেস হাতে ঝুলিয়ে হেঁটে চলেছে মার্ক। অহংকারি ভঙ্গিতে পা ফেলার ফাঁকে ফাঁকে পাশ কাটানো রূপসী সদ্যযুবতীদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে চোরাচাউনি। রঙিন টি-সার্ট আর খাটো আঁটোসাটো স্কার্ট পরে ঐসব রূপসীদের মধ্যে গা মিশিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু শহুরে গণিকাও অনভ্যস্ত চোখে শুধু ওপর থেকে দেখে যাদের সনাক্ত করা সম্ভব নয়। দিনদুপুরে তাদের অনেকেই চোখের ইশারায় খদ্দের ধরছে, দরাদরি করতে ঢুকে

পড়ছে কাছের রেস্তোরাঁয়। দরে পোষালে খদ্দেরকে নিয়ে সোজা পৌঁছে যাচ্ছে নিজের আস্তানায়।

ডিয়ানার নাম যতবার মনে পড়ছে ততবারই ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে মার্ক। শাঁতালের সঙ্গে গতকাল রাত কাটিয়েছে সে, তার নরম তুলতুলে শরীরের সঙ্গে লেপটে থাকতে থাকতে একসময় নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মার্ক, আচমকা কেন কে জানে ঘুমের ঘোর কেটে যেতে ডিয়ানার ফুটফুটে মুখখানা কল্পনায় দেখতে পেয়েছিল সে। কৌতূহলের বশেই অতরাতে শাঁতালের শোবারঘর থেকে টেলিফোনে ডিয়ানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, আবেগের তাড়নায় বা কর্তব্যের তাগিদে নয়। কাল রাতে কথা বলার সময় একেকবার ডিয়ানার কথা শুনতে পাচ্ছিল না মার্ক, দূর থেকে ভেসে আসা তার কথার কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না। বাড়িতে একসঙ্গে থাকার সময়েও এমনই অভিজ্ঞতা আগে তার হয়েছে, ডিয়ানার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়েও পড়তে পারেনি তার চাউনির নীরব ভাষা, অথচ এক নিদারুণ ব্যথাবেদনা যে তার দু'চোখের চাউনিতে মিশে আছে, গলার আওয়াজে জড়িয়ে আছে এক অসহায় একাকিত্ব, পুরোপুরি বুঝে উঠতে না পারলেও তার আভাস সে পেয়েছে। আরও মুশকিল হয়েছে সানফ্রানসিসকোতে থাকার সময় এসব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায় না সে, ওখানে এসব তার একরকম গা সওয়া হয়ে গেছে কিন্তু ফ্রান্সে বা রোমে যখন পেশাগত ভাবনার সংকটের মধ্যে তার দিন কাটছে তখন ওসব দুঁদে ব্যাপার সে মনে ঠাঁই দিতে রাজি নয়। না, ডিয়ানা, মনে মনে বলে উঠল মার্ক, প্রচণ্ড কাজের চাপ থেকে রেহাই পেতে এই যে রোমে পালিয়ে এসে শাঁতালের ঘরে তার সঙ্গে নির্জন দুপুরটুকু কাটাব বলে এসেছি, তোমার নাম মনে করে তোমার কথা ভেবে এ সময়টুকু আমি কোনমতেই নষ্ট করব না। ভিওর-এর আস্তানায় থাকার সময় দু'বেলা অনেক খদ্দের আসত শাঁতালের কাছে, কিন্তু প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে মার্ক তাকে একরকম কিনে রেখেছে, আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট-এ তার থাকার ব্যবস্থা করেছে, কিনে দিয়েছে দামি পোষাক, আর হিরে জহরত বসানো অজস্র গয়না। তাই শাঁতাল এখন শুধু মার্ক-এর একারই রক্ষিতার জীবন কাটাচ্ছে।

শাঁতালের ভাবনায় বিভোর মার্ক দ্রুত পা চালিয়ে পৌঁছে গেল তার অ্যাপার্টমেন্টে। লিফ্টে চেপে ওপরে উঠে সামনের দরজার কলিংবেল-এর বোতামে চাপ দিল।

এক থেকে দশ গুণতে যতটুকু লাগে তার চেয়েও কম সময়ে খুলে গেল দরজার পাল্লা। ভর দুপুরবেলা তাকে দেখে অবাক হলেও চোখেমুখে সে-ভাব শাঁতাল ফুটিয়ে তুলল না। বাইরের কোনও খদ্দের ঘরে ঢুকিয়েছে কিনা তা দেখতেই মার্ক এই অসময়ে এসে হাজির হয়েছে মনে মনে এটাই ধরে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

'কি হল,' ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজাল মার্ক, শাঁতালের মাথা থেকে পা খুঁটিয়ে দেখে গলা চড়াল, 'পান্নার কুচি বসানো ব্রেসলেটের জন্য গেল ক'দিন ত কান ঝালাপালা

করেছিলে! কাল সকালেই ত ওটা কেনার টাকা দিলাম তোমায়। তারপরেও হাত খালি দেখছি কেন? কেমন ব্রেসলেট কিনেছো দেখি এবার।'

'দুঃখিত মার্ক,' অল্প হাসল শাঁতাল, 'ব্রেসলেট কিনতে আবার ভুলে গেছি।'

'তার মানে?' শাঁতালের জবাব শুনে চটে গেল মার্ক, রেগে বলল, 'মক্কেলের দেয়া ফি-এর পুরোটাই তুলে দিলাম তোমার হাতে আর জিনিসটা কিনতেই বেমালুম ভুলে গেলে? নিশ্চয়ই আর কোনওভাবে টাকাটা নষ্ট করেছো, তাই না? বলো, কি ভাবে খরচ করেছো, তোমায় বলতেই হবে!'

'প্যারি আর রোম-এর বড় বড় কাপ্তানরা লাখ লাখ টাকা পায়ের কাছে রেখেও একদিন যার মন পায়নি তার কাছে ঐ সামান্য কয়েক হাজার ফ্রাঁর-খরচের হিসেব চাইতে এসেছো মার্ক এডুয়ার্ড? ছিঃ, এই তোমার ভালবাসা? এরই জন্য সাতসকালে ছুটে এসেছো আমার কাছে?' আগুনহানা চাউনি ছুঁড়ে জবাব দিল শাঁতাল। ভর দুপুরে পোষা রক্ষিতার মুখে সেই চাঁচাছোলা জবাব শুনে থমকে গেল মার্ক, কয়েক মুহূর্ত কি বলবে ভেবে পেল না।

'কি হল, উকিল সাহেবের মুখে কথা নেই কেন,' হাসতে হাসতে একটা খুদে প্যাকেট বের করল শাঁতাল, 'সওয়াল করার ফাঁকফোঁকর এরই মাঝে সব ভুলে বসে আছো? এই দ্যাখো, তোমার টাকা খরচ করে কি সুন্দর একখানা জিনিস তোমায় উপহার দেব বলে কিনেছি?' বলতে বলতে প্যাকেট খুলে একখানা দামি হাতঘড়ি গুঁজে দিল সে মার্ক-এর হাতে। 'এটা যেমন তেমন হাতঘড়ি নয়,' শাঁতাল বলল, 'মার্কিন নৌবাহিনীর ডুবুরিদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করেছে কার্তিয়ার-এর ফরাসি কারিগরেরা। প্ল্যাটিনাম ডায়ালের ভেতরে খুদে আটচল্লিশখানা হিরে আছে। এটা হাতে বেঁধে পুরো বাহাত্তর ঘণ্টা জলের নিচে কাটালেও একফোঁটা জল ভেতরে ঢুকবে না। দ্যাখো এটা তোমার পছন্দ হয় কিনা।'

সৌখিন সেই উপহারের দিকে চোখ পড়তে মার্ক-এর সব রাগ নিমেষে কর্পূরের মত উবে গেল। শাঁতালের ছোটখাটো কচি শরীরটা অনায়াসে পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল তার কপালে, গালে, আর চিবুকে। দু'হাত ছড়িয়ে বাধা দিতে গিয়েও পারল না শাঁতাল। মার্ক তাকে জাপটে ধরে নিয়ে এল শোবার ঘরে, বিছানায় তাকে শুইয়ে দিয়ে নিজের পোষাক খুলে ফেলল। মার্কের দশা দেখে হাসতে হাসতে শাঁতালের পেটে খিল ধরার জোগাড়।

শাঁতাল মারতাঁ, মার্ক-এর মত জাতে সেও ফরাসি। শাঁতালের বয়স এখন উনত্রিশ, সে খোঁজ রাখে মার্ক পাঁচবছর আগে যেদিন তার প্রেমে পড়েছিল সেদিন সে ছিল চব্বিশ বছরের পূর্ণযুবতী। এক তিক্ত অভিজ্ঞতার ভেতর শাঁতালের সংস্পর্শে এসেছিল মার্ক। বিয়ের পরে গরমের ছুটিটা প্যারিতে শাশুড়ির কাছে কাটাতে সেই প্রথম রাজি হয়নি ডিয়ানা। তারপরে আর একবারও মার্ক তাকে নিয়ে যেতে পারেনি সেখানে।

শুধু শাশুড়ি নয়, মার্কের কাকা কাকিমা সমেত আত্মীয়স্বজনেরা কেউ তাকে পছন্দ করে না এটা ততদিনে বুঝতে পেরেছিল ডিয়ানা, এবং এও বুঝেছিল পছন্দ না হবার মূলে কারণ একটিই— যেহেতু সে পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। কিন্তু এসব উপলব্ধির কথা মার্ককে সে মুখ ফুটে বলতে পারেনি, জানত মার্ক তার কথা বিশ্বাস করবে না। মার্ক, তার মা সমেত শ্বশুরবাড়ির সবার ওপর তখন থেকে এক অদ্ভুত ঘৃণা জন্ম নিয়েছে তার মনের গহনে, মার্ক-এর মুখে তাদের নাম শুনলেই প্রচণ্ড ঘেন্নায় তার তলপেট মুচড়ে বমি উঠে আসতে চায়। অনেকটাই সেই বমনেচ্ছা চেপে রাখে ডিয়ানা। অনেক সাধাসাধি করেও ডিয়ানাকে রাজি করাতে পারেনি মার্ক। শুধু ছবি এঁকে গোটা গরমের ছুটিটা কাটিয়ে দেবে বারবার এই জবাব শুনতে শুনতে রেগে উঠেছিল সে। শেষকালে শুধু মেয়ে পিলারকে নিয়েই প্লেনে চেপে পাড়ি দিয়েছিল প্যারিতে।

'বৌ আমার কাছে এসে ক'দিন কাটিয়ে যেতে না হয় রাজি হয়নি।' মার্ক-এর মা বলেছিলেন "তাই বলে ওকে এভাবে একা ওখানে রেখে চলে এসে তুমিও ঠিক করোনি। ভুলে যেয়োনা ডিয়ানা জাতে আমেরিকান। দুনিয়ায় এমন কোনও বদমায়েশি নেই যা ওরা করতে পারে না। দ্যাখো গে তুমি হয়ত এতদিনে ওর কাছে পুরোনো একঘেয়ে হয়ে উঠেছো। তাই নতুন স্বামী খুঁজে বের করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তেমনই কারও সঙ্গে গতরের সুখ করবে বলেই ও মাগি কায়দা করে তোমায় বাড়ি থেকে সরিয়ে দিল কিনা তাই বা কে জানে!"

মায়ের মুখের সেই কথাগুলো সন্দেহের বীজ বুনেছিল মার্ক-এর মনে। অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে ধরে নিয়ে তার ওপরে রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। সেই অন্যায় সন্দেহ আর রাগের বশেই একদিন গণিকা শাঁতালকে আর সব খদ্দেরের কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে এনেছিল সে। প্রচুর টাকা আর গয়নাগাঁটির বিনিময়ে বাঁধা রক্ষিতা করেছিল। ডিয়ানার ওপর শোধ তুলতে সেবার শাঁতালকে নিয়ে সে গোটা ইউরোপ ঘুরে বেরিয়েছিল। বড় বড় হোটেলে তার পরিচয় দিয়েছিল নিজের স্ত্রী বলে। গোড়ায় গোটা ব্যাপারটাকে মার্ক-এর ছেলেমানুষি বলেই নিয়েছিল শাঁতাল, সেটা আঁচ করে আরও কয়েক ধাপ এগিয়েছিল মার্ক, তার ইচ্ছেমত চললে, তার বাধ্য আর একান্ত অনুগত হয়ে থাকলে যে রক্ষিতা থেকে একদিন সে সত্যিই মাদাম ডুরাস হিসেবে তার দ্বিতীয় পত্নীর জায়গা নেবে এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল শাঁতালের মনে। আভেন্যু ফল-এর অভিজাত পরিবেশে তার এক মক্কেলের এক জমিদারি বাংলো ছিল। টেলিফোনে মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে কয়েক হপ্তা সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিল মার্ক। শাঁতালকে নিয়ে উঠেছিল সেখানে। বনেদী জমিদারি বাংলোয় ক'হপ্তা চরম বিলাসবাহুল্যের মধ্যে কাটিয়ে শাঁতাল এমন অভিভূত হল যে সে ধরেই নিল মার্ক-এর মন যুগিয়ে চললে সে সত্যিই একদিন তাকে বিয়ে করবে। মার্ককে সে

কথা প্রায়ই মনে করিয়ে দেয় শাঁতাল। মার্ক শুনে বুঝতে পারছে ওষুধ ধরেছে। তাই আরও গালভরা প্রতিশ্রুতি একের পর এক সে শাঁতালকে দিয়ে চলেছে সেই থেকে। শাঁতাল-এর মত এক রূপসীকে যে সে রক্ষিতা হিসেবে পুষছে তা কেউ জানতে পারেনি শুধু একজন ছাড়া। সে হল জিম সালিভান। তারই পার্টনার। গরমের ছুটি কাটিয়ে সেবার দেশে ফেরার ক'দিন বাদেই একদিন লাঞ্চের সময় বাইরে থেকে খাবার কিনে আনিয়েছিল জিম। ভাগাভাগি করে খেতে খেতে বসে বলল, তারপর মঁশিয়ে..ডুরাস, দু'নম্বর বিবিকে নিয়ে গরমের ছুটিটা ভালই ত কাটালে মনে হচ্ছে, কিন্তু কাজটা কি খুব ভাল করলে?"

"দু'নম্বর বিবি, তার মানে?" আচমকা ধাক্কা খেলেও নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়েছিল মার্ক, সুস্থ স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, "তুমি কার কথা বলছ, জিম?"

"থাক, আমার কাছে আর ন্যাকা সাজতে হবে না।" হাসতে হাসতে জিম বলেছিল, 'আরে বাবা, আভেন্যু ফল-এ যে জমিদারি বাংলোয় উঠেছিলে বেনামে তার মালিক যে আমি নিজে তা ত তোমার জানা নেই। আমাদের যে মক্কেলকে ওর মালিক বলে এতদিন জেনে এসেছো সে আসলে ঐ বাংলোর মাইনে করা কেয়ারটেকার! ইনকাম ট্যাক্স-এর বোঝা বাড়বে বলেই ঐ সম্পত্তির কথা আমি কাউকে জানাই না। তোমার সঙ্গে পার্টনারশিপের অনেক আগেই আমার ঐ বাংলোর মালিকানা আমি পেয়ে গেছি।"

হাঁ করে পার্টনার-এর মুখের দিকে তাকিয়েছিল মার্ক, জিম হালকা গলায় বলেছিল, "তাই ওখানে কে কখন কাকে নিয়ে থাকতে এল সে খবর সহজেই পৌঁছে যায় আমার কানে। তুমি যাই মনে করো না কেন এটা সবাই জানে যে তোমরা ফরাসিরা হলে দুনিয়ার সেরা মাগিবাজ। এদিক থেকে তোমাদের সঙ্গে টেক্কা দেবার ক্ষমতা আর কোনও জাতের নেই। কিন্তু কেয়ারটেকার-এর মুখ থেকে যেটুকু শুনলাম তাতে ত মনে হল নিছক মাগিবাজি নয়। তুমি যাকে নিয়ে ঐ বাংলোয় উঠেছিলে সে তোমার রক্ষিতা যদিও তুমি তাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছো। কথাগুলো তোমায় বলছি এই কারণে যেহেতু আমি নিজে তোমার চেয়ে কম মাগিবাজ নই। দু'দিন পরে পরে আমি মাগি পাল্টাই আর তা তোমার অজানা নয়। যেমন জানে আমায় বিয়ে করা বৌ নিজেও। কিন্তু ডিয়ানা, তোমার বৌ সে বড্ড ভালো মেয়ে। মার্ক, নিপাট ঘরোয়া সংসারী মেয়ে বলতে যাদের বোঝায় ও হল সেই জাতের। মেয়েরা কিন্তু তাদের মরদের গায়ে অন্য মেয়ের গায়ের গন্ধ সহজেই পায় তা জানো ত?"

এইটুকু বলেই থেমে গিয়েছিল জিম, পার্টনার-এর চোখমুখ দেখে আঁচ করেছিল এসব কথা তার মোটেও বরদাস্ত হচ্ছে না।

"ঘড়িটা চটপট হাতে বেঁধে নাও, মার্ক।" খুশিভরা গলায় বলল শাঁতাল। 'হাতে

ত বাঁধবই' মার্ক বলল, 'তারপর?'

'তারপরে চলো প্লেনে চেপে প্যারিতে গিয়ে হাজির হই। তোমার পৈতৃক বাড়ির সামনেই ত সমুদ্র, চলো সেখানে গিয়ে সাঁতরে জলের ভেতর হুটোপুটি করে আজকের দিনটা কাটিয়ে দিই।'

'ইচ্ছে হয়েছে যখন তখন যাব নিশ্চয়ই,' মার্ক হুঁশিয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কিন্তু আমার বাড়ির সামনে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে ভাল লাগবে না। মনও ভরবে না, তাছাড়া ওখানে অনেক বড় বড় পাথর ফেলা হয়েছে। তোমায় নিয়ে আমি যাব পৃথিবীর সেরা সমুদ্র ভূমধ্যসাগরে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো। জাহাজী কোম্পানীর কেসটার ফয়সলা হোক, তখন ফাঁক তালে বেশ কিছু বাড়তি টাকাও হাতে আসবে। টাকা ত জমাতে পারব না, জমাতে গেলে ট্যাক্স দিতে হবে। কাজেই ওড়ানো ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

•

ঐ টাকায় চুটিয়ে ফুর্তি করব দু'জনে, খালি দেশ দেখে বেড়াব।, পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, কোনও দিক বাকি রাখব না।'

'আমার হাতে কিছু টাকা দেবে না?' বাঁকা চাউনি ছুঁড়ে দিল শাঁতাল, 'তুমি কাছে না থাকলে যখন খরচ করার সাধ হবে তখন ঐ টাকা ওড়াব।'

'তুমি যখন চাইছো তখন না দিয়ে পারি?' বলতে বলতে এক টান মেরে তার ব্লাউজ, ব্রা সব খুলে ফেলল মার্ক, উবু হয়ে এতক্ষণ বিছানায় বসেছিল শাঁতাল। মার্ক কি চাইছে আঁচ করে সে এবার চটপট তার ট্রাউজার্স-এর সবগুলো বোতাম খুলে ফেলল। ট্রাউজার্স খসিয়ে উদোম গায়ে বিছানায় উঠে পড়ল মার্ক, উদগ্র কামনায় দু'হাতে শাঁতালের দেহের সব আবরণ একে একে খুলে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। এরপরে অনাবৃত নগ্ন শাঁতালকে আঁকড়ে ধরে পাশ ফিরে বুকের সঙ্গে লেপ্‌টে শুয়ে পড়ল। মার্ক-এর উদোম শরীরে বনের পশুর মত কিছুক্ষণ নিজের অনাবৃত নগ্ন দেহ ঘষল শাঁতাল, প্রথমে ডানহাতের তর্জনি, তারপরে বাকি চারটে আঙ্গুল ছোঁয়াল প্রণয়ীর কপালে, গালে, গলায়, বুকে, তলপেটে। সেখান থেকে আঙ্গুলগুলো আরও নিচে নামিয়ে আনল শাঁতাল। আলতোভাবে আঙ্গুল ছোঁয়াল তার পুরুষাঙ্গে। প্রণয়িনী আসঙ্গ লিপ্সার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে আঁচ করে মার্ক মেতে উঠল শৃঙ্গারের খেলায়, আঙ্গুল চালিয়ে ঘেঁটে এলোমেলো করে দিল শাঁতালের চুল, তার দু'কানের লতিতে আর পাতলা ফিনফিনে নাকের পাটায় আঙ্গুল বোলাল।

'ভালবাসি গো সোনা', মার্ক-এর বুকের ঘন লোমের জঙ্গলে মুখ গুঁজে বলল শাঁতাল, 'শুধু তোমাকেই দেব বলে বসে আছি.....'

'তুমি নিজেও জানো সোনা,' শাঁতালের চোখে চোখ রাখল মার্ক, 'নিজের ভালবাসা কতটা উজাড় করে দিয়েছি তোমায় হয়ত তোমার চেয়ে একটু বেশি-ই দিয়ে ফেলেছি!'

বলে তীক্ষ্ণ চাউনি মেলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল সে। সঙ্গে সঙ্গে শাঁতাল চোখ নামিয়ে মুখ তুলে নিল তার বুক থেকে। শাঁতালের ওপর জোর খাটাতে বাঁহাতে তার মাথা জড়িয়ে ধরতে গেল মার্ক কিন্তু প্রণয়ী মনোভাব আঁচ করে শাঁতাল আগেই কনুইয়ে ভর করে ছিটকে সরে গেল একপাশে, তারপরে বিছানার মাঝখানে চিত হয়ে দু'চোখ বুঁজল।

শাঁতাল-এর তবে কানের কাছে মুখ নিয়ে এল মার্ক, 'কি হল, সরে এলে কেন?'

জবাব না দিয়ে মুখ বুঁজে রইল শাঁতাল। এবার মার্ক আলতো হাতে তার নাকে সুড়সুড়ি দিল।

'কি হচ্ছে কি!' আচমকা বিরক্তি ফুটল শাঁতালের গলায়, 'আমায় একটু জিরোতেও দেবে না?'

'সত্যি করে বলো ত তোমার শরীর কেমন আছে,' প্রণয়িনীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল মার্ক, 'আজ ঠিক সময়ে ইনসুলিন নিয়েছিলে?'

'নিয়েছি,' মৃদু হাসল শাঁতাল 'ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।'

'মিছে কথা বলতে তোমার জুড়ি নেই বলেই জানতে চাইছি শাঁতাল,' আলতো হাতে তাকে আদর করতে করতে বলল মার্ক, 'শোন, সন্ধের পরে আজ আবার কেনাকাটা করতে বেরোবে?'

'উস্‌স্‌', 'মার্ক-এর চোখের দিকে তাকাল শাঁতাল।'

'কেনাকাটা। তুমি! কথাটা আমিই বলব ভাবছিলাম। তুমি ঠিক আমার মনের কথাটা বলেছো, মার্ক।'

'বেশ,' বলেই কয়েক মুহূর্ত আনমনা হয়ে গেল মার্ক। রোম-এ নিয়ে আসায় শাঁতাল তাহলে খুশিই হয়েছে। আর ক'দিন বাদেই গ্রিসে মামলার কাজে রওনা হতে হবে তাকে, সেখানে এথেনসের আদালতে জাহাজী কোম্পানি সালকো-র হয়ে মাললার সওয়াল জবাব করতে হবে, মোটা টাকার ক্ষতিপূরণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে মক্কেলকে। মার্ক জানে এথেনসে শাঁতালের মন একটুও বসবেনা, তাছাড়া মামলার কাজকর্ম নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকায় তার নিজের নাওয়া খাওয়ার যেমন ঠিক থাকবেনা, তেমনই অবসরে শাঁতালের দিকেও মুখ তুলে তাকানোর মত অবসর পাবে না। আজ দুপুরটা শাঁতালকে মুঠোর ভেতর পেয়েছিল সে, তাকে ভোগ করার মানসিকতাও ছিল। তবু কেন শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠলনা তা এখনও তার মাথায় ঢুকছেনা।

'তোমার আবার কি হল?' মার্ক-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠল শাঁতাল, 'কই, কিছু না ত। কেন, কি দেখলে?'

'তোমায় হঠাৎ আনমনা দেখাচ্ছিল, তাই জানতে চাইছি, মনে হল খুব ভাবনায় পড়েছো।'

'ভাবনা নয়, শাঁতাল, মন খারাপ,' বলল মার্ক, 'কয়েকটা দিন আমায় তোমায়

ছেড়ে থাকতে হবে।'

'কেন?' মার্ক-এর কথায় ভীতি ফুটল শাঁতালের চোখে 'আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি?'

'গ্রিসে মামলার কাজে যেতে হবে তা ত আগেই বলেছি,' বলতে বলতে গলা নামাল মার্ক, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'তার আগে একটা কর্তব্য সারতে ফ্রান্সে, কেপ দ্য অ্যান্টিবসে আমার মা আছে তা তো জানো। আমায় মেয়ে পিলার গরমের ছুটিতে এসেছে ওঁর কাছে। গ্রিসে রওনা হবার আগে ওদের একবার দেখে আসতে হবে।'

'ওঃ, এই নিয়ে এত ভাবনা!' বলতে বলতে উঠে বসল শাঁতাল, গলা অল্প চড়িয়ে বলল, 'তুমি ত নিজের মা আর মেয়েকে দেখতে গিয়ে নিজের কর্তব্য সারবে। এদিকে আমি? আমায় নিয়ে তুমি কি করবে ঠিক করলে? এ সম্পর্কে কিছু ভেবেছো?'

'ও ভাবে বোলনা, সোনা,' শাঁতালের কথার ঝাঁঝে চমকে উঠল মার্ক, আহত গলায় বলল, 'তুমি জানো ওখানে আমার হাত পা বাঁধা, বাপ হিসেবে মেয়ের খোঁজ খবর নিতে আমি বাধ্য।'

'বাধ্য? হাসালে বাপু,' বড় বড় চোখে মার্ক-এর দিকে তাকাল শাঁতাল, 'তুমি তোমার মেয়েকে যতই খুকুমণি সাজিয়ে রাখতে চাও না কেন, আসলে সে যথেষ্ট বড় হয়েছে। আমি যে তোমার পোষা রক্ষিতা সেই সত্যটুকু জেনে হজম করার মত যথেস্ট বয়েস বুঝলে? এ ব্যাপারে কি তোমার এখনও সন্দেহ আছে? নাকি তোমার বাড়ির লোকেদের সামনে হাজির করার উপযুক্ত আমি নই এটাই তোমার ধারণা? মনে রেখো শুধু তোমার টাকাতেই আমি খেয়ে পরে বেঁচে নেই মার্ক, প্যারিতে বসে মেয়ে জোগান দেবার একটা কারবার আমি একা চালাই আর সে কারবার থেকে আমার যা আয় হয় তা খুব কম নয়।'

'এসব অবান্তর কথা শুধু শুধু বলছ কেন?' শাঁতাল-এর কথায় ভেতরে ভেতরে চটে গেল মার্ক, 'আমার মেয়েকে নিয়ে খানিক আগে যে মন্তব্য করেছো তার জবাবে জানাই তোমার আমার আসল সম্পর্ক জেনে হজম করার মত বয়স আমার মেয়ের সত্যিই এখনও হয়নি কাজেই তার সামনে তোমায় আমি কখনোই নিয়ে যেতে পারব না।'

'আর তোমার মা?'

'সে প্রশ্নই ওঠে না।'

'বাঃ চমৎকার!' সিগারেট ধরিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল শাঁতাল, উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে আচমকা বলল, 'আমাকে এখানে একা রেখে তুমি দিব্যি প্যারিতে গিয়ে মা মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাবে, তাই না, মার্ক এডুয়ার্ড? এই বিশ্রি বাজে জায়গায় আমার সময় কাটবে কি করে বলতে পারো?'

'শাঁতাল!' গলা অল্প চড়াল মার্ক, 'এবার কিন্তু আমি সত্যিই রেগে যাচ্ছি। এসব কি শুরু করলে আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনা। বছরে একবার গরমের সময় তোমার কাছে আসি, মাঝে কয়েকটা দিন যাই প্যাবিতে আমার মাকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে। সেই সময়টা ত প্রত্যেক বছরই তুমি আমায় ছাড়া একা কাটাও। তাহলে? হঠাৎ কি এমন হল যে আজ এইভাবে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছো? কি চাও তুমি বলবে?'

'কেন ঝগড়া করছি জানতে চাও?' আচমকা চাপা ক্ষোভে জ্বলে উঠল শাঁতালের দু'চোখ, 'কারণ যত দিন যাচ্ছে আমার বয়স তত বাড়ছে, এই সেদিন আমার বয়স ত্রিশ পূর্ণ হল। গত পাঁচ বছর ধরে একই খেলা তুমি খেলছ আমায় নিয়ে। যখন যেখানে আমায় নিয়ে যাচ্ছো সেখানে নিজের বৌ বলে দিব্যি আমার পরিচয় দিচ্ছ, এমনকি হোটেলের খাতায় পর্যন্ত আমায় দিয়ে মাদাম ড়ুরাস বলে সই করাচ্ছ! কিন্তু এটা যে নিছকই তোমার ওপর ওপর চালাকি, আমার সঙ্গে প্রতারণা করার একটা ছল, তা বোঝার মত বুদ্ধি আমার হয়েছে মার্ক। প্যারি, আ্যাণ্টির কিংবা সানফ্রান্সিসকো, এসব জায়গায় তোমার সঙ্গে গেলে তুমি কিন্তু ভুলেও কোনও জায়গায় ঐ কাজটি করোনা, আমায় বৌ বলে চালানোর সাহস পাওনা—বরং পাছে কে কোথায় আমার মত ডব্‌কা খানকির সঙ্গে তোমার মত নামী উকিলকে দেখে ফেলবে এই ভয়ে [illegible] নিয়ে যখন তখন পালিয়ে বেড়াও, লুকিয়ে চুরিয়ে ফূর্তি লুটতে আসো আমার কাছে। পঁচিশ থেকে ত্রিশ, টানা পাঁচবছর তোমার ইচ্ছেমত এই লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমার দেহ আর মন এখন ক্লান্ত, মার্ক। রক্ষিতা হিসেবে চাহিদাটা একটু বেশি ঠেকলেও আমি নাচার। আমার সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক ভবিষ্যতে বজায় রাখতে হলে এবার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে, মার্ক এড়ুয়ার্ড। হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা!' একদমে এতগুলো কথা একসঙ্গে বলেই থমকে গেল শাঁতাল, বড় বড় চোখ মেলে মার্ক-এর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তাকিয়ে রইল তার চোখের দিকে। কিন্তু এসব কথা খোলাখুলিভাবে শুনবে বলে আশা করেনি মার্ক। শাঁতাল সত্যিই মন থেকে এসব বলছে কিনা জানার তীব্র কৌতূহল হলেও তা জিজ্ঞেস করার সাহস না পেলেও অনেক চিন্তাভাবনা করার পরেই শাঁতাল এসব কথা শোনাচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হল সে।

'তাহলে মোদ্দা কথা কি দাঁড়াচ্ছে?' শাঁতালের মনের কথা আরও খোলাখুলিভাবে শোনার জন্য মার্ক ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'আমায় দিয়ে কি করাতে চাও তুমি?'

'কি যে তা আমি নিজেই এখনও জানিনা মার্ক,' 'তিক্ত হাসি ফুটল শাঁতালের পাতলা ঠোঁটে, 'তবে আমেরিকানদের মুখ খারাপ করে বলতে শুনেছি, "হয় জলদি পেট খালি করো, নয়ত বেরিয়ে এসো বাথরুম থেকে" সেই কথাটাই আমার উত্তর হিসেবে ধরে নিতে পারো যদি মন চায়।"

'বুঝেছি কি বলতে চাইছো!' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মার্ক, 'কিন্তু যা কখনও হবার নয় তা মিছিমিছি বলে কি লাভ, শাঁতাল! মরে গেলেও অ্যান্টিবে আমার মা আর মেয়ের কাছে আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারবনা।' বলেই মার্ক-এর খেয়াল হল খানিক আগে সানফ্রান্সিসকোয় তাকে নিয়ে যাবার কথাতে শুনিয়েছে শাঁতাল। মাগির সাহস দিনে দিনে বাড়ছে নিজের মনে বলল মার্ক, যেখানে বৌ আর মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছি সেখানেও বেড়াতে যাবার স্বপ্ন দেখে। আবার ওখানে আমার বৌ সেজে ঘুরে বেড়ানোর শখও পুরোপুরি আছে!

'একটু ঝেড়ে কাশবে, শাঁতাল!' আর কোনও অস্ত্র হাতের কাছে না পেয়ে মিনতি করার গলায় বলল 'শুধু বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলেই এসব ভাবছো? আসলে ব্যাপারটা কি বলেই ফ্যালোনা বাপু!'

'আসল কথা সত্যিই শুনতে চাও?' খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একঝলক তাকাল শাঁতাল, তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বুক টান করে বলল 'অনেকদিন ত তোমার পোষা রক্ষিতা হয়ে কাটালাম, কিন্তু এবার সত্যিই পাকাপাকিভাবে সংসার বাঁধার সাধ জেগেছে মনে। তুমি ছাড়াও নাগরের অভাব যে আমার নেই তা ত জানো, মার্ক, তাদেরই একজন আমার সে সাধ মেটাতে এগিয়ে এসেছে, আমায় বিয়ে করতে চাইছে সে,' বলেই গম্ভীর হয়ে গেল শাঁতাল।

তার জবাব শুনে থরথর করে কেঁপে উঠল মার্ক, সোজাসুজি তাকানোর সাহস হারিয়ে আয়নার বুকে ফুটে ওঠা শাঁতালের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে।

*　　　*　　　*

সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ হল চোখ না মেলেই টের পেয়েছে সে। আসলে ঘুমের ঘোরটুকু এখনও চোখের পাতার মায়া কাটাতে পারছেনা। টেলিফোন বেজে উঠতেই চোখ না মেলে অভ্যস্ত হাত বাড়িয়ে সে রিসিভার তুলল।

'ডিয়ানা?' ওপাশ থেকে ভেসে আসা বেন-এর গলা চিনতে অসুবিধে হলনা।

'হুঁ-উ-স্।'

'মনে হচ্ছে এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি,' বেন-এর হাসি মাখা গলা ভেসে এল, 'অসময়ে ডেকে জাগিয়ে দিলাম নাকি?'

'তা দিয়েছো বললে ভুল বলা হবে না।'

'বাঃ, কি খাসা হিসেবি জবাব! শোন, সাতসকালে বিরক্ত করার কারণ একটিই তাহল আজ হোক কাল হোক আমার গ্যালারিতে নিজের আঁকা ছবি দেখানোর জন্য সই না করা পর্যন্ত আমায় হাত থেকে রেহাই নেই। যাক, আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে?'

'এখন?'

'এখন?' চমকে উঠে ঘুম জড়ানো চোখ মেলে সে তাকাল দেয়াল ঘড়ির দিকে। বেন-এর হাসি তখনই আছড়ে পড়ল কানের পর্দায়।

‘এমনভাবে বললেন যেন এই সাতসকালে বেলা আটটায় আমি আপনাকে লাঞ্চ খাবার জন্য চাপ দিচ্ছি,’ হাসি মাখা গলায় ওপাশ থেকে বলল বেন, ‘এই ধরুন দুপুর বারোটা কি একটা নাগাদ, সসা লিটোতে?’

‘সসালিটো! কি এমন আছে ওখানে?’

‘প্রচুর রোদ। আমাদের মানে গোল্ডেন গেট ব্রিজ-এর এপারের বাসিন্দাদের কপালে যে ওটা তেমন জোটেনা তা নিশ্চয়ই মানবেন। কেমন, আমার বক্তব্য আপনার মাথায় ঢুকেছে ত?’

‘তা ঢুকেছে বই কি,’ বলতে গিয়ে হাসি চাপতে পারলনা ডিয়ানা। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ভাবনা ভিড় করল মাথায়, এই সাতসকালে বেলা আটটায় বেন কেন ফোন করছে তাকে, তার আসল মতলবটাই বা কি? গতকাল রাতেই ত একসঙ্গে ডিনার খাওয়া হল। তার আগে এই পরশু দুপুরে দু’জনে লাঞ্চ খেল তার খুদে স্টুডিও-তে, সে রেশ কাটতে না কাটতে আবার আজ দুপুরে লাঞ্চ? বেন থম্পসন কি সত্যিই তার নতুন বন্ধু, না তার আঁকা ছবির মধ্যে সম্ভাবনার হদিশ পেয়ে সতিাই সেসব বিক্রি করতে আগ্রহী শিল্প ব্যবসায়ী, নাকি অন্য কিছু? এত ঘন ঘন তার সঙ্গে দেখা করা, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা ঠিক হবে কিনা, এইসব চিন্তা ভিড় জমাল তার মনে।

‘হ্যাঁ, ভালই হবে, বেশ জমবে।’

‘কি ভাল হবে আর জমবে?’ বেন-এর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলনা সে। ‘আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া ঠিক হবে কিনা তাই ভাবছ ত? আবার বলছি, ভালই হবে, বেশ জমবে।’

‘ওঃ বেন, সতিাই তোমায় নিয়ে পারা যায় না!’

‘তাহলে ঐ কথাই রইল, আজ দুপুরে শহরে কোথাও আমরা লাঞ্চ খাচ্ছি!’

‘উহুঁ! এগিয়ে এসে আবার পেছোনো কেন, মশাই তোমার সসালিটোর কি এমন খুঁত বেরোল? এইবেলা চুপি চুপি জানিয়ে রাখছি বেন, দিনের ঠিক এইসময় আমায় দিয়ে ইচ্ছেমত যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারো একথা কিমও জানেনা, শুধু তোমাকেই বললাম। জানো ত, এখনও আমার পেটে কফি পড়েনি!’

‘জেনে খুশি হলাম। তাহলে আসছে কাল সকালে কফি পেটে পড়ার আগেই আমার গ্যালারি-তে সইসাবুদ করছ ত?’

‘তুমি ভারি অদ্ভুত লোক দেখছি! ঝুলতে হলে তোমাকে ধরেই ঝুলে পড়ব তাকি অ্যাদ্দিনেও আঁচ করতে পারোনি,’ বলতে বলতে হেসে উঠল ডিয়ানা। যাক, আজ হাসির মধ্যে তার দিন শুরু হয়েছে। বহুদিন হল ঘম ভেঙ্গে এমনই হাসতে পারেনি সে।

‘লাঞ্চের আগে আমায় ধরে মোটেও ঝুলে পড়তে যেয়োনা যেন!’ বেন-এর

হাসিমাখা গলা স্পষ্ট ভেসে এল, 'তাহলে বারোটা নাগাদ এসে তোমায় তুলে নিচ্ছি, কেমন? শোন, জিন্‌স-এর জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স পরে তৈরী হয়ে থেকো।'

'ঠিক আছে মশাই, দুপুরে দেখা হবে।'

ঠিক দুপুর বারোটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হল বেন। গাড়িতে ওঠার পরে ডিয়ানার চোখে পড়ল পেছনের সিটে লাল তোয়ালে ঢাকা বড় বেতের ঝুড়িতে প্রচুর শুকনো খাবার আর মরশুমি ফল রাখা। ঝুড়ির ভেতর থেকে দামি রেড ওয়াইনের বোতলও উঁকি মারছে। তাহলে সসালিটো নয়, তাকে নিয়ে কোনও খোলা জায়গায় পিকনিক করবে বলে খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছে বেন। বেল এঞ্জিন চালু করতে ভুরু কোঁচকাল ডিয়ানা, তার মনে হল কাজের মেয়ে মার্গারেট হয়ত বেন-এর সঙ্গে তাকে গাড়িতে উঠতে দেখে ফেলেছে।

'একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে,' গোল্ডেন গেট ব্রিজ পেরিয়ে এসে বলল বেন, 'তোমার স্বামি ফরাসি একথা তোমার মুখ থেকেই শুনেছি। তাহলে ফ্রান্স ছেড়ে তোমরা এখানে পড়ে আছো কেন? যতদূর জানি, ফরাসিরা বড্ড ঘরমুখো, বিশেষ দরকার না হলে বাড়ির বাইরে থাকা তাদের পছন্দ নয়।'

'আমার স্বামি পেশায় আইনজীবী, বেন' 'ডিয়ানা বলল, 'এখানে থাকলেও পেশার তাগিদে বেশির ভাগ সময় ওকে ঘোরাঘুরি করতে হয়।'

'তাহলে ত তুমি সত্যিই একা, নিঃসঙ্গ।'

'এই নিঃসঙ্গতার সঙ্গে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'একা একা সময় কাটাও কি করে?'

'বাঃ, আমার স্টুডিওটা আছে কি করতে? ছবি আঁকতে আঁকতেই কোথা দিয়ে আমার নিঃসঙ্গ সময় কেটে যায় তা নিজেই টের পাই না।'

'আচ্ছা, সত্যি করে বলো ত সেদিন কারমেল-এ গিয়ে হাজির হয়েছিলেন কেন?'

'কিম-এর জন্য, ও-ই একরকম টেনে হিঁচড়ে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে পৌছে দেখলাম এসে সত্যিই ভাল হয়েছে, মনের একটা দুয়ার বন্ধ হয়েছিল, ওখানে যাবার পরে অনুভব করলাম সেটা খুলে গেল। আগে কত যে উইকএণ্ড ওখানে কাটিয়েছি তা এখন মনে করতে পারবনা।' এটুকু বলেই প্রসঙ্গে ইতি টানল ডিয়ানা, এরপরে অনিবার্যভাবে মার্কএর কথা উঠবে সে জানে, তাই আগেভাগেই সে সম্ভাবনা সে নিজে রুখে দিল।

খানিকবাদে উপকূলের কাছে এক পরিত্যক্ত ফৌজি ব্যারাকের কাছে এসে ব্রেক চাপল বেন। জলের খুব কাছাকাছি তোয়ালে পেতে তার ওপর খাবারের ঝুড়ি সামনে রেখে মুখোমুখি বসল দু'জনে। মানুষজন কিছুই নেই ধারে কাছে। এমনকি কুকুর বা পাখিও নয়। এতবড় বাঁধানো সড়কে একটি গাড়িও চলতে না দেখে অবাক হল দু'জনে। এই গা ছমছমে নীরবতা বিস্ময়কর হলেও উপভোগ করার মত।

‘এখানে আগে এসেছো?’ স্যাণ্ডউইচ মুখে পুরে ডিয়ানা জানতে চাইল।

‘আগে এসেছি, মানে?’ উদাসগলায় বলল বেন ‘যখন মন চায় তখনই চলে আসি, তবে এ জায়গার কথা আমি পারতপক্ষে আর কাউকে বলিনা।’

‘কারমেল-এর সাগরবেলায় সে রাতের পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে ভাবিনি।’

‘পরদিন তুমি কিম-এর সঙ্গে যে আমার বাড়িতে এসে হাজির হবে তা আমিও ভাবিনি। তোমার সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় হয়েছে একথা তোমার বান্ধবীর সামনে বলা উচিত হবে কিনা তখনও ঠিক করতে পারিনি।’

‘কেন ঠিক করতে পারোনি বলবে?’

‘কারণ ততক্ষণে তোমার বাঁ হাতের অনামিকায় পরানো বিয়ের আংটিটা, আমার চোখে পড়ে গেছে যে’, মুখ টিপে হাসল বেন, ‘আগে পরিচয় হয়েছে বললে পাছে তুমি অস্বস্তি বোধ করো এই ভেবেই চুপ করেছিলাম। একথা জানাজানি হলে তুমি অস্বস্তিতে পড়বে না ত?’

‘অস্বস্তিতে পড়ব কেন তাই ত বুঝতে পারছিনা’ জোর গলায় জবাব দিল ডিয়ানা।

‘কিন্তু তোমার স্বামি...,’ বেন বলল, ‘তিনিও কি কিছু না বলে চুপ করে থাকবেন?’

বেন খুব নরমগলায় বিণীত ভাবে বললেও কথাগুলোর মধ্যে খোঁচা ছিল তা মর্মে মর্মে অনুভব করল সে। ডিয়ানার মনে হল বলে, স্বামী কি ভাবল, চাই না ভাবল তাতে ওর কিছু যায় আসে না। কিন্তু সত্যিই সে কথা চেষ্টা করেও বলতে পারল না। সে বলল, ‘জানিনা, কারণ এখনও পর্যন্ত এমন প্রশ্ন ওঠেনি। তাছাড়া বাড়ির বাইরে অন্য লোকের সঙ্গে যখন তখন লাঞ্চ খাওয়া আমার বড় একটা হয়ে ওঠে না।’

‘কেন হয়ে ওঠে না কেন?’ নাছোড়বান্দার মত জানতে চাইল বেন।

‘কারণ আমি ছবি আঁকি তা আমার স্বামি পছন্দ করেন না, ‘চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেন-এর চোখে চোখ রাখল ডি য়ানা। ওর মতে সময় কাটানোর পক্ষে ছবি আঁকা খুব ভাল নেশা। কিন্তু ঐ নেশা নিয়ে যারা মেতে ওঠে তাদের বেশির ভাগটাই মহামূর্খ আর হিপিদের মত ভবঘুরে।’

‘সবার বেলায় না হলেও গঁগ্যাঁ, ভ্যান গগ আর ম্যানেটের বেলায় একলা এক শোবার খাটে,’ বলল বেন, খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমার স্বামির এই জাতীয় মন্তব্য যে কোন শিল্পির কাছে বেদনা দায়ক ও অপমানকর। বলো। এসব কথা শুনে কষ্ট পাওনা তুমি? নিজের সত্তাকে অস্বীকার করতে কেউ বাধ্য করছে এমনই অনুভূতি হয়নি একটিবারের জন্য?’

‘কে কি বলল না বলল তা নিয়ে মাথা ঘামানো বহুদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি, বেন, ‘বিষন্নতা ফুটে উঠল ডি য়ানার ঠোঁটে, ‘ভেবে দেখলুম এ নিয়ে মিছিমিছি মাথা

ঘামিয়ে সময় নষ্ট না করে সেই সময়টা ছবি আঁকার পেছনে ব্যয় করলে নিজের উপকার হয়।' বেন কোনও মন্তব্য না করে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে।

'তবে অশান্তিকর পরিস্থিতিতে এমনই সব মন্তব্য দারুণ প্রভাব ফেলে মনে,' খানিকটা আনমনা ভাবে বলল ডিয়ানা, 'ছবি এঁকে তখনকার মত নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাইলেও কথাগুলো পাথরের মত ভারি হয়ে বসে থাকত মনের আনাচে কানাচে। পরে ভেবে এটাই উপলব্ধি করেছি যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মানসিকতার আদান প্রদানের মানেই হল বিবাহ যার ফলে তারা একে অপরের কাছে স্বামী স্ত্রী হয়ে ওঠে। আর এই সম্পর্ককে স্থায়ী করতে তাদের দু'জনেকেই একধরনের আপোস রফায় আসতে হয়, স্বার্থত্যাগ করতে হয় দু'জনকেই, তবেই সে সম্পর্ক শান্তির হয়ে ওঠে যা ভালবাসার আরেক চেহারা।'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক,' বিষন্ন গলায় বলল বেন, 'এই পারস্পরিক আপোস-রফা আর স্বার্থত্যাগের ব্যাপারটাই বিয়ের পরেও আমি উপলব্ধি করিনি। যখন করলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'কেন,' সহানুভূতির সুরে বলল ডিয়ানা, 'তুমি কি স্ত্রীর কাছে অনেক কিছু, মানে অস্বাভাবিক কিছু দাবি করেছিলে?'

'হয়ত তাই,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন, 'অনেকদিন আগের কথা তাই পুরোপুরি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছিনা। তবে এটুকু মনে আছে আমি তাকে তার মত করেই চেয়েছিলাম।' বলতে বলতে বেন-এর গলা ধরে এল।

'সেটা কেমন খুলেই বলোনা......'

'আলাদা কিছু নয়,' তেরছা হাসল বেন, 'সৎ বিশ্বাসী, আনন্দময়ী, আমাতে গদ্‌গদ্ মন প্রাণ, এইসব সনাতন স্বামীত্বের দাবি।' বেন এর কথা শুনে হাসি চাপতে পারল না ডিয়ানা, ততক্ষণে ঝুড়ির অনেকটা সাবাড় করে ফেলেছে সে।

'পেট ভরেছে?' ভুরু নাচিয়ে বলল বেন।

'তোমার চোখের সামনেই খেলাম গপ গপ করে,' হাসল ডিয়ানা, 'তারপরেও জানতে চাইছো?'

'ভালো বলেছো,' বেন-এর বিষন্নভাব অনেকটা হালকা হয়েছে এতক্ষণে, 'গপগপ করে যেসব মেয়েরা খায় তাদের আমার ভারি ভাল লাগে।'

'তাই?' বেন-এর কথার হাসি চাপতে পারলান ডিয়ানা, 'খাওয়া ছাড়া মেয়েদের আর কি কি করতে দেখলে তোমার ভাল লাগে বলবে?'

'দাঁড়াও, মনে করে দেখি,' আঙ্গুলের কর গুনতে শুরু করল বেন, 'যেসব মেয়ে নাচে বা নাচ শেখে তাদের আমার ভাল লাগে....ভাল লাগে সেই সব মেয়েদের যারা জীবন সংগ্রামের অবতীর্ণ হয়ে দু'বেলা গায়ের ঘাম ঝরিয়ে টাইপ করে.....ভালবাসি সেসব মেয়েদের যারা পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সেইসব মেয়েদেরও যারা লেখে

নয়ত ছবি আঁকে.......আর ভালবাসি কটা সবুজ চোখের যুবতীদের।' বলেই হেসে মাংস আর ফ্রেঞ্চ ব্রেড তার দিকে এগিয়ে দিল বেন।

বিকেল হতে এখনও অনেক দেরি। ভর দুপুরের সূর্য ঠিক চাঁদির ওপরে, জলের দিক থেকে আসা মৃদুমন্দ হাওয়া আলতো করে ছুঁয়ে যাচ্ছে বালুকাবেলা, দুএকটা পাখি গাছের খোঁজে উড়ে বেড়াচ্ছে জলের কাছাকাছি। বেন আর ডিয়ানার পেছনে দাঁড়ানো বাড়িগুলোর একটিতেও মানুষজন চোখে পড়ে না, আচমকা দেখলে মনে হয় বাড়িগুলোর চোখের কোটর শূন্য, সেখানে দৃষ্টি নেই। ঘুরে দাঁড়িয়ে ইসারায় বাড়িগুলোকে দেখিয়ে ডিয়ানা বলল, 'জানো, মাঝে মাঝে মনে হয় রং তুলি দিয়ে যদি এই চেহারায় কতগুলো বাড়ি আঁকতে পারতাম।'

'আঁকলেই পারো, কম সে কম চেষ্টা ত করতে পারো।'

'তাহলে ত ওয়াইথ-এর মত আঁকিয়ে হতে হয়।' হাসল ডিয়ানা, 'জানি সে ক্ষমতা আমার নেই। আমরা সবাই যে যার জন্য নির্দিষ্ট কাজ করে চলেছি যার একটি অন্যটির থেকে আলাদা। 'বেন কিছু না বলে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডিয়ানা বলল, 'বেন, তুমি নিজে ছবি আঁকো?'

'তোমাদের মত না হলেও আঁকার চেষ্টা একসময় সত্যিই করেছিলাম', আক্ষেপের সুরে বলল বেন, 'শেষকালে দেখলাম আমার কাজ শিল্পকীর্তি বেচাকেনা, শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারটা আমার হাতে উতরোবে না।' বলে স্বপ্নালু চোখে জলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে, সাগরের বাতাস তার পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল ঘেঁটে এলোমেলো করে দিল।

'তবু আমি নিরাশ হইনি', জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদাস গলায় বলল বেন, 'জীবনে একবারই একটা মাস্টারপিস গড়েছিলাম।'

'সেটা কি?'

'এক বন্ধুর সঙ্গে হাত লাগিয়ে মনের মত ছোটখাটো সুন্দর একখানা বাড়ি তৈরি করেছিলাম।'

'বাঃ! এতো চমৎকার!' কৌতূহলী ডিয়ানা জানতে চাইল, ' কোথায় তৈরি করেছিলে?'

'নিউ ইংল্যাণ্ডে,' বলল বেন, 'আমি তখন নিউইয়র্কে থাকতাম। আমার প্রথম স্ত্রীকে অবাক করা উপহার দেব ভেবে ঐ বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলাম।'

'তারপরে, সে উপহার প্রথম স্ত্রীর মনে ধরেছিল?'

'নাঃ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাড় নাড়ল বেন, নোনা জলের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, 'গ্রহণ করা দূরে থাক দু'চোখ মেলে সে উপহার দেখার সৌভাগ্য ওর হয়নি। বাড়ি তৈরির কাজ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ওকে নিয়ে গিয়ে দেখাব ঠিক করে রেখেছি, ঠিক তার তিন দিন আগেও আমায় ভুল বুঝে ঝগড়া ঝাঁটি করে চলে গেল।'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল ডিয়ানা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জানতে চাইল, 'তারপরে ঐ বাড়ির কি হল?'

'বেঁচে দিলাম। তার আগে নিজে একা কিছুদিন ওখানে কাটালাম। কিন্তু একা থাকতে গিয়ে দেখলাম দুঃখে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। তখন ওটা বেচে সেই টাকায় কারমেল-এর বাড়িটা কিনলাম। হবে বৌকে দিতে না পারলেও এমন একখানা বাড়ি তৈরি করার ক্ষমতা আমার আছে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। আমার কাছে তাই অনেক।'

'তোমার মনের অবস্থা আমার চেয়ে কেউ ভাল বুঝবেনা' ডিয়ানা বলল, 'পিলার জন্মানোর পরে আমারও একই অনুভূতি হয়েছিল, যদিও মেয়ে হয়েছে জেনে অনেকেরই আশা ভঙ্গ হয়েছিল।'

'সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক তাতে কি এমন আসে যায়?' ডিয়ানার দিকে অবাক চোখে তাকাল বেন।

'আসে যায় বই কি,' সহজ গলায় বলল ডিয়ানা, 'আমায় শাশুড়ি থেকে শুরু করে শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি লোক ধরেই নিয়েছিল আমার ছেলে হবে, কিন্তু সে আশা ওদের পূর্ণ হলনা। আমায় স্বামি মেয়েকে যথেষ্ট ভালবাসে ঠিকই, কিন্তু বেশ মনে আছে আমার মেয়ে হয়েছে শোনার পরে তার মুখখানা কালো দেখেছিলাম।'

'আমার নিজের বাপ হবার সম্ভাবনা থাকলে ছেলের বদলে মেয়ে চাইতাম,' বলল বেন।

'কেন?' জানতে চাইল ডিয়ানা নিজের গলা তার নিজের কানেই অবাক ঠেকল।

'কারণ ছেলেদের চাইতে তাদের কাছ থেকে ভালবাসা মেলে খুব সহজে। মেয়েরা খুব সহজ আর স্বাভাবিক ভালবাসা পেলে তার বিনিময়ে বুকভরা ভালবাসা ওরা উজাড় করে দিতে জানে।' বলতে বলতে কি ভেবে থেমে গেল বেন। বৌ-এর কাছ থেকে এতবড় আঘাত পাবার পরে বেন আর বিয়ে করবে কিনা আনমনে তাই ভাবতে লাগল ডিয়ানা।

'না, ঢের হয়েছে,' আচমকা নিজের মনে বলে উঠল বেন, 'আর আমি ওপথে হাঁটতে রাজি নই।'

'কোন পথে হাঁটতে রাজি নও?'

'আবার বিয়ে করার পথে।'

'সত্যি তোমাকে নিয়ে কি করব নিজেই ভেবে পাচ্ছিনা!' বলেই হেসে ফেলল ডিয়ানা 'কেন, বিয়ে করবেনা কেন শুনি কারণ কি?'

'তেমন কোনও কারণ এইমুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছিনা,' বলল বেন, 'তাছাড়া বিয়ে বলতে যা বোঝ তার স্বাদ আগেই আমার পাওয়া হয়ে গেছে। তার চেয়েও বড় কথা, গ্যালারির কারবার নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যা বলার নয়। বিয়ে তাকেই করতে পারি যে আমার

মতই আমার কারবারকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারবে প্রয়োজনে আমার মতই তাতে অংশ নেবে। দশ বছর আগেও এই ব্যবসা আমার আজকের মত টানেওনা। কিন্তু আজ আমি এতে গলা পর্যন্ত তলিয়ে গেছি।'

'কিন্তু তুমি ত সন্তানও চাও, তাই না?'

'শুধু সন্তান কেন, ভিয়েনা শহরের বাইরে আমার একটা জমিদারি কেনারও সাধ একেক সময় মনে জাগে, কিন্তু তা না পেলেও আমি ঠিকই বেঁচে থাকব। তুমি নিজে সন্তান চাও না?'

'আমার ত একটি সন্তান আছে। এরপরে আবার?' বেন কি বলতে চায় বুঝতে পারলনা ডিয়ানা।

'না, তা বলছিনা, তবে আরও একটা হলেই বা মন্দ কি, তাছাড়া তুমি নিজেও কি আর বিয়ে করবেনা?' সরাসরি ডিয়ানার চোখে চোখ রাখল বেন।

'কিন্তু আমি ত বিয়ে করেছি বেন। আমার স্বামি—'

'জানি, কিন্তু বিয়ে করে তুমি কি সুখী হয়েছো?' বেন-এর সরাসরি প্রশ্নে ব্যথা পেল ডিয়ানা, হ্যাঁ বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কখনও কখনও নিজেকে সুখী মনে হয় বই কি। ভাগ্যের কাছ থেকে যা পেয়েছি তা হাসি মুখে আমি মেনে নিয়েছি, বেন।'

'বেন, মেনে নিয়েছো কেন?'

'কারণ আমার আর আমার স্বামির মাঝখানে একটা ইতিহাস আছে,' বলে বাবার অকালমৃত্যু থেকে শুরু করে পিলার-এর জন্ম পর্যন্ত তার জীবনে যা যা কিছু ঘটেছে সব খুলে বলল ডিয়ানা, তবে মার্ক-এর কাছ থেকে প্রকৃত ভালবাসা কখনও পেয়েছে কিনা একবারও তার উল্লেখ করলনা।

'তুমি মার্ককে সত্যিই ভালবাসো?' জবাব না দিয়ে ছোট করে শুধু ঘাড় নাড়ল ডিয়ানা।

'দুঃখিত ডিয়ানা' ভরাট গলায় বলল বেন 'এ প্রশ্ন করা আমার উচিত হয়নি।'

'এর মধ্যে আবার উচিত অনুচিতের কি আছে,' সহজ গলায় বলল ডিয়ানা, 'আমার বন্ধু ভাবলে এ প্রশ্ন তুমি স্বচ্ছন্দে করতে পারো, তাতে কোনও বাধা নেই।'

'বন্ধু?' অল্প হাসল বেন, 'সে ত একশোবার। বসে থেকে থেকে কোমর ধরে গেছে, চলো জলের ধার পর্যন্ত একটু হেঁটে হাসি,' বলে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, তারপরে হাত বাড়িয়ে দিল ডিয়ানার দিকে। হাত ধরে ডিয়ানাকে টেনে তুলেই বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল বেন। তার সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে না পেরে পিছিয়ে পড়ল ডিয়ানা, খানিক আগে দু'জনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে প্রতিক্রিয়া ততক্ষণে শুরু হয়েছে তার ফলে। মার্ক তাকে এখনও ভালবাসে এই ব্যাপারটা বেনকে সে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, এর ফলে বেনকে নিয়ে কোনও ঝামেলায়

পড়তে হবে না তাকে।

লজ্জা সংকোচ ভুলে ট্রাউজার্স না গুটিয়েই জলে নেমে পড়ল, বেন, একগাদা ঝিনুক আর শাঁখ তুলে এনে ঢেলে দিল ডিয়ানার দু'হাতে। হাঁটু পর্যন্ত ভেজা ট্রাউজার্সে সেইমুহূর্তে তাকে দেখাচ্ছে বড়সড় এক ছোট্ট ছেলের মত, সেকথা মনে হতে হাসি চাপতে পারলনা ডিয়ানা।

'এসো দৌড়োই,' বলে ডিয়ানাকে তৈরি হবার সময় না দিয়ে বাচ্চা ছেলের মতই বালুকাবেলার ওপর ছুটতে লাগল বেন। তার ছেলেমানুষিটর সঙ্গে পাল্লা দিতে দৌড়োতে হল ডিয়ানাকেও। এইমুহূর্তে পিলার তাকে দেখলে কি মজাই না পেত, নিশ্চয়ই লাফিয়ে হাততালি দিত, বারবার এই কথাটাই মনে হল। কিন্তু বেন-এর মত দম তার নেই, তাই একটু ছুটেই হাঁফিয়ে পড়ল ডিয়ানা, হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল আগের জায়গায়।

'কি হল, এতেই হাঁফ ধরে গেল?' বলতে বলতে পা চালিয়ে বেন এসে দাঁড়াল সামনে, হাত ধরে টেনে বসাল তোয়ালের ওপর। পাশাপাশি বসে অনেকক্ষণ দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে রইল দু'জনে, তারপরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল একে অপরের দিকে। বেন-এর অতল সাগর ছোঁয়া চোখের চাউনিতে প্রতীক্ষার ভাষণ স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখল ডিয়ানা, এ প্রতীক্ষা যে তারই জন্য তা বুঝতে তার অসুবিধে হলনা।

ডিয়ানা.....তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চাপাগলায় নাম ধরে ডেকে উঠল বেন, অল্প ঝুঁকে তার ঘন কালো চুলের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'আমি তোমায় ভালবাসি ডিয়ানা.....ডিয়ানা আমি তোমায় ভালবাসি.....' বলেই আর স্থির থাকতে পারল না বেন, দু'হাতে ডিয়ানার কোমর জড়িয়ে ধরল, খুব ধীরে নিজের মুখখানা নিয়ে এল তার মুখের নাগালে। বেন-এর মত সে নিজেও কখন দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরেছে, নিজের উপোষী ঠোঁট নিয়ে এসেছে তার ঠোঁটের কাছে তা টেরই পায়নি ডিয়ানা। একটি কথাও না বলে দু'জনে দু'জনের চোখের পানে তাকিয়ে রইল, নতুন কিছু বলায় তাগিদ ফেলল হারিয়ে। এইমুহূর্তে যে জগতে আছে তারা সেখানে সময়ের গতি আচমকাই গেছে হারিয়ে। কতক্ষণ ঐভাবে বসে রইল তারা তার হিসেব নেই, তারপরে একসময় বেন-এর সম্বিত ফিরে এল, ডিয়ানাকে ছেড়ে পিছিয়ে এল সে, হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরে টেনে তুলল ডিয়ানাকে। খাবারের খালি ঝুড়ি তোয়ালেতে মুড়ে হাতে ঝুলিয়ে নিল বেন। আর একহাতে ডিয়ানার হাত ধরে ফেরার পথ ধরে এগিয়ে চলল।

গাড়িতে উঠে এঞ্জিন চালু করার আগে কিছুক্ষণ সামনের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বেন, তার দু'চোখের চাউনিতে ফুটে উঠেছে অনুতাপ।

'আমি জানি মুহূর্তের উত্তেজনার বশে খানিক আগে যা করে বসেছি সেজন্য হয়ত তোমার কাছে আমার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ডিয়ানা, কিন্তু আমি এতটুকু দুঃখিত

হইনি।'

'দুঃখ আমিও পাইনি,' ধাক্কা সামলে ওঠা গলায় বলল ডিয়ানা 'তবে ঘটনাটা কি ঘটল কেনই বা ঘটল তা এখনও আমি বুঝতে পারছিনা।'

'হয়ত বোঝার দরকার নেই বলেই বুঝতে পারছিনা' মুখ না ফিরিয়ে বেন বলল, 'কিন্তু এরপরেও আমরা আমাদের বন্ধুত্ব স্বচ্ছন্দ বজায় রাখতে পারি।' ডিয়ানার চাউনিতে হাসির ঝিলিক দেখবে ভেবে তার চোখের দিকে তাকাল বেন, কিন্তু দেখল হাসি নয় সেখানে ফুটে উঠেছে একরাশ ভীতি আর উৎকণ্ঠা।

'ওরকম করে তাকাচ্ছো কেন?' মুখ নামিয়ে ডিয়ানায় গালে আলতো করে চুমু খেল বেন, 'অত ভয়ের কি আছে? একটা কথা জেনে রেখো, তুমি আমি ভেতরে যাই অনুভব করি না কেন তোমার জীবনের সুখশান্তি আমি কখনোই নষ্ট করব না। তোমার যা দরকার তা পেয়েছো। তাই আমি কখনও সেখানে ঝড় তুলতে আসব না। যে জীবন আজ কাটাচ্ছো তা গড়তে তোমার আঠারো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে আমি জানি। আমার ওপর ভরসা রাখো, ডিয়ানা কথা দিচ্ছি আমি কখনোই তোমায় আঘাত করবনা।'

'তাহলে আমরা কি করব তুমি বলে দাও!'

'কিছুই করব না। পৃথিবীকেআমরা দেখি দার্শনিকের চোখে সেটাও এক বড় সাগর, মহাসাগর ছাড়া কিছু না। তুমি, আমি, আমরা সবাই সেই সাগরতীরে বালুকাবেলায় দিনরাত খেলা করে চলেছি। যতদিন বাঁচব ততদিন নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। কেমন কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে ত?'

'ভাল লাগতেই হবে যে,' বেন-এর কথায় এতক্ষণে তার মনোভাব আঁচ করতে পেরে তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বেন তাকে নিয়ে যা করে করুক, কিন্তু তার রেশ টেনে মার্ক-এর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের খেলা খেলতে চায়না ডিয়ানা সে খেলা খেলতে আগ্রহী নয় সে।

এইসব ভাবনার মধ্যে কখন বেন এঞ্জিন চালু করেছে টেরই পায়নি ডিয়ানা। একসময় ব্রেক কষে গাড়ি থামতে দেখল বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছে।

'সারা দিন একা একা কাটে, হপ্তায় এক আধদিন আমায় স্টুডিও-তে এসে লাঞ্চ ত খেতে পারো,' দরজা খুলে নামতে নামতে বলল ডিয়ানা।'

'এবার থেকে ঠিক আসব তুমি দেখে নিয়ো,' স্বভাবসিদ্ধ হাসিমাখা গলায় জবাব দিল বেন। ডিয়ানা নামতে না নামতে গাড়ি নিয়ে ঝড়ের বেগে উধাও হল, ডিয়ানার মনে হল যেন পালিয়ে বাঁচল তার চোখের সামনে থেকে।

অলস মন্থর পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে। শোবারঘরে ঢুকে পোষাক পাল্টে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ গড়াল। আচমকা তার চোখে পড়ল টেলিফোনের দিকে, ডিয়ানা দেখল সেখানে একফালি কাগজে মেয়েলি ছাঁদে লেখা 'মঁশিয়ে ডুরাস টেলিফোন

করতে বলেছেন।' মার্গারেটের হাতের লেখা চিনতে তার অসুবিধে হল না। তার মানে তার অনুপস্থিতিতে মার্ক ফোন করেছিল আর সে ফোন ধরেছিল মার্গারেট। মার্ক-এর কথা মনে হতেই ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হল ডিয়ানা—এখুনি টেলিফোন করলে সাগরবেলায় খানিক আগে বেন-এর সঙ্গে স্বপ্নমাখা যে মুহূর্তগুলো সে হৃদয়ের রঙে রাঙিয়ে এসেছে মার্কএর নির্মম স্বার্থপর কথাবার্তায় সেসব ম্লান হয়ে যাবে। মার্ক-এর সঙ্গে সে অবশ্যই টেলিফোনে যোগাযোগ করবে, কিন্তু এখন নয়, পরে।

ঘণ্টাখানেক শুয়ে বিশ্রাম নেবার পরে নিজেকে তৈরি করে নিল ডিয়ানা, লাগোয়া টয়লেটে ঢুকে চোখেমুখে জল দিয়ে রোমে হ্যাসলার্স হোটেল রিসর্ট-এর নম্বরে সরাসরি ডায়াল করল।

'হেলো' উল্টোদিক থেকে চেনা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল।

'মার্ক, আমি বলছি।'

'বললুম ত আমি বলছি, আপনি কে বলছেন?' মার্ক-এর রূঢ় ব্যবহারে তার দু'চোখ জলে ভরে এল। মার্ক ইচ্ছে করেই এমন করছে কিনা তা বুঝতে পারলনা।

'আমি, ডিয়ানা বলছি', নিজেকে সংযত রেখে বলল।

'ও হ্যাঁ, বুঝেছি,' তার নিস্পৃহ গলায় বলল মার্ক, 'এখানে এখন রাত দু'টো। দিব্যি ঘুমোচ্ছিলাম মাঝখান থেকে ফোন করে দিলে তার বারোটা বাজিয়ে। কতবার না বলেছি দুনিয়া উল্টে গেলেও বেশি রাতে ডাকাডাকি করে কখনও আমার ঘুম ভাঙ্গাবে না। এখন এই যে আমার মেজাজ খিঁচড়ে দিলে, কাল সারাদিন এর জের চলবে। মক্কেলকে বাঁচাতে খেলে বিস্তর মাথা খাটাতে হয়, আর তা খাটানোর দরুন মাথায় যে ক্ষতি হয় একমাত্র রাতের ঘুমই পারে তা পূরণ করতে। এসব কথা তোমাকে বলা আর গাছকে বলা যে একই তা এতদিনে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যাক, এবার বলো আমার ঘুম ভাঙ্গানোর মত কি এমন দরকার পড়ল, বলে আমার উদ্ধার করো!'

'আমি দুঃখিত, মার্ক,' বাঁ হাতে চোখের জল মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে, 'তোমার ওখানে যে এখন গভীর রাত তা আমার একবারের জন্যও মনে আসেনি। তাছাড়া এই সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তোমার লাইন কেটে গিয়েছিল মনে পড়েছে? পড়ছেনা? যাক গে, খানিক আগে বাড়ি ফিরে দেখি মার্গারেট একচিলতে কাগজে লিখে রেখেছে যাতে বাড়ি ফিরেই তোমায় টেলিফোন করি, তাই করলাম। তোমার হুকুম তামিল করতে গিয়ে যদি তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে থাকি ত জেনো তা আমার অনিচ্ছায় ঘটেছে, অন্তত ঐজন্য তুমি আমায় কোনমতেই দায়ী করতে পারোনা। কি হল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? আশা করি নিজের বক্তব্য তোমায় স্পষ্টভাবে বোঝাতে পেরেছি।' দূর থেকে হলেও জীবনে অন্তত এইবার মার্ককে চাঁছাছোলাভাবে নিজের বক্তব্য শোনাতে পেরে আত্মতৃপ্তি অনুভব করল ডিয়ানা।

'শুনতে পাচ্ছি কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে জানতে পারি? মার্গারেটকে জিজ্ঞেস

করে শুনলাম বেরোবার সময় ওকেও কিছু বলোনি।'

'কিছু কেনাকাটা করার দরকার হয়েছিল তাই বেরিয়েছিলাম,' অবলীলায় মিথ্যেকথা বলল সে। না বলেই বা করবে কি, সাগরতীরে বসে মনের সুখে বেন থম্পসনের চুমু খাচ্ছিলাম একথা আর যাকে হোক মার্ক-এর মত এক হৃদয়হীন বর্বর পুরুষকে বলা যায়না।

'যাক, রোমে সব ঠিকঠাক চলছে ত?'

'খাসা, ব্রাভো,' বলল মার্ক। আর ঠিক তখন অনেকদূর থেকে যুবতীর গলায় খিলখিল চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এল। আওয়াজটা যেন টেলিফোনের ভেতর দিয়েই ভেসে এল বলে তার মনে হল। ডিয়ানা কান খাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সেই হাসির আওয়াজ।

'তাহলে পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব, কেমন?' আবার ভেসে এল মার্কের গলা!

'কবে? কখন কথা বলবে?'

'আগামিকাল, নয়ত এই উইকএণ্ডে। এ নিয়ে মিছে দুশ্চিন্তা কোর না, কেমন? রাখছি তাহলে?'

'মার্ক,' আচমকা কি ভেবে বলে বসল.সে, 'আমি তোমায় ছেড়ে একদম টিকতে পারছি না।'

'আমারও নিজেরও ত সেই অবস্থা, আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি!'

মার্ক-এর গলা মিলিয়ে যাওয়া আর রিসিভার নামিয়ে রাখার মাঝখানের সময়টুকুতে সেই যুবতীর খিলখিল হাসির আওয়াজ আবার যেন তার কানে ভেসে এল বলে ডিয়ানার মনে হল।

রাতের বেলা স্টুডিওতে নেমে এল ডিয়ানা, স্যুপ আর কাটলেট দিয়ে হালকা ডিনার সেরে নিল। এইমুহূর্তে তার পরনে টি-শার্ট আর জিনসের ট্রাউজার্স, খালি পা। ফ্যানের হাওয়ায় অবাধ্য চুলের গুছি উড়ে এসে পড়েছে মুখের একপাশে। খেয়েদেয়ে একটা ছবির নকশা আঁকবে বলে কাঠকয়লার টুকরো চেঁছে নিয়ে এসে দাঁড়াল ইজেলের সামনে। বোর্ডে আঁটা সাদা কাগজে আলতো হাতে দু'একটা কালো রেখা সবে ফুটিয়ে তুলেছে এমনই সময় বেজে উঠল কলিং বেল। নিশ্চয়ই কিম, ভেবে এগিয়ে এসে দরজা খুলতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, দেখল সামনে দাঁড়িয়ে বেন।

'অসময়ে এসে পড়লাম না ত?' জানতে চাইল বেন। সেইমুহূর্তে তাকে দেখবে আশা করেনি ডিয়ানা তাই খানিকটা অপ্রস্তুতভাবেই ঘাড় নাড়ল।

'কথা বলে নষ্ট করার মত সময় আছে হাতে?' চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল বেন। 'স্টুডিওয় ছিলাম', সহজ হবার চেষ্টায় হাসল ডিয়ানা, 'ওখানেই বসবে এসো।'

'রং তুলি নিয়ে বসেছিলে?'

'না, একটা নকশা আঁকছিলাম, বোস', ইশারায় নিজের গদিমোড়া চেয়ার দেখাল সে। বেন বসতে বলল, 'আর খানিক আগে এলে রাতের ডিনার ভাগাভাগি করে খাওয়া যেত। যাক, কি নেবে বলো, কফি, না রেড ওয়াইন?'

'দুটোর একটাও না, ধন্যবাদ,' বলে চোখ বুজে নিজের চুলে আঙুল বুলিয়ে বেন বলল, 'বড্ড ছেলে মানুষের মত কাজ করে ফেললাম। এত রাতে এসে তোমায় বিরক্ত করা আমার মোটেও উচিত হয়নি।'

'এসেছো বেশ করেছো', জোরগলায় বলল ডিয়ানা, 'এসেছো বলে আমার কি ভাল লাগছে জানো?'

'আমিও সেকথা বলব ডিয়ানা', চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল বেন, 'পাগলামি বা ছেলেমানুষি যাই বলো না কেন আমি তোমায় ভালবাসি। বিশ্বাস করো, এছাড়া তোমায় বলার মত আর কিছুই আমার নেই।'

বেন-এর স্পষ্ট সরল স্বীকারোক্তি শুনে ডিয়ানার দু'চোখ জলে ভরে এল, নদীর স্রোতের মত ঘরের ভেতরে যে সময় বয়ে চলেছে তাও যেন আচমকা কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল বলে তার মনে হল। জলভরা চোখে বেন-এর দিকে তাকিয়ে বলল ডিয়ানা, 'আমিও তোমাকে ভালবাসি, বেন।'

'তুমি যা দেবে তাই আমি হাসিমুখে গ্রহণ করব, ডিয়ানা,' বলতে গিয়ে এতটুকু কাঁপলনা বেন-এর গলা, 'কি দেবে বলো, একটি মুহূর্ত, একটি সন্ধ্যা, নাকি গোটা একটি গ্রীষ্মকাল? যাই দাও না কেন কথা দিচ্ছি তা পাবার পরে আর কখনও তোমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবনা। কিন্তু যা তুমি আর আমি উপভোগ করতে পারি। চোখের সামনে হাতছাড়া হবে আমি কখনোই তা সইতে পারবনা।' বলতে বলতে ডিয়ানার মুখের দিকে তাকাল বেন, দেখল চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তার মুখ। হাত ধরে ডিয়ানাকে জোরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এল সে, চাপা গলায় বলল, 'বলো, এসব শোনার পরে তুমি নিশ্চয়ই আমায় পাগল বলে ভাববে?'

'নিশ্চয়ই ভাবব, একশোবার ভাবব', বলতে বলতে আচমকা তার বুকে চোখের জলে ভেজা মুখখানা গুঁজল ডিয়ানা, ধরা গলায় বলল, 'এমন পাগলের বন্ধুত্বই যে আমার চাই!'

'কারমেল-এ আমার বাড়িতে যাবে ডিয়ানা?' তার মুখখানা দু'হাতে আলতো করে তুলে ধরল বেন, 'বেড়াতে আসা বন্ধুর মত ক'টা দিন কাটিয়ে যাবে আমার সঙ্গে? সে জায়গাটা কিন্তু মোটেও গোছানো নয়, সেখানে জঞ্জালে চারদিক ভর্তি হয়ে আছে। কিন্তু তুমি গেলে সেই জঞ্জালের মধ্যে যেসব অমূল্য রতন লুকোনো আছে সেসব তোমায় দেখাতে পারব আমি। রক্তমাংসের মত যেসব জিনিস সেখানে আছে সেসবই দেখাব। দেখাব আমার গ্যালারি, আর কিভাবে সেখানকার কাজকর্ম হয়।

তাছাড়া কারমেল-এর সাগরবেলায় পূর্ণিমার রাতে তোমায় হাত ধরে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্নও দেখি আমি, সে স্বপ্ন এক অদ্ভুত নেশা ধরিয়ে দেয় আমার রক্তে। তোমায় নিয়ে আরও যা যা করতে চাই তার মধ্যে আছে......

ওঃ, ডিয়ানা সোনা, আমার হিরেমাণিক, আমি তোমায় যে কত ভালবাসি নিজের কল্জে উপড়ে ফেললেও তা দেখাতে পারব না তোমায়! আমায় একবারটি তোমায় ভালবাসতে দাও, পেতে দাও তোমার ভালবাসা!' বলতে বলতে দু'হাতে ডিয়ানাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বেন, ছোট একফালি স্টুডিও থেকে বেরিয়ে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। ডিয়ানার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, পাঁজরে বেন-এর আঙ্গুলের সুড়সুড়ি লেগে থেকে থেকে জেগে উঠছে সে। আজ মার্গারেট-এর ছুটি তাই এই অবস্থায় তাকে দেখে ফেলার কেউ নেই। এরপরে কি হবে না হবে তা ভেবে অযথা চিন্তায় বোঝা বাড়ানোর ইচ্ছে তার হলনা। মার্ক যেমন আছে থাকুক, এই মুহূর্তের জন্যই হয়, এই গোটা গরমকালের জন্য সে বেন-এর।

'গুড মর্ণিং!' বেন-এর গলা কানে যেতে খুব আস্তে দু'চোখ মেলল ডিয়ানা। ঘুম ভাঙ্গা চোখে ফ্যাকাশে হলদে দেয়ালে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। জলের দিকে মুখ করা খোলা জানালা দিয়ে সোনালি রোদ স্রোতের মত ঘরে ঢুকছে। আড়চোখে তাকাতে ডিয়ানা দেখল খোলা জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে লতাপাতার ছাওয়া প্রচুর গাছগাছালি, তাদের ডালে ভিড় করে এসে বসা পাখিদের কলকাকলিতে ভরে উঠেছে চারপাশ। সময়টা রমণীয় গ্রীষ্মকাল ঠিকই, কিন্তু পরিবেশের এই চেহারার দেখে তার বারবার মনে হচ্ছে মাসটা জুন নয়, সেপ্টেম্বর।

জল রং-এ আঁকা সাগরবেলায় একটা সজীব ছবি ফ্রেমবন্দি হয়ে ঝুলছে মুখোমুখি দেয়ালে, মোহাচ্ছন্নের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডান কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে বসল ডিয়ানা, হাই্ তুলে বেন-এর দিকে তাকিয়ে হাসল, দেখল সম্ভোগ তৃপ্ত চাউনি মেলে বেন তাকিয়ে আছে তারই পানে।

'বাপরে! ঘুমোতেও পারো বটে,' মুখ টিপে হাসল বেন,' পাকা একটি ঘণ্টা তোমার চোখ মেলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি ত ভাবলাম তোমার ঘুম হয়ত আজ আর ভাঙ্গবে না!'

'আমার চোখের পাতায় এখনও ঘুমের রেশ লেগে আছে।' লাজুক হাসল ডিয়ানা, বালিশে মাথা রেখে আবার চাদরটা টেনে দিল গায়ে, ডান হাত বোলাতে লাগল বেন-এর উরুতে। লতার মত একে অপরের দেহে জড়িয়ে থেকে গোটা রাতটুকু কাটিয়ে দিয়েছে দু'জনে, ভোরের আলো আকাশে ফুটতে ঢলে পড়েছে ঘুমের অতলে।

'আমার ঘুম অনেক আগেই ভেঙ্গেছে।' বেন-এর ধপধপে ফর্সা উরুর চামড়ায় তিরতির করে কাঁপতে থাকা নিল শিরায় জিভ বোলাল ডিয়ানা, তাতে চুমু খেয়ে

বলল, 'কিন্তু রাত জাগার ক্লান্তিটা যায়নি বলে তখনও চোখ মেলতে পারিনি।'

'আমি তোমায় সত্যিসত্যি কতটা ভালবাসি এই সুন্দর ভোরবেলায় তা কি একবারও তোমায় বলেছি?' বলতে বলতে দু'হাতে ডিয়ানার মুখখানা তুলে ধরল বেন, তার চোখের ভাষায় দেহমিলনের আর্তি দেখতে পেয়ে মুখখানা নিয়ে এল সে নিজের উরুর কাছে, মুখে তার এককথা—'ভালবাসা ভালবাসা।'

'কি করছ,' দু'হাতে তার উরু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল ডিয়ানা 'ঘুম থেকে উঠে এখনও দাঁত মাজিনি, টয়লেটে যাইনি, চুলে চিরুনি পর্যন্ত দিইনি। এর মধ্যে আবার......' কিন্তু কথা শেষ করায় সুযোগ পেলনা সে,তার আগেই বেন বিছানায় উঠে তার মুখখানা চেপে ধরল বুকে।

'না, এখনই নয়, এভাবে নয়,' মৃদু আপত্তি করল ডিয়ানা 'ছেড়ে দাও, আগে চোখে মুখে জল দিয়ে আসি!'

'না, তোমায় কোথ্থাও যেতে হবেনা,' ডিয়ানার মুখে আদর করে হাত বোলাতে বোলাতে বলল কেন, 'এই চেহারাতেই তোমায় বেশ লাগছে, আমায় পাশে নিয়ে শুতে হলে এই চেহারাই ভাল।'

'কিন্তু, বেন, তুমি বুঝতে পারছো না......'

'শ্‌শ্‌ একদম চুপ, আর একটি কথাও নয়!' বলে ডিয়ানার বুকে মুখ গুঁজল বেন। মিলনেচ্ছু দু'টি তনু স্থান কাল পাত্র সব ভুলে নিমেষে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল চরমানন্দের মহাসাগরে।

'কি হল সোনা, চোখ থেকে ঘুমের রেশ এবার কেটেছে?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল বেন। ঘুম ভাঙ্গার পরে বিছানায় শুয়ে প্রভাতী মিলন মহোৎসব যখন দু'জনে মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছে সেই ফাঁকে দু'টো ঘণ্টা কিভাবে কখন কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেছে তারা টেরও পায়নি।

চাদরের নিচে বেন-এর বুকের ওপরে নগ্ন দেহে চিত হয়ে শুয়েছিল ডিয়ানা, দু'পায়ে বেন-এর পা দুটো আঁকড়ে ধরেছিল।

'উমম্......বেন?'

'কি হল, কিছু বলবে?' গ্রীষ্মের সকালে তার গলা ভরি মোলায়েম ঠেকছিল ডিয়ানার কানে। 'আমি তোমায় কত ভালবাসি তা ভাষায় বলে বা ছবি এঁকে বোঝাতে পারব না।'

'আমিও তোমায় তেমনই ভালবাসি। সোনা, নাও, এবার একটু ঘুমোও।'

বেন-এর কথা মত সত্যিই ক্লান্ত ডিয়ানা ঘুমিয়ে পড়েছিল, একটানা দু'ঘণ্টা ঘুমোনোর পর চোখ মেলে দেখল কোন ফাঁকে পাউরুটি আর ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে এনেছে বেন।

'আজ কি করবে ভাবছো?' ব্রেকফাস্ট খেয়ে জানতে চাইল বেন।

'এখন সবার আগে গরম ঠাণ্ডা জলে আমি চান করব। গা যা ঘিনঘিন করছে! এবার তুমি বলো কি করবে!'

'তুমি চান সেরে এলেই কাজে বেরোব' বেন বলল, 'গ্যালারিতে একগাদা কাজ পড়ে আছে যা একা সামাল দেয়া আমার গিন্নির কাজ নয়। পাঁচটার পরে বেরোব, ফিরে আসতে আসতে ধরো ছ'টা সাতটা বেজে যাবে। চলো আজ রাতে বাইরে কোথাও ডিনার খাব। তোমার আপত্তি নেই ত?' প্রশ্ন করেই নিজেকে সামলে নিল বেন, তার মত ডিয়ানা নিজেও যে বিবাহিত আর সেখানে অন্য এক পুরুষের কাছে সে দায়বদ্ধ এই কথাটা বিজলির মত নিমেষে ঝলসে উঠল তার মগজের কোষে। বাইরের কোনও মিউজিয়াম থেকে দেখাবার জন্য ধার করে আনা দুর্লভ শিল্প সংগ্রহের মত তার মনে হল ডিয়ানাকে।

'বলো, একসঙ্গে বাইরে বেরোলে তোমায় অসুবিধেয় পড়তে হবে না ত?' জানতে চাইল বেন।

'অসুবিধে?' পাল্টা প্রশ্ন করল ডিয়ানা, 'আমরা দু'জনে কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, কেমন আচার ব্যবহার করছি এসবের ওপরেই তা নির্ভর করছে। আমার ত মনে হচ্ছে সেসব ভয় নেই,' বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে। বাড়িয়ে দেয়া হাতে হাত রেখে তার গা ঘেঁষে বসল বেন।

আমি এমন কিছু করতে চাইনা যাতে পরে তোমায় আঘাত পেতে হয়,' বলল সে।

'বেশ ত কোর না। এবার দয়া করে চিন্তার বোঝাটা ফেলে দাও মাথা থেকে। সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি দেখে নিয়ো।'

'আমার জন্য তোমার ভোগান্তি হচ্ছে জানলে ভীষণ আঘাত পাব, ডিয়ানা লজ্জায় নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে পর্যন্ত পারব না।'

'সে ভয় যে আমার নিজেরও আছে তা কি বুঝতে পারছো না? তেমন কিছু হলে নিজের কাছে দেবার মত কৈফিয়ৎ কি আমারই থাকবে ভাবছো?'

'তার মানে?' অবাক চোখে তাকাল বেন।

'মানে একটাই—এই গ্রীষ্মকাল তোমার আর আমার, দু'জনেরই জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় শেষ হলে আমরা দু'জনেই যখন ফিরে যাব যে যার জীবনে, তখন কিছু দুঃখ, কিছু ব্যথা কি আমাদের সইতে হবে না ভেবেছো?'

জবাব না দিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিল বেন, খানিকবাদে হেসে বলল, 'যাক, এবার বলো বিকেল পাঁচটা নাগাদ কোথায় থাকবে তুমি, এখানে?'

'আমায় একবার বাড়ি যেতে হবে,' ঘাড় নেড়ে বলল ডিয়ানা।

'আমি তাহলে তোমায় ওখান থেকে তুলে নেব?'

'না,' দৃঢ়গলায় বলল ডিয়ানা, 'আমি এখানেই ফিরে আসব।'

॥ সাত ॥

হোটেলের পোর্টার দু'জনের মালপত্র গাড়িতে তুলে দিল। হ্যাসলার হোটেলের রেজিস্টারে মার্ক-এর নামের নিচে শাঁতাল তার স্ত্রী হিসেবে নিজের নাম সই করল—মাদাম ডুরাস।

'তুমি কি মন স্থির করে ফেলেছো?' ড্রাইভার এঞ্জিন চালু করতে শাঁতালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করল মার্ক।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল শাঁতাল। তার জবাব দেবার ধরন আর হাবভাব মার্ককে ভাবিয়ে তুলল—গত পাঁচ বছর ধরে বিদেশে এসে এই রক্ষিতা যুবতীকে নিয়ে অবসর কাটাচ্ছে সে, কিন্তু আজকের মত সমস্যা তখন একবারও দেখা দেয়নি। মার্ক হাজার বোঝালেও নিজের জেদ ছেড়ে একচুল সরে আসতে রাজি নয় শাঁতাল। নিজের মা আর মেয়েকে দেখবে বলে প্যারিতে যাচ্ছে মার্ক, শাঁতালও তার সঙ্গে যাবে বলে বারবার জেদ করছে। আসল মতলবটা কি, উকিলের দূরদৃষ্টিতে শাঁতালের মনোগত বাসনা দেখার চেষ্টা করল মার্ক, যে ছেলেটি তাকে বিয়ে করতে চায় বলে কাল রাতে শুনিয়েছে শাঁতাল, সে কি প্যারিসের বাসিন্দা? মার্ক যখন নিজের মা আর মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সেইসময় ঐ ভাবী বর-এর সঙ্গে চুটিয়ে ফূর্তি ওড়াবে শাঁতাল, আর সেই মতলবেই মার্ক-এর সঙ্গে প্যারিতে যেতে চাইছে সে? অঙ্কটা মেলাতে না পারলেও শাঁতাল-এর সেই বিয়ের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেবার এক মারাত্মক ঈর্ষার জ্বলুনি ভেতরে ভেতরে অনুভব করল মার্ক।

পেছনের সিটে খানিকটা দূরত্ব বাঁচিয়েই বসেছে শাঁতাল, এমন হাবভাব করছে যেন মার্ক সম্পর্কে কোনও আগ্রহই তার নেই। এই তাচ্ছিল্য মার্ক-এর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বলল, 'কাল রাতে তুমি একটা কথা বলছিলে, শাঁতাল সেই প্রসঙ্গেই জানতে চাইছি, তুমি কি মনস্থির করে ফেলেছো। কথা দিয়েছো কাউকে?'

'আশ্চর্য!' চোখেমুখে বিরক্তি ছিটিয়ে মার্ক-এর দিকে তাকাল শাঁতাল, 'ঐ ভাবনায় ঘুমোতে পারছোনা? আমি বললুম একজন আমায় বিয়ে করতে চাইছে। আমি তার কথায় রাজি হয়েছি একথা ত একবারও বলিনি। ও নিয়ে তুমি খামোকা ভেবোনা।'

'ওফ্!' মার্ক-এর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, শাঁতালের একটা হাত দু'হাতে পুরে বলল, 'তুমি আমায় বাঁচালে, শাঁতাল! আমি তোমায় কত ভালবাসি, তা কি এতদিনেও টের পাওনি? তুমি যা চাইছো তা করা যে আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় এই ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে চাইছোনা এই যা দুঃখ। আমায় জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। পিলার আর আমার মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি হতে যেয়োনা, শাঁতাল।

সেটা মোটেও ঠিক হবে না। তোমার মতই ওদের দু'জনের প্রতিও আমায় কিছু কর্তব্য আছে।'

'হয়ত আমারও আছে,' গম্ভীর গলায় বলল শাঁতাল।

'ওদের দু'জনকে দেখে রোববার রাতেই আমি ফিরে আসব,' বাঁ হাতে শাঁতালের গলা জড়িয়ে ধরল মার্ক, তারপর যত রাতই হোক, আমরা দু'জনে ম্যাক্সিমএ ডিনার খাব কথা দিচ্ছি। এথেনসে যাবার আগে তোমার জন্য একসেট জুয়েলারিও কিনতে হবে।'

'আমরা কবে রওনা হচ্ছি?'

'সোমবার নয়ত মঙ্গলবার।'

শাঁতাল কোনও জবাব দিলনা। এয়ারপোর্টে পৌঁছোনো পর্যন্ত বাকি পথ একটি কথাও বলল না সে।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডিয়ানা, চারপাশে চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখতে পেলনা। মার্গারেটের ছুটি কি এখনও শেষ হয়নি? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল সে, নাকি গতকাল বেন-এর সঙ্গে যাবার পরে মাঝখানে কেটে গেছে অগুনতি সপ্তাহ? দরজাটা ভেজিয়ে দেবা পরেই কথাটা মনে হতে তার কলজেটা বুকের ভেতরে ধুকপুক করে নেচে উঠল অজানা আশঙ্কায়। টয়লেটে ঢুকে ভাল করে চান করল ডিয়ানা, গায়ে প্রসাধনি ঢেলে পোষাক পাল্টানোর ফাঁকে মনের পর্দায় ভেসে উঠল বেন-এর ছন্নছাড়া ঘরদোরের শান্তিপূর্ণ ছবি। কিচেনে ঢুকতেই চোখে পড়ল ফলের ঝুড়ি, তা থেকে একটা আলুবখরা তুলে মুখে পুরল সে। এখন সে আবার মঁশিয়ে ডুরাস ফিরে এসেছে স্বামির সংসারে। সামনের দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে তাকাল ডিয়ানা—মা-এর পাশে দাঁড়িয়ে তার স্বামি মার্ক। মাথায় সোলার টুপি পরে তার শাশুড়িকে দেখাচ্ছে ডাইনিবুড়ির মত। কিন্তু দেখতে যতই বিশ্রি হোক মার্কের মা সম্পর্কে যে তার শাশুড়ি একথা না মেনে উপায় নেই। হাজারও দুঃখকষ্ট পেলেও এ তার স্বামির ঘর, তার নিজের সংসার, এই সংসারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী সে। কথাটা মনে হতেই মনে পড়ে গেল গতরাতের কথা, ভাবল ছিঃ একি করেছে সে?

'উত্তেজিত কি বলছ বেন?' ডিয়ানা হাসল 'ক'দিন ধরে রাতে আমি ত ভালো করে ঘুমোতেই পারছিনা।'

নিজের হাতে আঁকা অনেক ছবির রং-এর কাজ, প্রেক্ষাপট আর বিন্যাস এর আগে বেনকে বুঝিয়েছে ডিয়ানা, তখন তার চোখে সৃষ্টি আর আত্মতৃপ্তির আনন্দ লক্ষ করেছে বেন, আজ সে চোখে আত্মপ্রকাশের আগুনের আভা ফুটে বেরোচ্ছে। আরও বহুদিন

আগেই ডিয়ানার এই আত্মপ্রকাশ তার নিজের বিচারে হওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল এখনকার শিল্পীমহলে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা পাওয়া। ডিয়ানার মত এক শিল্পীকে তুলে ধরতে পেয়েছে বলে গর্ববোধ করল বেন।

ডিয়ানা যে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারছেনা তা বেনএর অজানা নয়। কিছুটা ভালবাসার টানে, আর কিছুটা ভেতরের জমে থাকা চাপা উত্তেজনা হালকা করতে রোজ রাতে একে অপরের শরীরে মিলে মিশে যায় তারা, এটা এখন একটা ধরা বাঁধা নিয়মের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে সকালে চোখ মেলার পরে ক'দিন ধরেই সে লক্ষ করছে রাতে ভাল ঘুম না হবার ছাপ ফুটে উঠেছে ডিয়ানার দু'চোখে। কিন্তু নিজের দুশ্চিন্তার কথা কখনও মুখ ফুটে বলেনা ডিয়ানা, হাসিমুখে চুমু খেয়ে বাথরুমে ঢুকে জল দেয় চোখে মুখে, তারপরে কিচেনে ঢুকে বেন-এর ফরমাশ মত ব্রেকফাস্ট তৈরি করে।

বৃহস্পতিবার শো-এর প্রথম দিন শেষ ছবিটার নিচে নাম সই করতে করতে ডিয়ানা আপনমনে বলল, 'ঐদিন রাতটা ভালভাবে কাটলে বেঁচে যাই......'

'যতটা ভাবছ তার চেয়ে ঢের বেশি ভালভাবে কাটবে দেখে নিয়ো,' আশ্বাস দেবার গলায় বলল বেন। ডিয়ানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একঝলক দেখল সে। কি সুন্দর, অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ডিয়ানাকে, ভেতরের সৃষ্টি করার আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটে বেরোচ্ছে সারা শরীরে। এক নরম নীল মখমলের মত নরম আগুন ঝলসাচ্ছে ডিয়ানার দু'চোখে, সেই আগুনের আঁচ নিতে, তার উত্তাপে নিজেকে পোড়ানোর নেশা চাপল তার মাথায়। ডিয়ানাকে ছাড়া একটি দিনও এখন কাটাতে পারবেনা বেন।

'এই যে বেন মশাই......' ক্যানভাসের স্তূপে এতক্ষণ ঠেস দিয়ে বসেছিল ডিয়ানা,. এবার মাথাটা তুলে বলল, 'আড়াচোখে আমার দেখতে দেখতে কি ভাবা হচ্ছে, শুনি?'

'তোমায় ঠিক কতটুকু ভালবাসি তাই বসে বসে ভাবছি,' হাসিমুখে জবাব দিল বেন।

'তাই?' হাসি হাসি চোখে তার চোখে চোখ রাখল ডিয়ানা, 'এটা আমারও ভাবনার খোরাক হয়েছে।'

'আমি তোমায় কতটুকু ভালবাসি তাই ভাবছো?' বলতে বলতে হেসে ফেলল বেন, ডিয়ানাও হাসি চাপতে পারলনা।

'হ্যাঁ', বলল ডিয়ানা, 'আমি তোমায় কতটা ভালবাসি তাও ভাবি। আচ্ছা বেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে আমি কি করছিলাম বলো তা?'

'তুমি আরামে দিন কাটাচ্ছিলে আর হ্যাঁ, এখনকার মত ব্রেকফাস্ট তখন অবশ্যই তৈরি করতে না।'

'ভাল হচ্ছেনা কিন্তু.....' ভীষণ রেগে যাবার ভান করে ডিয়ানা কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে বেন হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দিল নিজের কোলে।

'আর কয়েকটা মাস যাক, তারপরে তোমার ব্যবস্থা হচ্ছে,' বলতে গিয়ে না বলা ব্যথায় বুকের ভেতরটা তার মুচড়ে উঠল। 'রোজ ব্রেকফাস্ট করতে করতে যখন শরীর আর চলতে চাইবেনা তখন টের পাবে মজা।' কিন্তু মুখে বললেও বেন ভালভাবেই জানে কয়েকটা মাস নয়। আর বড়াজোর পাঁচ কি ছ'হপ্তা ডিয়ানার সঙ্গে উপভোগ করবে সে। তারপরে মার্ক ফিরে এলে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে নিজের সংসারে।

কিন্তু বেন যা বলল ডিয়ানা নিজে তেমনই মজা টের পেতে চায়—শুধু কয়েক মাস কেন, বেন আর তার জন্য জীবনভোর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে যেতে চায় সে।

'ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে গিয়ে আমি কখনও ক্লান্ত হবনা তুমি দেখে নিয়ো,' বলতে বলতে বেন-এর রোমশ পুরুষালি বুকে সে মুখ গুঁজে দিল। শিশুর মত সেই বুকের উত্তাপে নিজেকে পরম নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ অনুভব করল ডিয়ানা। সাগরের নোনাজলে ভিজে আর রোদে পুড়ে তাদের দু'জনেরই চামড়ার ধপধপে সাদা রং অনেক বাদামি হয়েছে।

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো?' বেন-এর বুকের গন্ধ নাক ভরে নিয়ে জানতে চাইল ডিয়ানা।

'কি মনে হচ্ছে?' চোখ বুঁজে ডিয়ানার একরাশ ভেজা চুলের নাক ডুবিয়ে বলল বেন।

'নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে গো,' বলতে বলতে ধরে এল ডিয়ানার গলা আমার আর কি চাওয়ার আছে বলো?'

কেন, সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ একটা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ, কথাটা মনে এলেও কি ভেবে বললনা, চোখ মেলে ডিয়ানার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন, আরেকটি সন্তানের বাসনা কি তোমার মনে জাগেনা?'

'আরেকটি সন্তান?' অবাক চোখে বেন-এর দিকে তাকাল ডিয়ানা, 'এই বয়সে?' জানো আমার মেয়ে পিলার শীগগিরই ষোলয় পা দেবে।'

'তার সঙ্গে আরেকটি সন্তান হবার কি সম্পর্ক,' পাল্টা প্রশ্ন করল বেন, 'তাছাড়া এই বয়স বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো? তোমার আশেপাশে প্রচুর মেয়ে আছে ত্রিশ পেরিয়েও যারা দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছে।'

'আমার সাঁইত্রিশ চলছে বেন,' হাসল ডিয়ানা 'তুমি যা বলছ এ বয়সে তা সম্ভব নয়।'

কিন্তু বেন আর যুক্তি মানতে নারাজ, ঘাড় নেড়ে বলল।

'বেশি বয়সে বাপ হওয়া পুরুষের বেলায় সম্ভব হলে মেয়েদের বেলাতেও হবেনা কেন?'

'তোমাদের ব্যাপারটা একদম আলাদা,' অস্বস্তি মেশানো গলায় বলল ডিয়ানা

'পুরোপুরি অন্যরকম। তোমার নিজেরও তা না বোঝার কথা নয়।' 'ওসব বোঝাবুঝির মধ্যে আমি নেই,' একগুঁয়ের মত বলল বেন, 'তোমার পেটে আমার একটা চাইকি দুটো বাচ্চা হোক শুধু এইটুকু চাই মা হবার বয়স তোমার এখনও আছে এই দৃঢ়বিশ্বাস আমার আছে।'

আমার সন্তানের বাবা হতে চাও? ডিয়ানা ধরে নিল বেন ঠাট্টা করছে, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝল ঠাট্টা নয়, নিজের মনের কথা অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তাকে বলে ফেলেছে বেন।

'যা বলছ তা কি মন থেকে চাইছো?' ডিয়ানার সংশয় তবু ঘোচেনা।

'নিশ্চয়ই' ডিয়ানাকে দু'হাতে আঁকড়ে তার চোখের দিকে তাকাল বেন। ডিয়ানার চোখে বিস্ময় আর সংশয়ের পাশাপাশি ব্যথা আর যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে দেখতে পেল। ডিয়ানা, তুমি কি আর সন্তান চাওনা? প্রশ্নটা মনের কোণে উঁকি দিলেও বেন তা উচ্চারণ করলনা, করার দরকার নেই ডিয়ানার মাথা নাড়া দেখেই তা বুঝল সে।

'সন্তান না চাইবার পেছনে কি কারণ জানতে চাইলে বলব এই কষ্ট আর বেদনা আমি আর সহ্য করতে পারব না। তুমি হয়ত জানো না পিলারের আগে আমার দুটো ছেলে হয়েছিল তাদের কাউকে বাঁচাতে পারিনি। না বেন, সন্তান হারানোর ব্যথাবেদনা আমি এ বয়সে আর সইতে পারব না।'

'যা ঘটেছে তাকে নিছক দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, ডি,' ডিয়ানার চুলে হাত বুলিয়ে বলল বেন, 'এজন্য তুমি কোনভাবেই দায়ী নও। দেখে নিয়ো, এবার যখন মা হবে তখন ঐরকম অঘটন আর ঘটবেনা।'

'বেন, আমি আবার মা হই একি তুমি সত্যিই মন থেকে চাইছো?' বড় বড় চোখ মেলে তাকাল ডিয়ানা, তার মুখের একটি শিরাও কাঁপছেনা এইমুহূর্তে।

'আমি নিজে তা জানিনা, ডি,' তার চোখের দিকে তাকিয়ে বেন বলল, 'হয়ত চাইছি। আমার কথা শুনে তোমার তাই মনে হচ্ছে, এইত? বললেই আমি তা করব এমনটাই তুমি ভেবেছো নাকি?' বলে হো হো করে হেসে উঠল।

'দোহাই বেন,' গম্ভীর গলায় বলল ডিয়ানা, 'ওসবের মধ্যে যেয়োনা।'

'কেন, যাব না কেন?'

'কারণ মা হবার সময় এখন আর আমার নেই, আমার বয়স যথেষ্ট হয়েছে। তাছাড়া একটি সন্তান আমার আছে, সেইসঙ্গে আছে আমার স্বামি।'

'তোমার এই বয়সের দোহাই বারবার আমায় কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে শুনিয়োনা ত!' বেন-এর গলা শুনে ডিয়ানা বুঝল সে বেশ রেগে গেছে।

'হ্যাঁ আমার বয়স হয়েছে বই কি!' এবার ডিয়ানাও গলা অল্প চড়াল, 'আমার বয়স প্রায় চল্লিশ হতে চলল, এখন নতুন করে মা হবার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব? কোনমতেই নয়। এমনিতেই আমার নিজেকে কচি বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সাঁইত্রিশ

নয়, আমার বয়স সতেরোর বেশি হতেই পারেনা।'

'এইত এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে তোমার মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করছি,' বেন তাকাল ডিয়ানার চোখের দিকে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ডিয়ানার কানের লতিতে আঙ্গুল বোলাল, আলতো সুড়সুড়ি দিল নাকের পাটায়। বেন তার সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে বুঝে তার গায়ে এলিয়ে পড়ল ডিয়ানা, নিজেকে সঁপে দিল তার কাছে।

'এসো বিছানায় উঠে এসো,' বলে ডিয়ানাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে পাশের ঘরে নিয়ে এল বেন, লণ্ডভণ্ড বিছানার ওপর নামিয়ে দিল।

'বেন?' অন্ধকার ঘরে অনেকক্ষণ পরে প্রণয়ীর নাম ধরে ডাকল ডিয়ানা।

'কি হল সোনা?'

'ধরো আমার শো সমালোচকদের কারও পছন্দ হলনা, খবরের কাগজে একধার থেকে ওঁরা সবাই আমার আঁকা ছবির খারাপ সমালোচনা করলেন, তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?'

'অবস্থা কিছুই দাঁড়াবেনা,' বলতে বলতে ডিয়ানাকে একরকম জোর করে নিজের লেপের নিচে টেনে নিল বেন, 'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো, আমি বলছি সবাই (একবাক্যে) তোমার ছবির প্রশংসা করবে।'

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

'কারণ আমি জানি তুমি শুধু ভাল নয়, ভীষণ, ভীষণ ভাল!' বলতে বলতে ডিয়ানার ঘাড়ের নিচে চুমু খেল বেন, তার দু'পায়ের ফাঁকে বাঁধা পড়া ডিয়ানার পল্‌কা শরীরের মাংসের কাঁপুনি অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে করতে বলল, 'তারওপর আমি তোমায় ভীষণ ভালবাসি বলেই এতটা নিশ্চিত হতে পারছি।'

'তুমি বোকা, ভীষণ বোকা।'

'কি বললে?' ডিয়ানার ঠোঁটে আঙ্গুল রাখল বেন, তার কানের কাছে ঠোঁট এনে বলল। ' কোথায় বারবার বলছি তোমায় ভীষণ ভালবাসি আর তুমি কিনা বলছ আমি বোকা ভীষণ বোকা? বলি এটা কি একটা জবাব হল? শোন, একথা বলার জন্য আমি তোমায় কি করব শোন.......' বলে ডিয়ানাকে আর কিছু বলার করার সুযোগ দিল না বেন, ঠোঁটে ঠোঁট রেখে জড়িয়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে এল লেপের ভেতরে।

ভোর ছ'টা নাগাদ ডিয়ানার ঘুম ভাঙ্গল। বিছানা থেকে নেমে চোখেমুখে জল দিয়ে সে এসে ঢুকল লাগোয়া ঘরে। গতরাতে ঘুমে দু'চোখে জড়িয়ে আসার আগে থেকে একটা ছবি বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথার ভেতরে। ডিয়ানা সুস্থ মাথায় ওটা কোনমতেই প্রদর্শনীতে সবার চোখের সামনে সাজিয়ে রাখা চলেনা। গাদাগাদা ক্যানভাস হাতড়ে ছবিটা শেষপর্যন্ত খুঁজে বের করল ডিয়ানা। বাকি ছবিগুলো হাতড়ে দেখল তাড়াহুড়োয় ভেতর দুটোতে সই করতে ভুলে গেছে। সই করার পাট চুকলে আরও

একটা ছবির কথা মাথায় এল ছবিটা আরও ভাল ফ্রেমে বাঁধানো দরকার এই কথাটা ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগল।

আরও খানিকবাদে রোদ চড়তে হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরি করবে বলে কিচেনে ঢুকল ডিয়ানা।

বেন সবকিছুর ওপর নজর রাখছে, বেশ বুঝতে পারছে প্রথমবার শো করছে বলেই একেকবার এমন নার্ভাস হয়ে পড়ছে ডিয়ানা। মনে সাহস জোগাতে বেন ইচ্ছে করেই তার নজর ঘুরিয়ে দিচ্ছে অন্যদিকে। ক'টা দিন দু'বেলাই খাওয়া দাওয়ার পাট বাইরে সারল বেন, ডিয়ানার ঘুমের পরিমাণ বাড়াতে বেশি রাত পর্যন্ত শরীরের খেলায় মাতল তার সঙ্গে। এর মাঝখানে ডিয়ানা যতবার শো-এর কথা তুলতে গেল ততবার অন্য প্রসঙ্গ তুলে তাকে থামিয়ে দিল বেন। শো-এর দিন দুপুরবেলা ডিয়ানাকে নিয়ে বাইরে লাঞ্চ খেল বেন, খেয়েদেয়ে বেন তাকে নিয়ে এল তৈরি পোষাকের দোকানে দুপুরে ডিয়ানাকে একা বাড়িতে রেখে একবার গ্যালারিতে গিয়েছিল বেন, ডিয়ানার আঁকা ছবিগুলো স্যালি সুন্দরভাবে টাঙ্গিয়েছে নিজের চোখে দেখে এসেছে। এত আয়োজনের পরে ডিয়ানার আশংকা যে নেহাত অমূলক সে বিষয়ে বেন নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত।

'এক কাজ করো ত', ডিয়ানাকে বলল বেন, 'স্যালি ত সেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসে ঢুকেছে গ্যালারিতে, মাঝরাতে গ্যালারি বন্ধ হবার আগে বাড়ি ফিরতে পারবেনা। আমিই বলেছিলাম শো শুরু হবার আগে ওর পছন্দসই পোষাক বাড়ি থেকে নিয়ে আসব। বুঝতেই পারছো, বাড়ি গিয়ে জামাকাপড়ের গাদা থেকে ওর পছন্দসই পোষাক খুঁজে বের করা আমার কম্মো নয় তাই একটা নতুন পোষাক কিনেই ফেলব ঠিক করেছি। ওকে মানাবে এমন একটা ডিনার ড্রেস তুমি বেছে দাও ত। ভালকথা, তুমি নিজে কি পরবে কিছু ঠিক করেছো?'

'আমার একটা কালো ডিনার ড্রেস আছে,' ডিয়ানা বলল, 'দেখি, সেটাই হয়ত পরব।' বাড়ি থেকে বাড়তি আরও দু'তিনটে ডিনার ড্রেস এনেছে ডিয়ানা, শোবার ঘরের আলমারিতে রং-এর ছিটে লাগা শার্ট, জিনস-এর ট্রাউজার্স কয়েকটা গ্যাবার্ডিনের স্ল্যাকস আর কয়েকটা সেয়েটার-এর পাশে ঝুলছে সেগুলো।

'আজকের দিনে কালো কেন, ওতে শোক বা দুঃখ বোঝায়,' বেন বলল 'তুমিও এমনই সবুজ ডিনার ড্রেস পরোনা?'

'সবুজ রংটা এমননিতেই বড্ড ক্যাটকেটে, বেশির কম উজ্জ্বল,' ডিয়ানা আপত্তি করল, 'গ্যালারির জোরালো আলোকে বড্ড চোখে লাগবে। অ্যাই, বেন, আজ কোন কোন শিল্প সমালোচক আসছেন জানো?'

'আমার মনে হয় তুমি যতটা বলছ সবুজ রং ঠিক ততটা ক্যাটকেটে নয়।'

'কি হল, আমার কথা কানে গেল?' ডিয়ানার গলায় হতাশা ফুটে উঠল।

'না, যায়নি, তাহলে কি ঠিক করলে, সবুজ ডিনার ড্রেসই পরবে?'

'চুলোয় যাক সবুজ ডিনার ড্রেস—আমি জানতে চাইছি—'

'তবে রে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!' বলেই ডিয়ানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেন, দু'হাতে মাথা চেপে ধরে এমন জোরে চুমু খেল যে ডিয়ানার দম বন্ধ হবার জোগাড়, লিফট তেতলায় এসে থামতেই বগলে ডিয়ানার কাতুকুতু খেয়ে ছিটকে সরে গেল বেন, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ডিয়ানা, পেছন পেছন এল বেন।

'শোন, ঐ কালো রং চলবেনা' নতুন কেনা শ্যাওলা সবুজ ডিনার ড্রেস-এর প্যাকেটটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল বেন, 'আজ রাতে শোয়ের উদ্বোধনে এটা তোমাকেই পরতে হবে।'

'সত্যি বলছ?' বেন-এর কথা বিশ্বাস করতে ডিয়ানার মন চাইলনা, 'এটা স্যালির নয়, আমার জন্য কিনলে?'

'হ্যাঁ, কিনলাম,' সহজ গলায় বলল বেন, 'স্যালির গাদাগাদা ডিনার ড্রেস আছে সেসব থেকে একটা বেছে একফাঁকে নিয়ে আসব। যাও, এবার এটা পরে এসে আমায় দেখাও।'

বহুতল পোষাকের দোকানের প্রত্যেকটি তলায় আলাদা ছোট ছোট অনেক খুপরি আছে পোষাক পরে দেখার জন্য, তাদের একটায় ঢুকে ডিনার ড্রেসটা গায়ে চাপাল ডিয়ানা। সামনে আয়নার বুকে ফুটে ওঠা প্রতিবিম্বের দিকে চোখ পড়তে অবাক হল সে—পোষাকটা নিখুঁত মানিয়েছে তাকে, স্যালি পরলে এত নিখুঁত মানাত কি? কে জানে? নতুন কেনা পোষাক পরে রাজকীয় ভঙ্গীতে বাইরে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল ডিয়ানা, দেখল বেন মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে।

'দুর্ভাগ্য এই মুহূর্তে সঙ্গে ক্যামেরা নেই', আক্ষেপ করল বেন, 'তাহলে এই অপূর্ব মুহূর্তটি চিরস্মরণীয় করে রাখতাম। ভাল কথা, এর সঙ্গে গয়নাগাঁটি কি পরবে ভেবেছো, চুলের স্টাইলই বা কেমন হবে?'

'চুল উঁচু করে বাঁধব,' হালকা গলায় বলল ডিয়ানা, 'কানে পরব হিরে বসানো কানফুল আর পায়ে পবব হালকা কালো রেশমি চটি, ব্যস্, আর কিছু নয়।'

'ওঃ, কি শোনালে!' হাসল বেন, 'আঁকা ছবিগুলোর পাশে ঐ সাজে তোমাকেও যে জ্যান্ত ছবির মত দেখাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই!'

সন্ধের পরে বেন-এর হাত ধরে গ্যালারিতে এসে হাজির হল ডিয়ানা। বিভিন্ন খবরের কাগজ, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আর টিভি চ্যানেলের ফোটোগ্রাফারেরা তৈরি ছিল ক্যামেরা নিয়ে, ঘন ঘন জ্বলে ওঠা ফ্ল্যাশে দু'চোখ ঝলসে যাবার জোগাড়। শিল্প সমালোচকেরা যথেষ্ঠ মনোযোগ দিয়ে তার ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখছেন দেখতে পেল ডিয়ানা, কিমকে তার ছোটভাই-এর বয়সী এক ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতেও দেখল।

‘খুব ভাল খবর নিয়ে এসেছি,’ আচমকা স্যালি এসে দাঁড়াল সামনে; তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চাপাগলায় বেনকে বলল, ‘একটু আগে সাতখানা ছবি বিক্রি হল।’

‘ছবি বিক্রি হয়েছে! তার নিজের হাতে আঁকা সাতখানা ছবি’ ডিয়ানার মনে হল বহুদিনের পুরোনো সাতজন বিশ্বস্ত সঙ্গী তাকে ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেল।

‘কেমন, নিজে কানে শুনলে ত?’ স্যালি আড়ালে সরে যেতে কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বলল বেন, ‘ভয় গেছে? আরে বাপু আমি হলাম বেঞ্জামিন থম্পসন, দু’পুরুষের ছবি কেনাবেচার কারবার আমার! কার ভেতরে প্রতিভার আগুন তা তুলির একটা আঁচড় দেখেই বুঝতে পারি! তোমার ছবি হৈ হৈ করে বিক্রি হবে এ-আর আমার কাছে নতুন কি, আমি ত গোড়া থেকেই তা বলে আসছি। ক’টা বছর যাক, তারপরে দেখবে খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠা কাকে বলে! দেখবে শুধু একটা অটোগ্রাফ কিনতে দেশবিদেশের লোকেরা এসে ভিড় করছে তোমার বাড়ির দরজায়। আমার নাম বেঞ্জামিন থম্পসন, হিরে আর কাচের তফাত একনজর তাকালেই বুঝতে পারি।’

বেন অনেকটা মদ গিলেছে তার কথা শুনেই টের পেল ডিয়ানা। খানিকবাদে কিম এসে দাঁড়াল গা ঘেঁষে, গলা নামিয়ে বলল, ‘তোর বর ত সেই গ্রিসে না কোথায় পড়ে আছে, প্রথম শো করার খবর ওকে দিয়েছিস?’

‘অনেক আগেই দেয়া হয়েছে,’ নিজের গলা ডিয়ানার নিজের কানেই নিস্পৃহ শোনাল।

‘শুনে কিছু বলে নি।’

‘নতুন আর কি বলবে?’

আমার ছবি আঁকা যে ওর দু’চোখের বিষ তা ত তোকে আগেই বলেছি। শো করছি শুনে বোঝাল খবরটা জেনে ও মোটেও খুশি হয়নি।’

‘ওসব গোড়ায় সব স্বামিই বলে,’ আশ্বস্ত করার গলায় বলল কিম, ‘পরে দেখবি সব স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে।’

‘নিলেই ভাল,’ কিম-এর হাত থেকে নিস্তার পেতে আনমনা ভাবে বলল ডিয়ানা। তার সঙ্গ ডিয়ানার পছন্দ নয় বুঝতে পেরে কিম আর কথা বাড়ালনা, এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সরে গেল অন্যদিকে।

‘এই যে ডি,’ বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল বেন, ‘এবার আমিও ভাল খবর নিয়ে এসেছি, স্যালি এইমাত্র আমার সামনে তোমার আরও দু’খানা ছবি বিক্রি করল।’

‘আগে সাতখানা, তারপরে আরও দু’খানা,’ আপনমনে হিসেব করল ডিয়ানা, ‘তার মানে মোট ন’খানা ছবি একদিনে বিক্রি হল।’

‘রাত বাড়ছে, ডিয়ানার কোমর জড়িয়ে ধরল বেন, আদর করে বলল, ‘চলো এবার খেয়ে নেয়া যাক।’

‘কি খাওয়াবে, পিজা, না হ্যামবার্গার?’

'ওসব কিছুই নয়, ম্যাডাম,' হাসল বেন, 'আরও সেরা জিনিস খাওয়াব তোমায়।'

বেন-এর হাত ধরে তার পাশে পাশে এগোতে লাগল ডিয়ানা, খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে কিম একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

'......পড়ো দেখি আমার নামে কি হাতিঘোড়া লিখেছে কাগজে.....' বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে হাসিমাখা গলায় বলল ডিয়ানা।

'ওকি, চোখ বুঁজলে কেন, ডি? এখনও ত পড়া শুরুই করিনি! শোন, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে আদালতে আসামির কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছো, আমি ফাঁসির রায় পড়ে শোনাবার আগেভাগে ভয়ে ভয়ে চোখ বুঁজে আছো!

'কি, এতবড় কথা! আমার ফাঁসির রায় পড়ে শোনাবে তুমি?' বেন-এর তুলনা শুনে হাসিমুখে উঠে বসল ডিয়ানা', 'এই দ্যাখো আমি বসেছি। এবার পড়ো শুনি সমালোচকেরা কে কি বলেছেন!'

'......ডিয়ানার প্রতিটি তুলির আঁচড়ে উদ্ভাসিত হয়েছে এক সুন্দর স্টাইল যা বহুদিনের চর্চা ও শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাকে প্রমাণ করে; ডিয়ানার মত প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব যে সচরাচর ঘটেনা সেকথা স্বীকার করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই......'

'এসব ওরা মোটেও লেখেননি, তুমি সব বানিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছ!'

'তোমার নামে এসব বানিয়ে বলতে আমার বয়ে গেছে,' বলতে বলতে খবরের কাগজখানা ডিয়ানার কোলে ছুঁড়ে তার পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দিতে লাগল বেন।

'অ্যাই', কি হচ্ছে কি!' চাপা গলায় ধমক দিল ডিয়ানা, 'জানো না, আমি এখন 'স্টার' হয়েছি, শিল্পের আকাশে নতুন তারা, আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিলে ভাল হবেনা বলছি!'

'তাই নাকি!' এবার বেনও গলা চড়াল, 'আর তোমাকে স্টার বানাল কে তা একবার বলো। নিজের আঁকা ছবির শো করার সুবুদ্ধি কে দিয়েছিল তোমায়? সেসব একবার বলো মুখফুটে, বলো, বলো, তোমায় বলতেই হবে!' বলতে বলতে ডিয়ানাকে জড়িয়ে ধরল বেন। ডিয়ানা বাধা দিলনা, স্বেচ্ছায় ধরা দেবার মত এলিয়ে পড়ল তার গায়ে। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে ডিয়ানার গোলাপি রেশমি নাইটগাউন উঠে এল কোমরের কাছে। তার কোমরের নিচের খোলা ধপধপে ফর্সা চামড়ার দিকে চোখ পড়তে আচমকা থেমে গেল বেন, হুড়োহুড়ি থামিয়ে একদৃষ্টে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

'কি হল কি তোমার?' বেন-এর এই ভাবান্তর দেখে ঘাবড়ে গেল ডিয়ানা, 'খেলতে খেলতে হঠাৎ মুখ গোমড়া করে থেমে গেলে কেন? আমি কোনও ভুল করলাম?'

'মোটেও না' একগাল হেসে বেন উবু হয়ে তার দুই হাঁটুর মাঝখানে চুমু খেল, 'তুমি এত সুন্দর না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। দেখলেও বিশ্বাস হয় না, তাই ত বারেবারে দু'চোখ ভরে দেখি।'

'এ সৌন্দর্যের সবটুকুই ত তোমায় সঁপে দিয়েছি বেন,' বলে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল ডিয়ানা, নাইটগাউনখানা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে উলঙ্গ হয়ে তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে শুয়ে পড়ল। পরিতৃপ্ত দেহ মনে ডিয়ানা যখন বিছানা থেকে নামল তখন কাঁটায় কাঁটায় দুপুর বারোটা। সামনে ড্রেসারের আয়নায় উলঙ্গ দেহের দিকে চোখ পড়তে লজ্জা পেল ডিয়ানা। মেঝে থেকে নাইটগাউনটা তুলতে উবু হতেই চেঁচিয়ে উঠল বেন।

'না, ওটা তুলো না। এমনই চুল এলিয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে দরজার ফ্রেমে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াও, দু'চোখ ভরে তোমায় দেখি।'

লজ্জা পেলেও না বলতে পারলনা ডিয়ানা, বেন-এর কথামত তার দিকে পেছন ফিরে দরজায় ফ্রেম ধরে চুল এলিয়ে মূর্তির মত দাঁড়াল।

'একদম নড়াচড়া করবেনা,' পেছন থেকে বলল বেন, 'কিছুক্ষণ আশ মিটিয়ে তোমার এই অপার সৌন্দর্য দেখতে দাও, তেষ্টা মিটলে আমিই গা ঢাকতে বলব।'

সৌন্দর্যের নেশা কাকে বলে তা-জানে ডিয়ানা তাই এতটুকু বিরক্ত না হয়ে বেন-এর কথামত শ্বাসপ্রশ্বাস সংযত করে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াল সে দরজায় ফ্রেম-এ ঠেশ দিয়ে।

'তুমি আমার সর্বনাশ না করে ছাড়বেনা সোনা,' মিনিট দশেক বাদে বেন-এর গলা কানে যেতে যেন তার ঘোর কাটল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কি বাজে বদনাম দিচ্ছ? আমার আঁকা ছবিগুলো বিক্রি করে তোমার নিজের ত লাভ কম হয়নি। তারপরেও এই বদনাম?'

'আমায় ভুল বুঝোনা ডি,' বেন হালকা গলায় বলল, 'আসলে বলতে চাইছি জীবনে মেয়ে ত কম ঘাঁটিনি, কিন্তু তোমার মত এত আকর্ষণ তাদের কারও মধ্যে পাইনি। এভাবে চললে আমার কাজ কারবারের যে বারোটা বাজবে তা বুঝতে পারছ না? অফিসে না গেলেও নয়, অথচ তোমায় ফেলে কোথাও যেতে বা কাজকর্ম করতেও মন চাইছেনা। বেশি ভালবাসলে হয়ত এমনই হয়, মনের বয়স যত কমে ততই আলসেমি এসে চেপে বসে।'

'আমার নিজেরও একই অবস্থা,' ঝুঁকে বেন-এর গালে চুমু খেল ডিয়ানা, 'মনে হচ্ছে বয়স সাঁইত্রিশ থেকে কমে একুশ কি বাইশে এসে ঠেকেছে।'

'বাঃ, এত খুব ভালকথা!' হাততালি দিয়ে বলল বেন, 'এবার এসো চটপট বিয়ে করে নিই, তারপর কমকরে বারোটা বাচ্চার বাবা-মা হই।'

'তাতে জীবনকে উপভোগ করার বদলে ঝামেলা বাড়বে,' হালকা গলায় বললেও এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলল ডিয়ানা যাতে বেন বোঝে এ প্রসঙ্গে কথা বলতে চায়না সে। বেন বুদ্ধিমান, ডিয়ানার মনোভাব আঁচ করে এ নিয়ে আর একটি কথাও বলল না।

'কি হল,' নাইটগাউনটা তুলে গা ঢেকে বলল ডিয়ানা, 'এবার তুমি চুপ মেরে গেলে কেন, এই উইকএণ্ড আমরা কিভাবে কাটাব তা নিয়ে কিছু ভেবেছো?'

'তুমি এখন স্টার শিল্পী, আর আমি তোমার ল্যাংবোট,' কাঁদোকাঁদো গলায় বলল বেন, 'তুমি যেমন চাও সেইভাবেই কাটাব। উইকএণ্ড কোথায় কাটাতে চাও, কারমেল-এ?'

'নিশ্চয়ই,' আওয়াজ না করে হাসল ডিয়ানা, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। কারমেল এমন এক জায়গা যেখানে বারবার গেলেও আমার ক্লান্তি আসেনা।'

'তুমিও আমার মনের কথাটা বললে,' বলল বেন, 'তবে আমি ভেবেছিলাম তুমি আরও কোনও খ্যাপামির জায়গায় যাবার কথা বলবে।'

'সে আবার কোন জায়গা?' এথেনস নামটা মুহূর্তের জন্য মনে এল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল মার্ক এথেনসে যাবে বলে রওনা হয়েছে। তখনই নিজেকে গুটিয়ে নিল ডিয়ানা।

'এই ধরো যদি রেভার্লি হিলস বা নিউইয়র্কে যদি যাওয়া যায় যাকগে, তুমিই বলো কোথায় উইকএণ্ড কাটাতে চাও?'

'আগেই ত বললাম, কারমেল।'

'তাহলে কারমেল-এই যাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, ভাল কথা।' আড়ামোড়া ভেঙ্গে বলল ডিয়ানা, 'আমার একবার বাড়ি যেতে হবে, ওখানকার খবর একবার নিতে হবে।'

'আজই যেতে হবে?' চোখ তুলে তাকাল বেন, 'এখনই?'

'হ্যাঁ, কয়েকটা চেক-এ সই করে কিছু টাকা তুলতে হবে,' কেটে কেটে বলতে লাগল ডিয়ানা, 'চিঠিপত্র কিছু এসেছে কিনা দেখতে হবে তাছাড়া মার্গারেটকে খাবার খরচও দিতে হবে। বেচারি একা ঘরদোর সামলাচ্ছে—'

বাইরে রেস্তোরাঁয় ভরপেট ডিনার খেয়ে ডিয়ানাকে তার বাড়ির খানিকটা আগে যখন বেন পৌছে দিল তখন কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটে। বাড়িতে ঢুকে কিন্তু সে মার্গারেটকে দেখতে পেল না। গেল কোথায় মার্গারেট, ভুরু কুঁচকে নিজেকে প্রশ্ন করল ডিয়ানা, শরীর খারাপ করল নাকি? ক'পা এগোতে ছোট টেবলের ওপর রাখা একগাদা কাগজপত্র ভর্তি একখানা মাঝারি খাম দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডিয়ানা—খামের গায়ে মার্ক-এর প্রতিষ্ঠানের শীলমোহর, নিচে প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি দমিনিকের চেনা স্বাক্ষর। খামের ভেতর থেকে বেরোল কয়েকটি চিঠি—অবশ্যই মার্ক ডুরাস-এর নামে, নিচে তার প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা লেখা চিঠি ছাড়া কিছু চেকও আছে মার্ক-এর নামে; কিন্তু সেই চিঠিপত্রের ভেতর তার নাম ঠিকানা লেখা পিলার বা মার্ক-এর কোনও চিঠি খুঁজে পেলনা ডিয়ানা।

চিঠিপত্র খামে ভরে যথাস্থানে রেখে শোবার ঘরে এল ডিয়ানা, বাড়ি ফেরার পর

থেকে প্রতিমুহূর্ত মনের বিষণ্ণভাব বেড়ে চলেছে তা বেশ লক্ষ করছে সে। জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে এই বিষণতার মধ্যেও এমন একজনকে সে জানে যে অনন্ত যৌবনের অধিকারী হবার মন্ত্র যে তাকে শেখাতে চায়, যে চায় ডিয়ানা কম করে তার দশ বারোটি ছেলেমেয়ের মা হোক। সেই স্বপ্নময় সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করতেই যেন কেউ তাকে এই বিষণ্ণ পরিবেশে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে। বেন-এর মুখ পলকের জন্য ভেসে উঠল কল্পনায়। কল্পনায় ভেসে ওঠা সেই মুখ স্টাডি করতে নিমেষে জেগে উঠল তার শিল্পী সত্তা, আর তখনই কদর্য আওয়াজে বেজে উঠল শোবার ঘরের টেলিফোন। ধ্যানমগ্নতা বিচ্ছিন্ন হতে মনে মনে সে এত বিরক্ত হল যে ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ রিসিভার তুলল না, তারপরেই হয়ত বেন ফোন করেছে মনে হতে ছুটে এসে রিসিভার তুলল।

'হ্যাঁ!' হাসিহাসি গলায় বলল ডিয়ানা, 'কে?'

'আল্লো?' ইংরেজি নয়, ওপাশ থেকে ভেসে এল বহুদিনের চেনা ফরাসি গলা 'আল্লো?'

'হেলো, মার্ক?'

'তাছাড়া আর কে।'

'নয়ত আর কোন অভাগা হতে পারে, বলো? খানিক আগে দমিনিকে টেলিফোনে সব বলল ওর কথা থেকেই সব জানতে পারলাম। তুমি পেয়েছো কি শুনি? ছবি আঁকার শো না কিসব হাবিজাবি করেছো শুনলাম। আমি বাড়িতে নেই সেই সুযোগে এসব যা তা করে বেড়াচ্ছ, তাই না?'

'তোমার ফরাসি সেক্রেটারি দমিনিককে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিও, মার্ক,' উগরে ওঠা হাসি চেপে বলল ডিয়ানা, 'কি সৌভাগ্য আমার যে ও বেচারি আমার ছবির শো দেখতে নিজে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ওর মুখ থেকে টেলিফোনে সে খবর পেয়ে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে থাকতে না পেরে এখন আমায় টেলিফোন করছ! আহা, কি চমৎকার শো-হয়েছিল মার্ক, তোমার অভাব প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেছি।'

'ন্যাকামি রাখো!' ডিয়ানা ঘাবড়ে না গিয়ে পাল্টা আক্রমণ করায় রেগে আগুন হল মার্ক, চাপা ধমক দিয়ে বলল, 'বলো, সবার চোখের সামনে নিজেকে জাহির করার এই কুবুদ্ধি কে দিল তোমাকে? অবসর সময় কাটানোর জন্য ঘরে ছবি আঁকো, ঠিক আছে, কিন্তু সেসব ছবি সবাইকে ডেকে দ্যাখানো, এত কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে নাচার মত! এ করতে তোমার এতটুকু লজ্জা হল না? তুমি বেহায়া মেয়েমানুষ, লজ্জা শরমের বালাই তোমার নেই, না থাকতেই পারে। কিন্তু স্বামির সামাজিক মানমর্যাদার ব্যাপার আছে ত নাকি তা নিয়েও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করোনা?'

'আবার বলছি, মন দিয়ে শোন,' কোনমতে হাসি চেপে বলল ডিয়ানা, 'এখানকার সবক'টি দৈনিক খবরের কাগজের নামী শিল্প সমালোচকেরা সবাই আমার আঁকা ছবির

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আরও আগে শো করিনি কেন এ প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা। আমি কিন্তু ঐসব কাগজে চিঠিপত্রের কলমে তাঁদের এ প্রশ্নের জবাবে চিঠি লিখে জানাতে পারি যে স্বামি পছন্দ করেন না বলেই এতদিন শো করতে পারিনি। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে লুকিয়ে নিজের ছবির শো করতে বাধ্য হয়েছি। মন দিয়ে শুনছ ত? আমি এসব কথা লিখলে তবেই লজ্জায় তোমার ফরাসি মাথা কাটা যাবে। আর তুমি অত দূরে বসেও ভালই জানো যে শুধু তোমার কথা ভেবেই আমি তা কখনো করবনা।'

'কি বললে?' হুঁ-উ-ম্ মুখে অনেক বুলি ফুটেছে দেখছি। যাক, আশা করব নিজেকে জাহির করার এই শখ দু'দিন পরে ফের তোমার ঘাড়ে চাপবেনা?'

'এত আগে কি তা বলা যায়!' আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে দাঁতে দাঁত পিষল ডিয়ানা, 'আমি ত ভাবছি ঠিক পাঁচবছর বাদে আবার একটা শো করার মত প্রচুর কাজ আমায় এমন থেকেই শুরু করতে হবে।'

'তাহলে ত বলতেই হচ্ছে তোমায় এই আহামারি শো-তে থাকতে না পেরে ভারি দুঃখ হচ্ছে।'

'মার্ক, বয়সটা দিন দিন বাড়ছে সেটা খেয়াল রেখো। নিজেকে ঠকানোর মত অন্যায় এ বয়সে আর কোরনা।'

'তার মানে, কি বলতে চাও?'

'যা বলতে চাই তার সহজ সরল মানে দাঁড়ায় আঁকা ছবির শো-তে হাজির থাকতে না পারার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিতও হওনি তুমি। সত্যি বলছি, তোমার এই ভণ্ডামি আর আত্মপ্রতারণা দিনের পর দিন দেখে দেখে আমি ক্লান্তি, মার্ক! তাছাড়া এত কষ্ট করে আঁকা আমার ছবি, আমার শিল্প সৃষ্টিকে এইভাবে অবজ্ঞা করার সাহস করে জোগল তোমায়? তুমি কোথাকার কে হে, মার্ক ডুরাস? হতে পারো তুমি আমার স্বামি, কিন্তু তাই বলে তোমার মত এক ফোতো উকিলকে কে পোঁছে? নিজের দেশে মক্কেল জোটাতে না পেরে এসেছে এখানকার উকিলদের ভাত মারতে? আমার মত একজন শিল্পীকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছো বলে কৃতজ্ঞ থেকো।'

'ডিয়ানা.......।' এতকাল পরে বউ-এর মুখে বেসুরো বুলি শুনে হকচকিয়ে গেল মার্ক।

'দুঃখিত মার্ক,' নিমেষের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আবার খোলসে ঢুকে পড়ল ডিয়ানা, 'তুমি খামোখাই আমার উত্তেজনার কারণ তৈরি করছ। মার্ক, আমি ক্লান্ত......দেহে মনে বড্ড পরিশ্রান্ত।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, নয়ত এমনভাবে আগে কখনও ত কথা বলোনি তুমি আমার সঙ্গে। এখন দেখছি এইসময় তোমায় টেলিফোনে বিরক্ত করা আমার উচিত হয়নি।'

'বাঃ, সাবাশ উকিল মশাই।' রিসিভারের দিকে হাসিমাখা চোখে তাকিয়ে মার্ক-এর উদ্দেশে মনে মনে বলল ডিয়ানা, চটপট নিজেকে ঠাণ্ডা করার খেলাটা কি চমৎকার রপ্ত করেছো।

'তখনই বলেছিলাম চলো আমায় সঙ্গে,' নরম গলায় বলল মার্ক, 'তা তুমি কিছুতেই রাজি হলেনা। যাক, এখন কি করছ?'

'কারমেল-এর চমৎকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে মার্ক? ওখানে একবার ঘুরে আসব বলে তৈরি হচ্ছিলাম।'

'একাই যাচ্ছ?'

'না, কিম, আমার বান্ধবী, সেই যে যে মেয়েটা আমার সঙ্গে ছবি আঁকা শিখত, ও যাচ্ছে আমার সঙ্গে।'

'বেশ, যাও, ইয়ে—আমায় ফিরতে ফিরতে আরও কিছুদিন দেরি হবে।'

'আরও কিছুদিন মানে কতদিন?'

'তা কম করে মাসখানেক ত বটেই। আচ্ছা, রাখছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে মনে মনে হিসেব করল ডিয়ানা, বেন-এর সঙ্গে কাটানোর মত আরও মাসখানেক সময় হাতে সে পাচ্ছে তাহলে।

॥ আট ॥

'মার্গারেট।

তোমারই জন্য এসেছিলাম, কিন্তু এসে দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছি। হয় আজ বেশি রাতে নয়ত কাল বেলার দিকে আবার আসব। বাড়িতে থেকো।

ইতি

ডিয়ানা।

মার্গারেটকে লেখা চিঠিখানা ড্রইংরুমে টেবলের ওপর পেপারওয়েটের নিচে রেখে আবার বেরিয়ে পড়ল ডিয়ানা, আধঘণ্টারও কম সময়ে পৌঁছে গেল কারমেল-এ। বেন গাড়ি নিয়ে তৈরি ছিল, ডিয়ানাকে দেখে বাঁদিকের দরজা খুলে দিল। সামনের সিটে ডিয়ানা বেন-এর গা ঘেঁষে বসতে বেন এঞ্জিন চালু করল। সাগরের দিক থেকে ধেয়ে আসা দামাল হাওয়া ডিয়ানার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে, আড়চোখে তাকাতে ডিয়ানাকে তার আচমকা কেমন গম্ভীর ঠেকল।

'মুখ কালো কেন?' উইণ্ডস্ক্রিণে চোখ রেখে বলে উঠল বেন, 'কোনও দুঃসংবাদ এসেছে বাড়িতে?'

'খানিক আগে ও ফোন করেছিল,' কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেমে জবাব দিল ডিয়ানা।

'তাই বলো! তা কি বললেন মঁশিয়ে ডুরাস?'

'আমাকে দুঃখ দিয়ে ও একধরনের আনন্দ পায় বেন,' 'কাঁদোকাঁদো গলায় বলল

ডিয়ানা, 'ওর সেক্রেটারি প্যারিসে টেলিফোন করে আমার শো-এর খবর দিয়েছে। শো করেছি শুনেই ও রেগে গেছে, টেলিফোনে আমার ওপর সেই ঝালই ঝাড়ল।'

'ওঁর রাগে কি এখনও কিছু আসে যায়?' প্রশ্ন করার সময় ডিয়ানার মুখখানা দেখার ইচ্ছা দমন করল বেন।

'বেন,' ডিয়ানা বলল, 'বলতে লজ্জা বা বাধা নেই, কখনও কখনও মার্ককে আমার বাবার মত অভিভাবক বলে মনে হয়। বহু বছর ধরে ও এইভাবে আমার ওপর কর্তৃত্ব করছে।'

'তাহলে তুমি ওঁকে ভয় পাও এটাই ধরে নিতে হয়?'

'কথাটা আগে কখনও মনে হয়নি ঠিকই, কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে তত বেশ বুঝতে পারছি আমি সত্যিই ওকে ভয় পাই। আগে মনে হত আমি ওকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তা যে আসলে ভীতি তা এখন বুঝতে পারছি।'

'বেশ মানছি তুমি ওঁকে ভয় পাও', শান্ত গলায় বলল বেন।

'ত রেগেমেগে উনি তোমার কি এমন ক্ষতি করতে পারেন?'

'ইচ্ছে করলেই আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন, অন্তত এতদিন ওঁর সম্পর্কে এই ভয়টাই দানা বেঁধেছিল আমার মনে।'

'এতদিন ভয় দানা বেঁধেছিল—তার মানে সেই পুরোনো ভীতি আজ আর তোমার মনে দানা বেঁধে নেই?'

'না', ঘাড় নেড়ে ডিয়ানা বলল বটে, কিন্তু মার্ক রেগেমেগে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে বেশ ভাল হয়, এমনই অদ্ভুত চাপা বাসনা মাঝে মাঝে তার মনের গহনে দেখা দিত। আশ্চর্যের বিষয়, এই ভাবনার পাশাপাশি পিলার-এর মুখখানা তার মনে পড়ত। মার্ক তাড়িয়ে দিলেও পিলার তাকে মন থেকে কখনোই ক্ষমা করবেনা, বাপের বদলে সে মাকেই দূষবে, তাও জানত ডিয়ানা।

'অত কি ভাবছো বলোত,' বাঁহাতে তার হাত আলতো করে ছুঁয়ে বলল বেন, 'এত ভাবনার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিয়ো।'

'কিভাবে ঠিক হবে জানতে পারলে স্বস্তি পেতাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিয়ানা, 'বেন, বিশ্বাস করো, আমি কি করব তা সত্যিই জানিনা।' কথাটা সত্যি বেন জানে, মার্ককে ডিয়ানা কোনভাবে হারাতে চায় না, ডিয়ানাকে এই ক'দিন নাড়াচাড়া করে ও বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে ব্যবসায়ী বেন।

'তাছাড়া পিলার,' ডিয়ানা বলল।

'বোঝার চেষ্টা করো, মা হিসেবে ওর প্রতি আমার কিছু দায়দায়িত্ব বাধ্যবাধকতা থেকেই যাচ্ছে।'

'সে ত বটেই,' স্টিয়ারিং হাতে আচমকা তাঁর দিকে মুখ ফেরাল বেন, 'সেইসঙ্গে তোমার নিজের সম্পর্কে দায়দায়িত্ব আর বাধ্যবাধকতা তাও থেকে যাচ্ছে। এটা প্রথমে

তোমার নিজের বেলায়, তারপরে তোমার মেয়ের বেলায় পালনীয়। অবশ্য কিভাবে পালন করবে বা আদৌ পালন করবে কিনা সেসব তোমার নিজের ব্যাপার।' বেন-এর গলা নিষ্ঠুর উপহাসের মত শোনালেও তার বক্তব্যে এতটুকু ভুল নেই তা জানে ডিয়ানা।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত বুঝলে?' ঘাড় নাড়ল ডিয়ানা, ওর মানে মার্ক-এর ওপর আমার ক্ষোভ বহুদিন ধরে জমে আছে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে বেশির ভাগ সময়েই ওর অস্তিত্বের কথা আমার মনে থাকেনা। গত আঠারো বছর ধরে ও আমার জীবনের কেন্দ্রস্থলে আছে, কিন্তু গত দেড়মাস ও বাড়িতে না থাকায় মনে হচ্ছে ও যেন বরাবরের মতই চলে গেছে আমার জীবন থেকে, মনে হচ্ছে কোনদিনই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় বা যোগাযোগ ছিলনা। এখন তাই টেলিফোনে মার্ক-এর গলা শুনে তাকে এক অচেনা নতুন মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু বেন, মুখে এসব কথা যতই বলিনা কেন, মার্ক-এর অস্তিত্ব ঠিকই আমায় ঘিরে রেখেছে। আমি টেলিফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করি, ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম ভালবাসার কথা বলে তার প্রতি আমার একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রমাণ করি তা যে ও আমার কাছে একেকসময় আশা করে তা আমি ঠিকই আঁচ করতে পারি। মনের জোর সবসময় বজায় রাখতে পারি না তাই ওর ইচ্ছের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হই।'

'তাহলে এখন অন্তত কিছুদিন টেলিফোনে যেচে ওর সঙ্গে কথা বলতে যেয়োনা।'

'বলছ বটে, কিন্তু ও কেমন অবুঝ তা তোমার জানা নেই,' ব্যাকুল শোনাল ডিয়ানার গলা, 'আমি আর তার বাধ্য বা অনুগত নেই টের পেলে আমার ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কতদূর যেতে পারে সে সম্পর্কে কোনও ধারণাও তোমার নেই......'

'বাদ দাও ত ওসব!' বেন-এর গলায় একরাশ বিরক্তি ফুটে বেরোল, 'বেড়াতে এসেছো, হাত পা ছড়িয়ে রিল্যাক্স করো। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা নিয়ে পরে যত খুশি মাথা ঘামিয়ো।'

'তুমি নিজেও সঙ্কটের মুখোমুখি হলে এমনটাই করো, তাই না?' বলতে বলতে ডান হাতে বেন-এর গলা জড়িয়ে ধরে টুক করে তার বাঁ গালে চুমু খেল ডিয়ানা। আর চুমু খেতে গিয়েই বেন-এর মুখে ভাবনা, আর চোখে একরাশ ভীতি ধরা পড়ে গেল তার চোখে।

'তোমার নিজের ত ভয় ডর নেই, তাই না?' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল ডিয়ানা, 'অযথা চিন্তাভাবনা করে কখনও মাথা খারাপ করো না, তাই না? এই কথাই ত দিনরাত জাহির করে বেড়াও, তাই না?'

'আমার কথা বলছ?' ঘাড় নেড়ে প্রখর আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল বেন, 'ঠিক বলেছো ওসব বালাই আমার মোটেও নেই।'

'মিছে কথা বলে নিজের মনকে ঠকিয়ো না, বেন,' মুখ টিপে হাসল ডিয়ানা,

'ভয় আর চিন্তা ভাবনা এ দুটো ব্যাপার যে আমারই মত তোমাকেও দিনরাত কুরে কুরে খায় তা আমার জানতে বাকি নেই তাই আমার মুখ খুলতে বাধ্য কোরনা। আমি আগে ভেবেছিলাম তুমি সত্যিই খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক, ভেবেছিলাম অযথা চিন্তাভাবনা করে মাথা গরম করোনা তুমি। কিন্তু এই ক'দিন মেলামেশা করার পর তোমার ধাতটা আমায় পুরো জানা হয়ে গেছে। বেন, তাই যা বলে বেড়াও তার বেশির ভাগই যে ফাঁকা আওয়াজ তা বুঝতে এখন আর আমার অসুবিধে হয় না।'

'তাই?' হাসি আর ধরা পড়ে যাবার চাপা ক্ষোভ মেশানো চাউনি মেলে বেন তাকাল তার চোখের দিকে, 'তাহলে, মোদ্দা ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে?'

'মোদ্দা ব্যাপার এই যে মার্ক আরও একমাস বাইরে কাটাবে।'

'আরও একমাস?'

'টেলিফোনে তাই ত বলল।' ঘাড় নেড়ে বলল ডিয়ানা।

অনেকক্ষণ আগেই সকাল হয়েছে টের পেয়েও কিছুতেই চোখ মেলতে পারছেনা ডিয়ানা। আচমকা পাছায় প্রচণ্ড থাপ্পড় খেয়ে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার কানের কাছে মুখ এনে বেন জোর গলায় বলে উঠল, 'এই যে ঘুমবিবি, বেলা দশটা যে বাজতে চলল, দয়া করে এবার চোখ মেলে তাকান।'

'পারছিনা যে!' কোনওমতে এক চোখ মেলে তাকাল ডিয়ানা। বিড়বিড় করে বলল, 'ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ আজ একসঙ্গে খাব।'

'কি হচ্ছে, ডিয়ানা, তুমি উঠবে?' গলা আরেকটু চড়াল বেন, 'আর এক ঘণ্টা বাদে এগারোটা নাগাদ এক মালদার খদ্দেরের গ্যালারিতে আসার কথা আছে ভুলে গেলে? এবার না উঠলে গায়ে ঠিক জল ঢেলে দেব বলছি।'

'মালদার খদ্দের?' ঘুম জড়ানো গলায় বলল ডিয়ানা, 'কি নাম বলোত?'

'নাম ত বলেছিল জুনোট,' বেন বলল, 'হয় সুইস নয়ত ফরাসি। জাত যাই হোক লোকটা ক'দিন আগে গ্যালারির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, এমনই সময় তোমার একটা ছবি ওর চোখে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেদিনই গ্যালারিতে আজ ছবি কেনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। নাও, এবার উঠবে?'

'তুমি আগে যাও, আমি এগারোটার আগেই গিয়ে পৌঁছোব,' বলতে বলতে উঠে বসল ডিয়ানা।

প্রতিবাদ না করে ডিয়ানাকে রেখে একাই গ্যালারির দিকে রওনা হল বেন। কাল ডিয়ানা তার বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর থেকে তাকে হারানোর এক অদ্ভুত আতঙ্ক পেয়ে বসেছে তাকে। ডিয়ানার অসুখ বিসুখ হতে পারে। দুর্ঘটনায় পড়তে পারে, কারমেলে সাঁতার কাটতে গিয়ে ঢেউ-এর টানে সাগরের অতলে তলিয়ে যেতে পারে, কিচেনে রান্না করতে গিয়ে গ্যাসের আগুনে পুড়ে মরতে পারে। আর এসব কিছু

যদি একান্ত নাই ঘটে তাহলে অনুগত স্ত্রীর মত ফিরে যেতে পারে মার্ক-এর কাছে।

মার্ক ফিরে আসতে আর মাত্র দু'হপ্তা বাকি, কাজের চাপ বাড়লে তিন হপ্তা-ও হতে পারে। মার্ক একা নয়, পিলারও ফিরে আসবে তার সঙ্গে। তারপরে কি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর ডিয়ানা আর বেন দু'জনেই হাতড়ে বেড়াচ্ছে। যে অলৌকিক বা অভাবনীয় কিছু ঘটার আশা করছে তারা দু'জনে তা ঘটেনি এখনও।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা নাগাদ গ্যালারিতে এসে পৌঁছোল ডিয়ানা। বেন-এর সেই মালদার খদ্দের মঁশিয়ে জুনোটও এল ঠিক সময়ে, বেছে বেছে ডিয়ানার আঁকা দুটো সেরা ছবি কিনল নগদ দশহাজার ডলার খরচ করে। বেশির ভাগ গ্যালারির মালিক ছবি বিক্রির দামের অর্ধেকটাই দালালি বাবদ নেন, কিন্তু বেন ডিয়ানার কাছ থেকে গোড়া থেকেই বিক্রির ওপর চল্লিশ শতাংশের বেশি নিচ্ছেনা। ডিয়ানা হিসেব করে দেখল শো-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত নিজের ছবি বিক্রি করে মোট পনেরো হাজার ডলার আয় করেছে সে।

'রোজগার ত ভালই হচ্ছে,' হাসিহাসি গলায় বলল বেন, 'কিন্তু এই টাকা দিয়ে কি করবে?'

'স্বনির্ভর হব,' আচমকা কথাটা যেন বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। টাকার একটা আলাদা শক্তি আছে, যার কাছে থাকে তার কখনোই নিজেকে অসহায় বলে মনে হয় না। ছবি বেচে বেশ কিছু টাকা পাবার ফলে ডিয়ানারও নিজেকে তেমনই আর অসহায় মনে হচ্ছেনা। মার্ক-এর কাছ থেকে কখনও সরে আসতে বাধ্য হলে রোজগারের এই টাকায় বেশ কিছুদিন নিজের থাকা খাওয়ার খরচ সে চালাতে পারবে।

'স্বনির্ভর হবে?' হাসল বেন। 'এত ভাল কথা। তা তোমার ভবিষ্যতের স্বনির্ভরতার প্রমাণ রাখতে আজ আমায় লাঞ্চ খাওয়াচ্ছ ত?'

'খাওয়াতে পারলে খুশিই হতাম,' বলল ডিয়ানা, 'কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, আজ কিমকে লাঞ্চ খাওয়াব বলে কথা দিয়েছি যে।'

'কিমকে যখন লাঞ্চ খাওয়াবে বলে কথা দিয়েছো তখন সেই প্রতিশ্রুতি আমি তোমায় ভাঙ্গতে বলব না। কিন্তু ম্যাডাম, 'আজ বিকেল পাঁচটার পরে কিন্তু কোনও অজুহাত শুনবনা তখন থেকে ঘুমোতে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি শুধু আমার তা মনে রেখো।'

'যো হুকুম, সাব,' ফৌজির মত সেলাম ঠুকে বলল ডিয়ানা।

'মনে থাকে যেন,' বলে ডিয়ানাকে গ্যালারির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল বেন।

'তারপর?' লাঞ্চ সেরে শ্যাম্পেনে আলতো করে ঠোঁট ভিজিয়ে বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে হাসল কিম, 'জীবনে প্রথমবার শো করে ত দারুণ সাড়া ফেলেছিস, তোর

খবর কি বল্, বাণিজ্য কেমন হচ্ছে?'

'মন্দ নয়,' শুকনো হাসি ফুটল ডিয়ানার ঠোঁটে 'এই ত আজই বেলা এগারোটা নাগাদ আরও দু'খানা ছবি বেচলাম নগদ পনেরো হাজার ডলার-এ।'

'তাহলেই দ্যাখ্ তোর ভেতরে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাড়িতে বসে থেকে কিভাবে এতদিন নিজের সময় মিছিমিছি নষ্ট করেছিস। স্বামি এসব মোটেও পছন্দ করেননা। এই এক রেকর্ড এতদিন বাজিয়ে এলি। তবে হ্যাঁ বাপু, স্বামি এতদিনের জন্য বিদেশে গিয়েই তোর কপাল খুলে দিয়েছেন একথা মানতেই হবে।'

'আমি এতদিন বাজে কথা বলিনি রে,' আমতা আমতা করে বলল ডিয়ানা, 'শো করেছি জেনে মার্ক ভীষণ রেগে গেছে, প্যারি থেকে টেলিফোনে আমায় কি ধমকেছে ভাবতে পারবিনা।'

'দাঁত যার আছে সে দাঁত খিঁচোবেই,' শ্যাম্পেনে আবার চুমুক দিল কিম, 'তা সে চারপেয়ে বা দু'পেয়ে যাই হোক না কেন। কিন্তু দাঁত খিঁচোলেও তোর ওকে এত ভয় করার কি আছে?'

'কারণ বাইরের কাজ সেরে মার্ক তার দিন পনেরো বাদেই দেশে ফিরবে', বলল ডিয়ানা, 'বাড়ি ফিরে এলে অশান্তির পরিমাণ আরও বাড়বে, ভয় ওখানেই।'

'অশান্তি যত পারে করুক,' বলতে বলতে গলা নামাল কিম, 'তুই ত এখন আর একা নোস, বেন আছে তোর পাশে, কেমন, ঠিক বলেছি কিনা?'

'তুই নিজেও মেয়েমানুষ, কিম,' লাজুক হাসি ফুটল ডিয়ানার ঠোঁটে। 'তোর চোখে সব ধরা পড়বে এত জানা কথা। হ্যাঁ, বেন আমার মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে তা ঠিক আর সেখানেই দেখা দিয়েছে সমস্যা।'

'শো-এর দিন গ্যালারিতে তোদের দু'জনকে দেখেই প্রশ্নটা মনে এসেছিল,' কিম হাসল, 'তা এতে এত সংকোচের কি আছে! শিল্পী, লেখক এরা সবাই কমবেশী আবেগপ্রবণ হয়। বেন-এর তোকে নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে তাই তোর জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছে। আমার কথা হল, যে ভালবাসা বোঝেনা তাকে ভুলেও ভালবাসতে যাসনা, কিন্তু যে সত্যিই তোকে ভালবাসে তাকে কখনও ফেরাসনা। তুই এমন হাবভাব করছিস যেন বেন তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে।'

'বিশ্বাস কর কিম্' বান্ধবীর হাত দু'হাতে নিয়ে বলল ডিয়ানা, 'সত্যিই ও আমায় বিয়ে করতে চায়, বেন চায় আমি মার্ককে ডিভোর্স করে ওকে বিয়ে করি, তারপরে কম করে ওর দশটা বাচ্চা বিয়োই। তুই-ই বল্, ওর এই প্রস্তাবে সায় দেয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব? দু'চারদিন পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটানো, সে না হয় সম্ভব, কিন্তু মার্ক ফিরে এলে আমায় যে ওর কাছে ফিরে যেতে হবে তা ত বেন নিজেও জানে। না কিম্ আমার সাঁইত্রিশ চলছে, আর তিনবছর বাদে চল্লিশ হবে, দুনিয়ার চোখে আমি এখনই বুড়ি হয়ে গেছি। এই বয়সে আবার বিয়ে করে নতুন করে জীবন শুরু করতে

আমি পারবনা,' বলতে বলতে কান্নায় তার গলায় বুঁজে এল। ফিসফিস করে ডিয়ানা বলল, 'তাছাড়া মার্ককে সেই আঠারো বছর বয়সে ভাল লেগেছিল, ওকে যে একদিন ভালবেসেছিলাম তা ত আজ অস্বীকার করতে পারব না। ওর সঙ্গে জীবনের অনেকটা পথ এখনও আমার পাল্লা দিতে হবে। তাছাড়া.....আমার মেয়ে পিলার সেও বড় হয়ে উঠেছে, এ বছর ষোলয় পড়বে......' আরও কিছু বলতে গেল সে, কিন্তু কান্নায় আবেগে গলা বুঁজে আসায় তা বলা হল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে টয়লেটে ঢুকল ডিয়ানা। চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে এসে বসল।

'তুই যে ভাবে ব্যাপারটা দেখছিস,' দু'হাতে বান্ধবীর গলা জড়িয়ে ধরে কিম বলল, 'তাকে কোনমতেই এড়িয়ে যাওয়া চলেনা। অন্যদিকে বেন-এর দাবিকেও অস্বীকার করা যায়না। হ্যাঁরে, আর কোনও পথ নেই?'

'না,' চোখের জল মুছে নীরবে ঘাড় নাড়ল ডিয়ানা।

'বেন-এর মানসিক প্রতিক্রিয়া কি?'

'আমারই মত ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে,' বুক ভরে দম নিয়ে বলল ডিয়ানা, 'কিন্তু তাই বলে এই বুড়ো বয়সে ওর সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধতে পারবনা।'

'বয়সের কথা যখন বারবার তুলছিস তখন বলতে বাধ্য হচ্ছি নতুন করে ঘর বাঁধার পক্ষে এটা কোনও বাধাই নয়। স্বামি মরলে পঞ্চাশ ষাট বছরের মহিলারাও আজকাল নতুন করে জীবন শুরু করছে। সেখানে তোর বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ, এখনও চল্লিশই হয়নি। আমি বলিকি, স্বামি আর মেয়ের কথা ভেবে নিজেকে আর ঠকাসনে। তার চেয়ে যে সুযোগ এতদিনে এসেছে। দু'হাতে তাকে গ্রহণ করে বুকে জড়িয়ে ধর, এতদিন জীবনকে যে ভাবে চালানোর স্বপ্ন দেখে এসেছিস এবার সেইভাবে চালাতে শুরু কর্।'

'শুধু ঘর বাঁধা ত নয়, বেন সেইসঙ্গে একপাল বাচ্চাবাচ্চাও চায়। এদিকে আমার যে মেয়ে আছে, তার কি হবে?'

'পিলার-এর কথা বলছিস? ও কি যন্তোর তা জানতে আমার বাকি নেই। এই যে একমাসের ওপর বিদেশে ঠাকুরমার কাছে গেছে, এর মাঝে একবারও চিঠি লিখে কি টেলিফোন করে তোর খোঁজ ও নিয়েছে?'

'না।'

'তাহলে মিছিমিছি তুই ওর জন্য ভাবছিস,' কিম হাসল। 'আমার কথা মিলিয়ে নিস, সাবালিকা হলেই ও মেয়ে কোনও বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলের হাত ধরে তোরই চোখের সামনে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে, যাবার সময় তোকে চুমু খাবার কথাও ওর মনে পড়বেনা। ভর সন্ধ্যেবেলা শ্যাম্পেন হাতে কথাটা বললুম দেখিস অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে।' কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই থম্ মেরে রইল, তারপরে গ্লাসে চুমুক দিয়ে কিম বলল।

'মার্ক-এর মত পিলারও কোনও সমস্যা নয়। তোর বয়স কত চলছে বললি, সাঁইত্রিশ? শোন ডিয়ানা, বেন-এর একপাল বাচ্চার মা হবার এই হল উপযুক্ত বয়স, এ সময়কে অবহেলা করিসনা। তাছাড়া মুখে বলেছে বলেই কি বেন সত্যিসত্যি তোকে দিয়ে দশটা বাচ্চা বিয়োতে চায় ভেবেছিস? ও নিছক কথার কথা। আসলে দেখবি দুটো, বড়জোর তিনটে বাচ্চা হবার পরে ও নিজেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা বলতে শুরু করেছে।'

'নাঃ, তুইও দেখছি বেন-এর মতই খ্যাপামো শুরু করলি!' কপাল চাপড়ে আক্ষেপ করল ডিয়ানা। 'বিপদে পড়ে এলাম তোর কাছে বুদ্ধি নিতে, আর তুই আমার ভাবনা আরও বাড়িয়ে দিলি!'

'আমায় মিছেই ভুল বুঝেছিস, ডিয়ানা,' কিম হাসল, 'আমি তোকে সাধ্যমত সাহায্য করতে চাই বলেই হালকা মেজাজে এসব বলছি। যাক, একটা প্রশ্ন করছি, ঠিক ঠিক জবাব দে, বল্‌ত, বেন-কে পেয়ে তুই সত্যিই সুখী হয়েছিস কিনা?'

'যদি সুখের কথা বলিস তাহলে লজ্জা শরম সব ভুলে গিয়ে গিয়ে বলব এত সুখ জীবনে কখনও পাইনি, অন্তত আমার স্বামির কাছ থেকে ত তা কোনওদিনও পাইনি। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমায় বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে রে। মার্ক-এর সঙ্গে ঘর করছি তা প্রায় কুড়ি বছর হতে চলল। কিন্তু কিম্, সত্যি বলছি। বেন, আমার জীবন আসার পর থেকে মার্ক-এর চেহারা, গলার আওয়াজ, চলাফেরা, কিছুই আমার মনে পড়ছেনা, মাঝেমাঝে মনে হচ্ছে মার্ক নয়, বেন-এর সঙ্গেই হয়ত আগাগোড়া ঘরসংসার করছি আমি। গোড়ার দিকে একেক সময় নিজেকে অপরাধী মনে হত, পাপবোধ উঁকি দিত মনের আনাচে কানাচে। কিন্তু এখন যতদিন যাচ্ছে বিয়ে না করেও ওর সঙ্গে একসঙ্গে থাকার ব্যাপারটা ততই গা-সওয়া হয়ে আসছে। বেন আমার মনের মানুষ। আমি তাকে ভালবাসি, এছাড়া অন্য কোনও চোখে এখন আর দেখিনা আমি।'

'এরপরেও বলছিস ওকে ছেড়ে তুই আবার ফিরে যাবি মার্ক-এর কাছে?' ডিয়ানার চোখের দিকে তাকাল কিম্, 'বেনকে ছেড়ে তুই একটা দিনও কাটাতে পারবি ভেবেছিস?'

'কিছুই জানিনা রে,' অসহায় শোনাল ডিয়ানার গলা। 'ছবি আঁকার সূত্রে হয়ত তখনও আমাদের যোগাযোগ থাকবে, মাঝেমাঝে দেখাও হবে, হয়ত তখন......জানিনা, কিম্, আমি সত্যিই জানিনা।'

কোনও মন্তব্য না করে বান্ধবীর ভেঙ্গে পড়া অসহায় মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিম্। কয়েক চুমুকে নিজের গ্লাস শেষ করে সিগারেট ধরাল সে। বেন-এর সঙ্গে ডিয়ানার এই প্রগাঢ় মেলামেশায় পরিণতি কি হবে তা এইমুহূর্তে নিজেও আঁচ করতে পারছেনা কিম্। না পারলেও বেন থম্পসন যে মার্ক ডুরাস নামে এক খিটকেল মেজাজের ফরাসি উকিলের সঙ্গে তার বান্ধবীকে বেশিদিন ভাগাভাগি করতে রাজি

হবেনা সেটুকু এখনই দিব্যি আঁচ করতে পারছে সে।

'মার্ক ফিরে এলে তুই এসব কথা ওকে বলবি নাকি?' ধোঁয়ার রিং উড়িয়ে জানতে চাইল কিম্।'

'তোর কি মাথা খারাপ হল?'

শ্যাম্পেনে শেষ চুমুক দিয়ে বলল ডিয়ানা, 'আবেগ ব্যাপারটাই যে অস্বীকার করে এসব কথা তাকে বলে যেচে কেউ অশান্তি ঘরে এনে তোলে? মানুষটা মামলা মোকদ্দমা নিয়ে দিনরাত মাথা খাটায়, এসব কথা শোনার পরে হয় স্ট্রোক হয়ে যাবে, তখন পড়ব আরেক ফ্যাসাদে, তার চেয়ে দেখা যাক না কি হয়। সেপ্টেম্বর নাগাদ বেন কিছুদিনের জন্য নিউ ইয়র্ক যাবে বলছিল। এর ফলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি চেহারা নেয় তা দেখার মত প্রচুর সময় তখন হাতে পাওয়া যাবে।'

'যদি আমার কোনওভাবে সাহায্য করার থাকে, ডিয়ানা,' বান্ধবীর দু'হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বলল কিম্! 'তাহলে কথা দে সেকথা জানাতে তুই কখনও এতটুকু সংকোচ করবিনা। আমি সবসময় আছি তোর পাশে, থাকবও।'

'তা আমি জানি কিম্,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বান্ধবীর হাতে হাতে রেখে ডিয়ানা বলল, 'কথা দিলাম।'

॥ নয় ॥

মার্গারেটকে বাড়িতে থাকতে বলে গতকাল চিঠি লিখে রেখে এসেছে, তাই কিম-এর গাড়িতে চেপে বাড়ির সামনে এসে নামল বিকেল পাঁচটার আগে বেন-এর সঙ্গে তার আর দেখা হচ্ছেনা। বেন-এর পছন্দের কোনও রেস্তোরাঁয় রাতে ডিনার খাবে দু'জনে, তারপর হয় নাইটশোতে কোনও ছবি দেখবে নয়ত হাতে হাত রেখে পাশাপাশি পা ফেলে হাঁটবে সমুদ্রের ধারে, অথবা অন্য কিছু করে শুতে যাবার আগের সময়টুকু কাটাবে। সন্তানহীন দম্পতিরাও এইভাবেই সময় কাটায়। মার্ক ফিরে আসার আগে এই দুটো হপ্তা বেন-এর সঙ্গে শান্তিতে পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে কাটাতে চায় ডিয়ানা, জানে বেন নিজেও সেইভাবেই পড়ে থাকা সময়টুকু কাটাতে চায় একইভাবে।

'মিসেস ডুরাস?' সদর দরজা খুলে ড্রয়িংরুমে পা দিতেই মার্গারেট-এর মুখোমুখি হল ডিয়ানা, তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল সে, দেখল তার দু'চোখে ফুটে উঠেছে একরাশ উৎকণ্ঠা।

'প্যারি থেকে আপনার দুটো ফোন এসেছিল,' বলতে গিয়ে মার্গারেটের গলা কেঁপে উঠল, 'মঁশিয়ে ডুরাস-এর মা মাদাম ডুরাস ফোন করেছিলেন। আপনাকে যত শীগগির সম্ভব ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন। এই নম্বরটা দিয়েছেন।' বলে কাগজের গাদা হাতড়ে একচিলতে কাগজ তুলে দিল দিল তার হাতে।

'যত শীগগির সম্ভব যোগাযোগ করতে বলেছেন,' মার্গারেটের মুখে শোনা এই

ক'টি কথা অজানা আশংকার ঝড় তুলল ডিয়ানার বুকে—তাহলে কি কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে? কে হতে পারে, পিলার না মার্ক? মনের কি বিচিত্র গতি—দিনরাতের ঘুম যে কেড়ে নিয়েছে সেই বেন-এর মুখ, তার স্মৃতি নিমেষে মুছে গেল মন থেকে, শাশুড়ি কেন ফোন করেছেন তার কারণটা উদ্বেগ হয়ে সূঁচের মত খোঁচাতে লাগল।

মার্গারেটের দেয়া নম্বরে টেলিফোন করে শাশুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করল ডিয়ানা।

'ডিয়ানা?' কেটে কেটে বললেন তার শাশুড়ি— 'পিলার মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করেছে, মাথায় আর পায়ে মারাত্মক চোট লেগেছে, দু'পায়ের কোনটাতে সাড় নেই, ডাক্তার বলছে পক্ষাঘাত।'

'পিলার আছে কোথায়?' থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জানতে চাইল ডিয়ানা।

'আমেরিকান হাসপাতালে।'

'আপনার ছেলে ইয়ে মার্ককে খবর দিয়েছেন?'

'মার্ককে খুঁজে পাচ্ছিনা,' শাশুড়ির কান্না জড়ানো গলা ভেসে এল। '.......ও আছে গ্রিসে। এখান থেকে আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আগামিকাল নাগাদ মার্ক এখানে ফিরে আসতে পারে বলেই মনে হচ্ছে। ডিয়ানা..... তুমি এখানে আসতে পারবে?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,' হঠাৎ একরাশ আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে যেন ভর করল তার দেহে, 'আমি আজই রাতের ফ্লাইট ধরছি।' শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে—বিকেল চারটে বাজতে দশমিনিট বাকি, ডিয়ানা জানে সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ প্যারির একটা ফ্লাইট আছে, মার্ক প্যারিতে যেতে হলে প্রায়ই এই ফ্লাইট ধরত, বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ঐ ফ্লাইট পৌঁছোয় প্যারিতে।

'......আমি বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাব......' শাশুড়িকে আশ্বাস দিল ডিয়ানা,' 'পিলারকে যে ডাক্তার দেখছেন তাঁর নাম কি?' ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করব কোন নম্বরে?'

'.....ওঃ! ডিয়ানা', ডাক্তারের বাড়ির টেলিফোন নম্বর বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো তার শাশুড়ি মাদাম ডুরাস, ধরাগলায় বললেন, 'তখন মার্ককে বারবার বললাম এতবড় মোটর সাইকেল মেয়েকে কিনে দিওনা, এটা ওর চেয়ে অনেক বড়, ও এটা সামলাতে পারবেনা। কেন যে তখন আমার কথা ও কানে তুললনা জানিনা.....'

'কিনে দিতে আমিও মানা করেছিলাম', ডিয়ানা বলল। 'ছোট বড় কোনও মোটর সাইকেলই আপনার নাতনিকে কিনে দেবার ইচ্ছে আমার ছিলনা। আচ্ছা, হাসপাতালে পিলারের কাছে কে আছে?'

'আমাদের নার্স আছে, তাছাড়া আর কে থাকবে?'

'হতে পারে,' গলা অল্প চড়াল ডিয়ানা 'কিন্তু আমার মেয়ে সারারাত একা থাক তা আমার ইচ্ছে নয়।'

'বেশ,' শাশুড়ির গায়ে জ্বালা ধরানো গলা ভেসে এল, 'আমি অ্যাঞ্জেলিনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পিলারের কেবিনের বাইরে বারান্দায় ও বসে থাকবে।'

'ভেতরে ত ওকে থাকতে দেবেনা ওরা। আমি নিজে কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই যাব।'

অ্যাঞ্জেলিন? শাশুড়ির কথা শুনে দাঁতে দাঁত পিষল সে—শ্বশুরবাড়িতে যে ক'জন কাজের মেয়ে আছে, অ্যাঞ্জেলিন তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো, থুত্থুরে বুড়ি, কানে খাটো, নিজের মনে বিড়বিড় করে বকে একগাদা কাজের লোক থাকতে শাশুড়ি ঐ অপদার্থ বুড়িকে কেন হাসপাতালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলে তাই ভেবে পেল না ডিয়ানা।

'রাখছি, ম্যামি,' বলতে গিয়ে তার নিজের গলা ধরে এল, '.......যত শীগগির সম্ভব আমি রওনা হচ্ছি। আগামিকাল পৌঁছে যাব আশা করছি।'

'ডাক্তারের নাম লিখে নাও। 'শাশুড়ি বললেন, 'ডিউবার্ট কার্শম্যান, বাড়ির ফোন নম্বর.......

শাশুড়ির সঙ্গে কথা শেষ করে ডঃ কার্শম্যানের নম্বরে যোগাযোগ করল ডিয়ানা, কিন্তু সেই নম্বরে কেউ সাড়া দিল না। আমেরিকান হাসপাতালেও টেলিফোন করল ডিয়ানা, সেখানকার কর্তৃপক্ষ জানাল মাদমোয়াজেল ডুরাস এখন তার কেবিনে বিশ্রাম নিচ্ছে, যদিও তার জ্ঞান এখনও ফেরেনি। সম্ভবত কাল সকাল নাগাদ ওর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হবে। দুর্ঘটনা ঘটেছে কান-এ, সেখান থেকে আহত অবস্থায় রুগীকে প্লেনে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে হাসপাতালে।

'পিলার! আমার পিলার!' দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ডিয়ানা 'এত মানা করলাম তবু আমার কথা কানেই তুললিনা। দ্যাখ্ ত এখন হাসপাতালে কেমন কষ্ট পাচ্ছিস?'

'বেশি চোট লেগেছে?' পাশে দাঁড়ানো মার্গারেট চাপাগলায় জানতে চাইল। 'জানিনা শাশুড়ি ত বললেন মাথা আর পায়ে মারাত্মক চোট লেগেছে, পায়ে সাড় নেই। পরের প্লেন আমার ধরতেই হবে মার্গারেট।'

'আপনি তৈরি হয়ে নিন,' একই রকম চাপাগলায় বলল মার্গারেট, 'আমি আপনার ব্যাগ গুছিয়ে দিচ্ছি।'

রওনা হবার আগে আরও দু'জনকে টেলিফোন করতে হবে—দমিনিক আর বেনকে। মগজের অসংখ্য কোষ ছড়ানো ছেটানো ভাবনাগুলোকে এক জায়গায় আনতে গিয়ে আনমনে দমিনিকের টেলিফোন নম্বর ঘুরিয়ে ফেলল।

'মাদাম ডুরাস বলছি,' দমিনিকের চেনা গলা ভেসে আসতে দাঁতে দাঁত পিষে বলল ডিয়ানা। দমিনিকে তার স্বামির দেশের মেয়ে, এই ফরাসি মাগিটাই আমার শো-এর

খবর রাতারাতি টেলিফোন করে পৌঁছে দিয়েছিল তার মনিব মার্ক-এর কানে, মনে মনে চাপা আক্রোশে বিড়বিড় করল সে।

'তোমার মনিব ইয়ে-মঁশিয়ে ডুরাস কোথায়?'

'কোথায় আমি কি করে বলব,' তেরিয়া মেজাজে বলেই নিজেকে সামলে নিল দমিনিকে, 'মামলার তদবির করতে উনি কখন কোথায় থাকেন তার ঠিক আছে?'

'শোন, পিলার আমাদের একমাত্র মেয়ে প্যারিতে ওর ঠাকুরমার কাছে গেছে গরমের ছুটিতে,' ভেতরের চাপা রাগ শান্ত রেখে বলল ডিয়ানা, 'খানিক আগে আমার শাশুড়ি মানে মঁশিয়ে ডুরাসের মা প্যারি থেকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন ওঁর নাতনি মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। খবরটা যে করেই হোক তাড়াতাড়ি মঁশিয়ে ডুরাসকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো।'

'খবরটা শুনে খুব খারাপ লাগছে মাদাম ডুরাস।' দমিনিকের তেরিয়া গলা এতক্ষণে ঠাণ্ডা শোনায়, 'কথা দিচ্ছি যেভাবেই হোক কাল সকালের মধ্যে মঁশিয়ে ডুরাসের সঙ্গে যোগাযোগ করব, ওঁকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলব।'

'আমি আজ রাতের ফ্লাইটে প্যারি যাচ্ছি,' নিজের গলা ডিয়ানার নিজের কানে গম্ভীর শোনাল, 'মঁশিয়ে ডুরাসকে খুঁজে বের করে ওখানে যেতে বলো তারপরে ওঁর মাকে ডেকে সেকথা জানাও। পিলার, মানে আমার মেয়ে প্যারির আমেরিকান হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মঁশিয়ে ডুরাসকে বোল ওর মাথায় আর দু'পায়ে সাংঘাতিক চোট লেগেছে। পায়ে সাড় নেই। এয়ারলাইনকে আমার জন্য একটা ফার্স্ট ক্লাস টিকেট কাটতে বলো, এয়ারপোর্ট থেকে জোগাড় করে নেব। এছাড়া ব্যাংকে ফোন করে বলো আমার এক্ষুনি কম করে দশ হাজার ফ্রাঁ দরকার, প্লেন ছাড়ার আগে টাকাটা হাতে পেলেই হবে, রাখছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে মার্গারেট গোছগাছ করা ব্যাগ এনে সামনে সোফায় রাখল। ব্যাগের ভেতরটা একপলক দেখে রিসিভার তুলে গ্যালারিতে বেন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল ডিয়ানা।

'বেন থম্পসন বলছি,' ওপাশ থেকে চেনা গলা ভেসে এল, 'কে, ডি?'

'হ্যাঁ, শোন, প্যারিতে আমায় মেয়ে পিলার মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা বাধিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আমি খানিকবাদে ওখানে যাবারর প্লেন ধরছি।'

'পিলার ছেলেমানুষ, মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে সে দুর্ঘটনা বাধাতেই পারে।' আশ্বস্ত করার গলায় বলল বেন, 'কিন্তু তাই বলে তোমার গলা কাঁপবে এ কেমন কথা? ব্যাপারটা সহজভাবে নাও, দেখবে দুশ্চিন্তার স্রোত পালানোর পথ পাচ্ছেনা। মেয়ে তোমার ঠিকই সেরে উঠবে। ইয়ে, আমি তোমার ওখানে গেলে কেউ কিছু মনে করবেনা ত?'

'না বাপু, তুমি চটপট চলে এসো,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ডিয়ানা। মিনিট

দশেকের ভেতর বেন এসে হাজির হল। ডিয়ানার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দেবার গলায় বেন বলল, 'অত ভয় পাচ্ছো কেন? মেয়ে তোমার ঠিকই সেরে উঠবে।'

'মার্কের মা টেলিফোনে বলেছেন পিলারের পায়ে সাড় নেই,' বলতে বলতে মার্গারেটের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে বেন-এর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ডিয়ানা।

'অনেক সময় আঘাত লাগলে এমন হতেই পারে,' স্বাভাবিক গলায় বলল বেন, 'এই ধরনের পক্ষাঘাত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক ভাবে ঘটতে দেখেছি আমি তাছাড়া তুমি এখনও ওখানে যাওনি। হাসপাতালে ডাক্তারদের সঙ্গে কোনও কথাবার্তাও হয়নি, কাজেই আগে থেকে এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?'

'ওঃ বেন,' কান্নাভেজা চোখে প্রণয়ীর চোখের দিকে তাকাল ডিয়ানা, 'পিলারের ব্যাপারে কত দুর্ভাবনা যে মাথায় আসছে ভাবতে পারবেনা।'

'আজেবাজে দুর্ভাবনা মোটেও মনে ঠাঁই দেবেনা। ওখানে গিয়ে না পৌঁছোনো পর্যন্ত ধৈর্য ধরো, কারণ এছাড়া অন্য উপায় নেই।' ডিয়ানার চোখের দিকে তাকাল বেন, 'সত্যি করে বলো, আমি যাব তোমার সঙ্গে, গেলে খুশি হবে তুমি?'

'তুমি গেলে আমি সত্যিই নিশ্চিন্ত হতাম, বেন,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিয়ানা, ম্লান হেসে বলল, 'কিন্তু তা হবার নয়। তবু যেচে বলার জন্য তোমার অজস্র ধন্যবাদ।'

'শোন, দরকার পড়লেই আমায় খবর দেবে, বুঝলে? আমি সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাব। বলো, কথা দিচ্ছ ত?'

'দিচ্ছি,' ঘাড় নেড়ে সায় দিল ডিয়ানা, তারপরে বলল, 'আমার একটা কাজ করে দেবে? কিমকে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবে আমার কথা?'

'আমার করতে অসুবিধা নেই,' বেন 'কিন্তু কিম যদি অন্যরকম কিছু ভেবে বসে?' এবার বেন-এর চোখেমুখে ফুটে উঠল দুর্ভাবনার ছাপ।

'না, কিম অন্যরকম কিছুই ভাববেনা,' ডিয়ানা তাকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'আজ দুপুরে লাঞ্চ খেতে খেতে আমাদের গড়ে ওঠা সম্পর্কের কথা ওকে বলেছি। কিম বলল শো-এর দিন রাতেই তোমার সঙ্গে আমায় দেখে এমনই কিছু অনুমান করেছিল। তাহলেও কিম তোমাকে আর সবার চেয়ে অন্যরকম বলে ভাবে।' বলতে বলতে বেনকে আবার জড়িয়ে ধরল ডিয়ানা, তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল। 'তোমার বাড়িতে আর একটিবার যাবার বড্ড সাধ হয়েছিল বেন.....ওখানে গেলে মন আপনিই শান্ত হয়ে আসে।'

'তুমি আমার ওখানে যাবে, ডি, খুব শীগগিরই যাবে।'

'কথা দিচ্ছ?'

'কথা দিচ্ছি। এবার চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।' ডিয়ানা তার বুকে মুখ গুঁজে দু'চোখ বুঁজেছিল, তার কথা শুনে দু'চোখ একবার খুলেই আবার বুঁজে ফেলল। 'তুমি সুস্থ

আছো ত, ডিয়ানা?' বেন-এর পেছন পেছন পা টিপে টিপে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। আর ঘন্টা খানেকের মধ্যে তাকে পৌছোতেই হবে এয়ারপোর্টে।

হাসপাতালে পৌছে মেয়েকে যেন জীবিত দেখে, এয়ারপোর্টে যাবার পথে কায় মনোবাক্যে শুধু এই প্রার্থনাই করল ডিয়ানা, আপন মনে গাড়ি চালাতে লাগল বেন, ইচ্ছে করেই তাকে বিরক্ত করল না।

'কি বলছ তুমি দমিনিকে? আমার ত বিশ্বাস করতেই মন চাইছে না! পিলারের দুর্ঘটনার খবর ডিয়ানা আমায় দিতে বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মঁশিয়ে ডুরাস,' মাউথপিসে মুখ রেখে গলাটা ঝেড়ে নিল মার্ক-এর সেক্রেটারি, 'মাদাম ডুরাস-এর কথামতই আমি খবরটা দিচ্ছি আপনাকে। আপনার মেয়ে পিলার প্যারির আমেরিকান হাসপাতালে আছে, দুর্ঘটনায় ওর মাথা আর পায়ে খুব চোট লেগেছে। দু'পায়ের একটাতেও সাড় নেই। পিলারকে যিনি দেখছেন সেই ডঃ কার্শম্যান আজই সকালে প্রায় তিনঘণ্টা আগে অপারেশন করেছেন ওর মাথায়। ডঃ কার্শম্যানের সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি, উনি বললেন আপনার মেয়ের জ্ঞান এখনও ফেরেনি ঠিকই, হবে ওর অবস্থা আগের চেয়ে ভাল......'

'ধন্যবাদ, দমিনিকে......' সুগন্ধী মাখা রুমালে চোখের কোল বেয়ে গড়ানো জল মুছতে মুছতে শান্ত স্বাভাবিক গলায় মন্তব্য করল মার্ক, '.......আমি এখুনি বেরিয়ে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, আজ রাতেই প্যারিতে পৌছোচ্ছি।.....' রিসিভার নামিয়ে রেখে মোবাইল ফোনে মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল মার্ক, 'ডুরাস বলছি, আজই এখুনি আমায় প্যারিস যেতে হবে, প্লেনের একটা টিকেট এক্ষুনি কেটে পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ, বিশেষ জরুরি বলেই যেতে হচ্ছে, আমার একমাত্র মেয়ের দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে হাসপাতালে আছে, তাকে দেখতেই যাচ্ছি, আমি। হ্যাঁ, মামলার পরের শুনানির দিন আমি হাজির থাকতে না পারলে সে খবর আগেই জানিয়ে দেব আপনাকে আর তখন আপনাকে একটা তারিখ নিতেই হবে। তাহলে ঐ কথাই রইল, প্লেনের টিকিটি যত তাড়াতাড়ি পারেন কেটে পাঠিয়ে দিন। নিজে এসে দিয়ে যান মাদমোয়াজেল শাঁতালের হাতে। আচ্ছা, ছাড়ছি।' এরিয়াল ভাঁজ করে সেটটা পাশে রেখে শাঁতালের দিকে চোখ তুলে তাকাল মার্ক।

'তোমার মেয়ে তার মানে পিলারের দুর্ঘটনা ঘটেছে?' জানতে চাইল শাঁতাল 'এখন আছে কেমন?'

'জানি না শাঁতাল, আমি কিছুই জানিনা......' কান্নায় তার গলা বুঁজে এল, ডিয়ানার নিষেধ না শুনে মেয়েকে মোটর সাইকেল কিনে দেয়ার জন্য এইমুহূর্তে তার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।'

॥ দশ ॥

চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে ট্যাক্সিতে চেপে ডিয়ানা রওনা হল আমেরিকান হাসপাতালের দিকে। গোটা রাত একবারের জন্যও দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে, গোটা আকাশপথটুকু চেয়ারের পিঠে ঠেশ দিয়ে কাটিয়েছে নিদ্রাহীন দু'চোখ মেলে। পথ শ্রমের ক্লান্তি অনিদ্রা, তার সঙ্গে একরাশ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে পড়তে চাইছে।

'জোরে ভাই! দোহাই, আরেকটু জোরে চালান! ট্যাক্সিচালককে মিনতি করল ডিয়ানা, 'আমার একমাত্র মেয়ে ঐ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। দুর্ঘটনায় তার পায়ের সাড় চলে গেছে, মাথাতেও দারুণ চোট লেগেছে। আমি অনেক দূর......সান ফ্রান্সিসকো থেকে এসেছি।'

বুলেভার্ড ভিক্তর হুগোয় আমেরিকান হাসপতালের বিশাল কাচের দরজার সামনে ট্যাক্সি ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওয়ালেট খুলে একটা একশো ফ্রাঁর নোট চালকের হাতে গুঁজে 'মারসি বকু' বলে ধন্যবাদ জানিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে পড়ল ডিয়ানা। দরজা ঠেলে ভেতরে কিছুদূর এগিয়ে এসে রিসেপশন ডেসকের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডেসকের ওপাশে এক মাঝবয়সী নার্স বসে, কাঁধের ব্যাজ দেখে তাঁকে মেট্রন পদমর্যদার বলেই তার মনে হল।

'হ্যাঁ, বলুন মাদাম, কাকে চান, কোথায় যাবেন?' চোখে মুখে একরাশ বিরক্তি ফুটিয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

'আমার মেয়ে পিলার ডুরাস শুনলাম এখানে ভর্তি হয়েছে।' ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসি মেশানো ইংরেজিতে বলল ডিয়ানা, 'তাকে একবার দেখব বলে এসেছি।'

'সামনে এলিভেটরে চেপে চারতলায় চলে যান, ওখানে চারশো পঁচিশ নম্বর কেবিন...' কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে দায়সারাভাবে বললেন মহিলা।

এলিভেটর চারতলায় এসে থামতে আরও ক'জনের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল ডিয়ানা। নানা বয়সের ডাক্তার আর নার্সেরা তার আশপাশ দিয়ে পা চালিয়ে যে যার ওয়ার্ডে যাচ্ছে, তাদের মাঝখানে নিজেকে তার বড্ড একা আর অসহায় মনে হল। বাড়ি থেকে ছ'হাজার মাইল দূরে সে একা খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের একমাত্র অসুস্থ মেয়েকে অনেকক্ষণ আগেই হয়ত যে মারা গেছে। ডাক্তার আর নার্সদের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল এদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর মত ফরাসি শব্দ নিশ্চয়ই আর তার জানা নেই। আত্মবিশ্বাস হারানোর শেষমুহূর্তে ডিয়ানার চোখে পড়ল একতলার মত এখানে এই চারতলাতেও খানিক তফাতে ডেসকের ওপাশে বসে আছেন মেট্রন পদমর্যাদার এক নার্স। একটানা দুর্ভাবনা আর রাত জাগার ফলে যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে

পড়তে চাইছে, দু'চোখ ভরে উঠেছে জলে। ক্লান্ত পা ফেলে সে কোনমতে এসে দাঁড়াল ডেসকের সামনে।

'এখানে চারশো পঁচিশ নম্বরে ভর্তি আছে পিলার ডুরাস, আমি তার মা, খবর পেয়ে দেখতে এসেছি সান ফ্রানসিসকো থেকে।' যুবতী নার্সটি ফরাসি জেনেও নিখুঁত ইংরেজিতে গড়গড় করে বলল ডিয়ানা।

'ডুরাস?' সামনে রাখা ক্লিপ আঁটা পুরু কাগজের চার্টে একবার চোখ বুলিয়ে মুখ তুলে নার্সটি তাকাল, সামনে দাঁড়ানো যুবতী উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে দেখে ইংরেজিতে বলল, 'মাদাম ডুরাস, আপনার কি শরীর ভাল নেই?'

'একটু বসতে পেলেই ঠিক হয়ে যাবে,' কোনমতে কথাগুলো বলল সে। পরমুহূর্তে ডিয়ানার মনে হল আশপাশে হেঁটে চলে বেড়ানো মুখগুলো কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে আসছে.....একইসঙ্গে কানের ভেতর কেমন যেন, একটানা আওয়াজ হচ্ছে সে শুনতে পেল।

বেলা শেষের সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুব দেবার মত মনে হচ্ছে আশপাশের চলন্ত অথচ ফ্যাকাশে ধূসর মুখগুলোকে, টিভি প্রোগ্রাম শেষ হবার সময় যেমন দেখায় তেমনই ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে মুখগুলো।

'মাদাম ডুরাস? মাদাম ডুরাস?'

নার্স যুবতীর গলা কানে যেতে ডিয়ানার মানসিক ক্লান্তি অর্ধেক দূর হয়ে গেল। কি মিষ্টি......কি অদ্ভুত মিষ্টি ওর গলা, শুনলে অশান্ত হৃদয়ের সব অস্থিরতা নিমেষে কেটে যায়। আচমকা ডিয়ানা টের পেল অনেকগুলো অচেনা নারীপুরুষ এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তার চারপাশে, গলায় ঝোলানো স্টেথো দেখে তারা সবাই ডাক্তার তা টের পেল সে। মাথার ওপর ঠাণ্ডা ছোঁয়া অনুভব করতে বুঝল সেখানে আইসব্যাগ চেপে ধরেছে কেউ। খানিক আগে ঝাপসা হয়ে আসা মুখগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সূর্যটা কি ডুবে যেতে যেতে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এল? ডিয়ানা পা বাড়াতে যেতেই একজন হাত ধরে টেনে তাকে থামিয়ে দিল। চাপাগলায় ডাক্তাররা কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে, ডিয়ানা কান খাড়া করে শুনে বুঝল তারা তাকে এমার্জেনসি ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করার কথা আলোচনা করছে।

'.....না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি,.....' জোর গলায় বলে উঠল ডিয়ানা, '.......সান ফ্রানসিসকো থেকে পুরো ছ'হাজার মাইল ঠায় বসে এসেছি, একবারের জন্য ঘুমোতে পারিনি। বিশ্বাস করুন, এতদূর না ঘুমিয়ে আসার ফলে আমি খুব ক্লান্ত, এছাড়া, আমি মোটেও অসুস্থ নই। আমার মেয়ে পিলার.......পিলার ডুরাসকে দেখব বলেই আমি এসেছি......'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তার একটা চেয়ার নিয়ে এল, বাকি সবাই ধরে ধরে বসিয়ে দিল তাকে। একজন এক গ্লাস জলও এনে দিল। জল খেয়ে তার

নিজেকে অনেকটা সুস্থ মনে হল। ডিয়ানাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে ডাক্তাররা যে যার ওয়ার্ডে চলে গেল। শুধু সেই যুবতী আর একজন মাঝবয়সী নার্স রয়ে গেল ডেসকে।

ওয়ার্ডের দিকে এগোল ডিয়ানা দেখল দু'জন নার্স ছাড়া তার ধারে কাছে আর কেউ নেই।

'আপনাদের বিব্রত করার জন্য আমি দুঃখিত,' বলল ডিয়ানা।

'বিব্রত হবার মত কিছুই ঘটেনি।' কমবয়সী নার্স যুবতী একই মিষ্টি গলায় বলল, 'এতদূর থেকে এসে আপনি স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আরেকটু সুস্থ হয়ে নিন, তারপর আমরা আপনাকে আপনার মেয়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ,' আরেক ঢোঁক জল খেয়ে বলল ডিয়ানা, 'আচ্ছা, ডঃ কার্শম্যান কি এখন আছেন?'

'আজ দুপুরের পরেই উনি চলে গেছেন,' যুবতী নার্সটি বলল, 'সারারাত ওঁকে পিলারের কাছে থাকতে হয়েছে, আপনার মেয়ের অপারেশন করতে হয়েছে।'

'কোথায়, পায়ে?'

'না, মাথায়।'

'ও এখন সুস্থ আছে ত?'

'ওর অবস্থা এখন আগের চেয়ে যথেষ্ট ভাল,' থেমে থেমে নার্সটি জবাব দিল। 'আসুন, আপনি নিজের চোখেই দেখে যান।'

ধরে ধরে যুবতী নার্সটি ডিয়ানাকে একটা লম্বা হলঘরের শেষ মাথায় নিয়ে এল। সামনে সাদা রং-এর দরজা। ডিয়ানার মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নার্স ধীরে ধীরে দরজা খুলল, তাকে ভেতরে যাবার ইশারা করল। এতক্ষণ যেন ডিয়ানার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, দরজার ওপাশে পা বাড়াতে টের পেল গা জুড়োনো ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে তার ফুসফুসে।

আরও কয়েক পা এগোতে পিলারকে দেখতে পেল ডিয়ানা—দুধের মত ধপধপে সাদা বিছানায় শুয়ে আছে পিলার, মাথা থেকে পা পুরু ব্যাণ্ডেজে মোড়া, খাটের পাশে দাঁড় করানো কতগুলো অদ্ভুত যন্ত্র, সেইসব যন্ত্র থেকে কতগুলো সরু নল বেরিয়ে এসে ঢুকেছে পিলারের ব্যাণ্ডেজে মোড়া শরীরের নানা প্রান্তে। যন্ত্রের পাশে কম করে তিনটে মনিটর, তাদের কাচের পর্দায় দুর্বোধ্য রিপোর্ট থেকে থেকে ফুটে উঠছে। পুরু ব্যাণ্ডেজের ভেতর থেকে মুখের যে অংশটুকু বেরিয়ে আছে তা দেখে পিলারকে ভাল করে চেনা যাচ্ছে না, অসংখ্য সরু নলের আড়ালে তার মুখের সেই অংশটুকু বিকৃত দেখাচ্ছে।

মেয়েকে ঐরকম অসহায় অবস্থায় দেখেও নিজেকে স্থির রাখল ডিয়ানা, কাঁধের ঝোলাটা মেঝেতে নামিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে খাটের কাছে দাঁড়াল, হেসে বলল,

'এই যে সোনা, ও আমার সোনা, মামণি এসে গেছে।' ঘরের ভেতরে যে বয়স্ক নার্স একদৃষ্টে মণিটারের দিকে তাকিয়েছিলেন আর যুবতী নার্স দু'জনেই মুখ তুলে তাকাল তার দিকে, বুকের ভেতর থেকে উথলে ওঠা কান্নার স্রোতকে চেপে রেখে কত কষ্টে ডিয়ানা জোর করে হাসার চেষ্টা করছে তা তাদের নজর এড়ালনা।

ডিয়ানার গলা কানে যেতে পিলার, অথবা বিছানায় পড়ে থাকা পুরু ব্যাণ্ডেজ মোড়া সেই দেহের ভেতর থেকে ভেসে এল অস্পষ্ট গোঙানি, পিলার যে চোখ মেলে তাকে দেখছে তা লক্ষ করল ডিয়ানা। পিলারের দু'হাতের মধ্যে যাতে চোট লাগেনি তা আলতো করে তুলে ধরলেন দু'হাতে। সরু আঙ্গুলগুলোতে চুমু খেয়ে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে মা আমার, তুমি একদম ভেবোনা, তুমি আবার সেরে উঠবে।'

পিলার কিছু বলতে চাইল কিন্তু বীভৎস গোঙানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলনা ডিয়ানা।

'উঁহু,' চাপাগলায় বলল ডিয়ানা, 'এখন একটি কথাও নয়, তুমি পরে আমার সঙ্গে কথা বলবে, কেমন?' আমি ত আছি তোমার পাশে, সোনা!' চাপাগলায় বললেও নিজের গলা ডিয়ানার নিজের কানে অদ্ভুত দৃঢ় শোনাল।

'আ......আ.....মি.....' ব্যাণ্ডেজে মোড়া মাথা নেড়ে পিলার কি যেন বলতে চাইছে বলে ডিয়ানার মনে হল।

'উঁহু, কথা বোলনা, সোনা,' মেয়েকে কথা বলতে আবার মানা করল সে, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকাতে বুঝল কিছু বলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সে।

'ওকি কিছু চাইছে,' মাঝবয়সী নার্স-এর চোখের দিকে তাকাল ডিয়ানা, ফিসফিস করে জানতে চাইল তার মেয়ে কোনও ব্যথা বা যন্ত্রণার কথা বলতে চাইছে কিনা। নার্স ঝুঁকে পড়ে বোঝার চেষ্টা করল পিলার কি বলতে চায়, কিন্তু বুঝতে পারল কিনা তার চোখমুখ দেখে তা বুঝতে পারলনা ডিয়ানা।

'মা....মণি.....তু....তুমি এসেছো ভারি ভাল লাগছে.....' ফিসফিস করে বলার মত বারবার থেমে কেটে কেটে কথাগুলো বলল পিলার, শুনে চেষ্টা করেও চোখের জল ধরে রাখতে পারলনা ডিয়ানা, মেয়ের হাত দু'হাতে ধরে ঝুঁকে তার মুখের কাছে মুখ এনে বলল ডিয়ানা, নিজেরও ভাল লাগছে, মামণি। বারবার কথা বোলনা। লক্ষ্মী সোনা। আগে সেরে ওঠো, তখন অনেক কথা বলব আমরা, আমাদের মত অনেক কথা জমে আছে।'

ঘাড় নেড়ে মায়ের কথায় সায় দিয়ে চোখ বুঁজল পিলার। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডিয়ানা।

'অপারেশনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ও মানে পিলার যেন কাউকে খুঁজছিল', বয়স্ক নার্সটি বললেন ডিয়ানাকে, 'জ্ঞান হবার পরে আপনি আসার আগেও ওর চাউনি দেখে তাই মনে হচ্ছিল। এখন বুঝতে পারছি যাকে খুঁজছিল সে আপনি ছাড়া কেউ নন।

মাদাম ডুরাস, এখন মনে হচ্ছে আপনি আসার ফলে ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।'

প্রায় দু'ঘন্টা পরে চোখ মেলল পিলার, দেখল মা তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'তুমি আরেকটু ঘুমোও, সোনা,' পিলারের মুখের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে বলল ডিয়ানা।

'ডগি,'........' পিলারের কথা স্পষ্ট শুনতে পেল ডিয়ানা, 'আমার ডগিকে নিয়ে এসেছো?'

ডগি! মেয়ের কথা শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারলনা ডিয়ানা। খুব ছোটবেলায় লাল হলুদ কাপড়ে মোড় তুলোর তৈরি একটা কুকুর পুতুলকে নিয়ে দিনরাত পড়ে থাকত। পরে সে বড় হয়ে ওঠার পরে সব পুতুলের মত তার আদরের ডগি-ও হয়েছিল অবহেলার বস্তু, ধুলোময়লা গায়ে মেখে বেচারা ঠাঁই পেয়েছিল বাড়ির ফেলাছড়া জিনিসের গুদামঘরে। অনেকদিন পরে ডিয়ানা পিলারের ডগিকে তুলে এনে আশ্রয় দিয়েছিল নিজের স্টুডিওর এককোণে এক বাতিল কাঠের শেলফে। কিন্তু সেত অনেকদিন আগের ঘটনা, পিলার তখন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। এতদিন বাদে সেই বাতিল ডগিকে হাতের নাগালে পেতে চাইছে কেন পিলার, সেকি ফিরে যেতে চাইছে হারানো শৈশবে? নাকি.....একটা প্রবল সন্দেহ মুহূর্তের জন্য উঁকি দিল তার মনে, দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত লাগার ফলে পিলারের কি স্মৃতিশক্তি লোপ পেল? পিলার কি ভুলে গেল যে আর কদিন পরেই ও ষোলয় পা দেবে?

'মাদাম ডুরাস?' মুখ তুলে তাকাতে ডিয়ানা দেখল মাঝবয়সী নার্স কখন চলে গেছে, তার জায়গায় এসেছে অন্য একজন।

'বলুন?'

'কতক্ষণ হল এসেছেন এবার একটু বিশ্রাম নিন না? পাশের ঘরে আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'এখন ক'টা বাজে?'

'প্রায় এগারোটা।'

এগারোটা, মনে মনে হিসেব কষল ডিয়ানা, তার মানে সান ফ্রানসিসকোতে এখন রাত দুটো। বাড়ি ছেড়ে বেরোনোর পরে চব্বিশ ঘন্টাও কাটেনি কিন্তু মনে হচ্ছে স্বপ্নের ভেতর কয়েক ঘন্টা কেটে গেছে।

'ও কেমন আছে?' ইশারায় মেয়েকে দেখাল সে।

'একই রকম,' কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে জবাব দিল নার্স।

'ডাক্তার আবার আসবেন?' বলতে গিয়ে তার গলা আপনিই চড়ে গেল, পাঁচ ঘন্টা ধরে সে এখানে পিলারের পাশে আছে এর মধ্যে একবারও তিনি তাকে দেখতে আসার দরকার মনে করলেনা? মার্ক-এরই বা কি হল? ওকি আসবেনা? হাতের

কাছে পেলে সবক'টাকে ঢিট করব মনে মনে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে বলে উঠল সে।

'ডাক্তার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ফিরে, আসবেন', নার্স বললেন, 'ততক্ষণ আপনি একটু বিশ্রাম নিতে পারতেন। ইচ্ছে করলে আপনি বাড়িও যেতে পারেন। মাদমোয়াজেলকে আমরা আরেকটা ইঞ্জেকশন দিয়েছি, ও আরও কিছুক্ষণ ঘুমোবে।'

'আমি যাচ্ছি,' ডিয়ানা বলল 'একটা নম্বর দিচ্ছি, দরকার হলে ঐ নম্বরে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। টেলিফোন পেলেই আমি চলে আসব। আচ্ছা, ও আর কতক্ষণ ঘুমোবে?'

'চার, পাঁচ এমনকি ছয় ঘন্টা,' নার্স বলল, 'যতক্ষণই ঘুমোক তিনটের আগে ও চোখ মেলবেনা এটুকু বলতে পারি। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন কথা দিচ্ছি, কোনও প্রয়োজন হলে বা ও চোখ মেলার পরে আপনাকে দেখতে চাইলেই আমি নিজে আপনাকে টেলিফোন করব।'

পিলারের ঠাকুরমার টেলিফোন নম্বর লিখে পিলারের দিকে তাকাল ডিয়ানা, দু'চোখ জলে ভরে আসতে এক হাতে কোট, আর একহাতে ঝোলা নিয়ে সে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

ট্যাক্সি নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে পৌঁছোল ডিয়ানা। দেখল তার মেয়ের এতবড় দুর্ঘটনার পরেও যেখানকার যা কিছু তেমনই আছে।

'তুমি কি এক্ষুণি এলে?' গলা শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাতে শাশুড়িকে দেখতে পেল ডিয়ানা, প্রৌঢ় মহিলার সাজগোজ চুলের ফ্যাশন সব আগে যেমন দেখেছিল তেমনই আছে, একমাত্র নাতনির দুর্ঘটনায় সেসব মোটেও পাল্টায়নি।

'না,' ডিয়ানা বলল, 'পুরো সন্ধেটা পিলারের পাশে ছিলাম, তাছাড়া ডাক্তারের সঙ্গে আমার এখনও দেখা হয়নি।' বলে জ্যাকেট খুলে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ল গা এলিয়ে।

'তোমায় বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে,' শাশুড়ির কথায় মুখ তুলে তাকাল ডিয়ানা, মনে হল মহিলার মুখখানা যেন পাথরে গড়া, তার মধ্যে বসানো কুতকুতে একজোড়া চোখে চাউনি মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

'আমায় ক্লান্ত দেখানোর চেয়েও যা জানা বেশি দরকার তা হল এই কার্শম্যান না কে, ইনি কেমন ডাক্তার, লোকটা থাকে কোথায়?'

'ওভাবে বোলনা,' শাশুড়ি চাপা শাসনের সুরে বললেন 'শুধু প্যারি নয়, কার্শম্যান গোটা ফ্রান্সেরই এক নামী সার্জন। আজ বিকেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত উনি ছিলেন পিলারের পাশে। আর কয়েকঘন্টা কাটতে দাও, তখন উনি আবার ওকে দেখতে আসবেন।' একটু ইতস্তত করে শাশুড়ি বললেন।

'বিশ্বাস করো, এর বাইরে এইমুহূর্তে ওঁর করার মত আর কিছু নেই।'

'কেন নেই?'

'এখন আমাদের শুধু অপেক্ষা করতে হবে। শক্তি ফিরে আসা পর্যন্ত পিলারকেও অপেক্ষা করতে হবে, ওকে......বাঁচতেই হবে।' বলো, তুমি কিছু খাবে?

ঘাড় নাড়ল ডিয়ানা।

'আগে চান করব, তারপরে অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব। কিছু মনে করবেন না, আপনি কেমন আছেন,' এতদিন বাদে দেখে খুব ভাল লাগল, 'এসব লোকদেখানো ভাল ভাল কথা বলার মত মানসিকতা এইমুহূর্তে আমার নেই। আপনি দয়া করে কিছু মনে করবেন না।'

'তোমার মনের অবস্থা আমি আঁচ করতে পারছি।' শাশুড়ি আবার বললেন, 'তোমায় কিন্তু ভারি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, যা হোক একটু কিছু মুখে দিলে ভাল করতে।'

'মার্ক-এর কি হল?' জানতে চাইল ডিয়ানা, 'ওর কোনও খবর পেলেন?'

'পেয়েছি', শাশুড়ি ভুরু কুঁচকে ঘাড় নাড়লেন, 'আর ঘন্টা খানেকের ভেতর ও এসে পড়বে।'

'মার্ক অনেকদূর থেকে আসছে,' শাশুড়ি বললেন, 'সেই এথেনস থেকে। পিলারের খবর পেয়ে বেচারা নিশ্চয়ই ভারি ভেঙ্গে পড়েছে।'

'ভেঙ্গে পড়াই ত স্বাভাবিক,' সরাসরি শাশুড়ির চোখের দিকে তাকাল ডিয়ানা, 'আমি নিষেধ করা সত্বেও ও পিলারকে মোটর সাইকেল কিনে দিল! এত মানা করলাম কিন্তু ও আমার কথা কানেই তুলল না।'

'শুধু শুধু ওকে দোষ দিয়োনা,' ডিয়ানার মনোভাব আঁচ করার সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ি ছেলের হয়ে সাফাই গাইতে শুরু করলেন, 'তোমার মত ওর নিজের মনও যে সমান খারাপ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'হলেই ভাল,' নিরাসক্ত গলায় কথাটা বলে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল ডিয়ানা।

'আর ঘন্টাখানেকের ভেতর মার্ক-এর প্লেন ল্যাণ্ড করবে,' শাশুড়ি বললেন, 'তুমি যাবে এয়ারপোর্টে?'

'ওর ফ্লাইট নম্বর কত জানেন?'

'জানি' শাশুড়ি সংক্ষেপে বললেন।

'তাহলে অবশ্যই যাব,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিয়ানা, 'এখন আর চান করতে পারবনা, তার চেয়ে বরং মুখটা ধুয়ে নিই। আপনি কাউকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিন।'

শাশুড়ি ছাড়লেন না, রাঁধুনিকে দিয়ে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ তাড়াতাড়ি তৈরি করে দিলেন, ডিয়ানা মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই প্লেটে সাজিয়ে রাখলেন তার সামনে। ডিয়ানার খিদে পেয়েছিল তাই তৈরি করা খাবার ফেলতে পারলনা। খেয়ে কিছুটা সুস্থ হবার পরে শাশুড়ির পাঠানো কাজের লোক ট্যাক্সি ডেকে আনল, সেই ট্যাক্সিতে চেপে সে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হল।

আসার সময় বাড়ি থেকে সানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে আসার পথে বারবার মনে হচ্ছিল পথের শেষ নেই, কিন্তু এখন অল্প সময়ই এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল সে। ভাড়াসমেত বাড়তি কিছু বখশিস ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে দৌড়ে এয়ারপোর্টে ঢুকে পড়ল ডিয়ানা। প্রসাধন ছাড়া চোখমুখ কেমন দেখাচ্ছে তা নিয়ে মোটেও ভাবছেন সে। কিন্তু পরনের জামাকাপড় যেন কয়েক সপ্তাহ কাচা হয়নি ভেবে তার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সামনে টাঙ্গানো বড় বোর্ডে নির্দিষ্ট ফ্লাইট নম্বর লেখা দেখে সে থমকে দাঁড়াল, 'তার নিচে যাত্রিদের নামের তালিকায় মার্কএর নাম চোখে পড়তে বুকের ভেতরে কে যেন হাঁফ ছাড়ল স্পষ্ট অনুভব করল ডিয়ানা। ওদিকে লাউড স্পিকারে ততক্ষণে এথেনস থেকে আসা যাত্রিবাহী প্লেন ল্যাণ্ড করার খবর ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বেরোবার নির্দিষ্ট গেট-এর দিকে স্কার্ট-এর দু'দিক দু'হাতে তুলে ধরে ডিয়ানা দৌড়োল। দূর থেকে আসা আত্মীয় বা বন্ধুদের নিয়ে যেতে তার মত আরও অনেকে এসে হাজির হয়েছে, এছাড়া পরের ফ্লাইটের যাত্রিরাও এসে পৌঁছেছে; একে ঠেলে তার তাকে ধাক্কা মেয়ে, আরেকজনের পাশ কাটিয়ে এমন একটা জায়গায় এসে ডিয়ানা পৌঁছোল যেখানে দাঁড়ালে ওপাশ থেকে আসা প্রত্যেকটি যাত্রির মুখ তার চোখে পড়বে।

প্রথম শ্রেণীর প্রায় সাত আটজন যাত্রী গেট পেরিয়ে এপাশে এসে কাস্টমস কর্মচারীদের সামনে যে যার মালপত্র খুলে দেখাচ্ছে, কিন্তু এদের মধ্যে মার্ককে সে দেখতে পেলনা। আশ্চর্য, বেন-এর কথা এখানে আসার পরে একবারও মনে হয়নি, মার্কই এইমুহূর্তে তার একমাত্র জীবনসঙ্গি। দু'মাস ধরে তার দেখা নেই, তারওপর মেয়ের দুর্ঘটনা, এসব মিলেমিশে যে ঝড় উঠেছিল মনে, মার্কএর মুখোমুখি হয়ে তাকে চমকে দেবে এই মানসিক প্রস্তুতি সে ঝড়কে আগেই প্রশমিত করেছিল।

বিষণ্ণ মনে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিয়ানা, ঠিক তখনই দেখল মার্ক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। কাছে থেকে তাকিয়ে মার্ক-এর পোষাকে এতটুকু ভাঁজ তার চোখ পড়লনা, পিলারের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মার্ক আদৌ বিচলিত হয়েছে বলেও তার মনে হল না।

কিন্তু আরও বড় ধাক্কা যে তার জন্য অপেক্ষা করছে তা আশা করতে পারেনি ডিয়ানা। মার্ক ঘাড় ফেরাতেই চমকে উঠল সে। মার্ক-এর পাশে ঐ যুবতী কে, কাকে হাত ধরে নিয়ে আসছে সে গেটের দিকে? মার্ক মুখ ফিরিয়ে হাসতে যুবতী হাই তুলল, আর ঠিক তখনই টেনে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে তার ঠোঁটে আর দু'গালে গভীর চুম্বনের রেখা আঁকল মার্ক। মেয়েটির পরিচয় এখন ডিয়ানার অজানা। কিন্তু মার্ক-এর সঙ্গে যে তার প্রণয়িনীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে এইমুহূর্তে কোনও সন্দেহ নেই তার মনে। চাপাগলায় কিছু বলাবলি করছে দু'জনে, মেয়েটির ডান হাত মার্ক-এর বাঁহাতের মুঠোয়, বাঁ হাতখানা তার সে হাতের ওপর আলতো

করে বোলাচ্ছে মেয়েটি।

না, একদিন, দুদিনের আলাপ নয়, ফেরার পথে প্লেনে আচমকা বন্ধুত্বও হয়নি, রাগ আর ভীতির মেলানো মেশানো অনুভূতিতে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ডিয়ানা বুঝল দু'জনের মধ্যে এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বহুদিন ধরে, তার অজান্তে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ পেছন থেকে তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে, দু'জনেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে বুঝে একসময় আত্মাবমাননার লজ্জায় মাথা হেঁট করে পা চালিয়ে এয়ারপোর্টের সীমানার এপাশে এসে দাঁড়াল। সামনে একটা খালি ট্যাক্সি দেখে ডিয়ানা হাত নেড়ে থামাল।

ক্লান্ত শাঁতাল শুয়ে আছে, আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে মার্ক বলল, 'কেমন, আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে ত?'

'আমি ঠিকই সেরে উঠব। তোমার নিজের জন্য একরাশ ভাবনা জমে আছে তাই আমার জন্য তোমার অত ব্যস্ত না হলেও চলবে। কথাটা মুখে এলেও সহবাসের পরে তার অবসন্ন, এলিয়ে পড়া চোখমুখের দিকে তাকাতে মার্ক-এর ঘেন্না হয়। এবার মরণের মুখ থেকে ফিরে আসার পরে যখন তখন তার ক্লান্তি আর অবসাদ সম্পর্কে ডাক্তার মার্ককে হুঁশিয়ার করেছেন। সেই থেকে এমন ব্যবহার করছে যেন সে একটা নিতান্ত বাচ্চা মেয়ে আর মার্ক তার বাবা যে সবসময় তাকে আগলে রাখতে চায়। শাঁতাল ভাল থাকুক এবং অবশ্যই নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া করুক, সেইসঙ্গে প্রচুর বিশ্রাম আর নিজের যত্ন নিক যাতে তার ডায়াবিটিস অদূর ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে এসবই মার্ক চায় ডাক্তার যেভাবে বলেছেন শাঁতাল যদি সেভাবে চলে শুধু তাহলেই এ রোগের আক্রমণের ভয়ানক সম্ভাবনাগুলো আর থাকবেনা।

'কেমন, তুমি নিয়ম মেনে ঠিকঠাক চলবে ত?' স্নেহ ভরা গলায় জানতে চাইল মার্ক। জবাব না দিয়ে শাঁতাল তার হাতে হাত রাখল। মার্ক এখনই চলে গেলে তার খুব খারাপ লাগবে, আবার মার্ক-এর মেয়ের জন্য কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে না পারায় এইমুহূর্তে তার নিজেকে ভারি খারাপ লাগছে। তেমনই ইচ্ছে থাকলেও পিলারকে দেখতে সে হাসপাতালে যেতে পারবেনা কারণ সেখানে ডিয়ানা আছে এ খবর শাঁতালের জানতে বাকি নেই। অন্য সময় হলে ক্যাভ দ্য অ্যান্টিরস-এ মাদাম ডুরাসের কাছে নিয়ে যাবার জন্য সে মার্ক-এর কাছে জেদ ধরত, কিন্তু শাঁতাল জানে এখনকার পরিস্থিতিতে সেই জেদ ধরতে পারবে না সে।

'মেয়ে কেমন থাকে মনে করে টেলিফোনে আমায় জানাবে ত?' আকুলতা ফুটল শাঁতালের দু'চোখে, তাই দেখে গলে গেল মার্ক।

'কথা দিচ্ছি জনাব,' মার্ক বলল, 'আগে হাসপাতালে গিয়ে দেখি ও কেমন আছে তারপরে ....' বলতে বলতে শাঁতালের গা ঘেঁষে বসল মার্ক, তার চুলে হাত বোলাতে

বোলাতে বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা সোনা, তুমি পাশে না থাকলে প্লেনে এতটা পথ আসা আমার পক্ষে সম্ভব হতনা। জীবনের সবচাইতে দুঃসহ রাতটুকু গতকাল আমার কিভাবে কেটেছে তোমায় বলে বোঝাতে পারবনা।'

'অত ভেবোনা, মার্ক এডুয়ার্ড,' প্রণয়ীর দৃঢ় বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল শাঁতাল, 'দেখে নিয়ো, আমি বলছি তোমার মেয়ে ঠিক' সেরে উঠবে।'

'ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়,' চোখের জল মুছতে মুছতে বলল মার্ক।

'হ্যাঁ, ঈশ্বরে ভরসা রাখো।'

কিন্তু এত জোর দিয়ে এ সব কথা কিকরে বলছে শাঁতাল, ক্ষীণ সন্দেহের একদলা মেঘ কোনা থেকে যেন উড়ে এল মনে, শাঁতালের এই আশ্বাসে যদি শেষ পর্যন্ত কাজ না হয়, যদি অন্যরকম কিছু ঘটে যায়, তখন?

'আমার ব্যাগ এখন তোমার কাছেই থাক,' মার্ক হাসল, 'পরে ফিরে এসে ওটা নিয়ে যাব।'

'তর আগে যদি ঘুমিয়ে পরি, তা হলে?' শাঁতালের চোখেমুখে দুষ্টু হাসি ফুটল, 'তাহলে তখন আমায় ডাকবে ত?'

'নিশ্চয়ই।'

'মার্ক এডুয়ার্ড!' মার্ক পায়ে পায়ে দরজার কাছাকাছি আসতে পেছন থেকে নাম ধরে ডাকল শাঁতাল, ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল মার্ক।

'দেখো, মেয়ের খোঁজ নিতে গিয়ে আবার আমার কথা ভুলে যেয়োনা যেন,' অল্প হাসল শাঁতাল, 'তোমায় কতটা ভালবাসি তা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়?'

'শোন শাঁতাল, আমি তোমার গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি,' বলে আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে বেরিয়ে এল মার্ক, বাইরে থেকে নিঃশব্দে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিল।

পিলারের কেবিনের নম্বর টেলিফোনে দমিনিকে আগেই জানিয়েছিল; এথেনসে থাকতেই যে সার্জনের অধীনে পিলার আছে সেই ডঃ কার্শম্যানের সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলেছে মার্ক। কার্শম্যানের সঙ্গে কথা বলেই মার্ক জেনেছে তার মেয়ের মাথায় সাংঘাতিক চোট লেগেছে, দু'পায়ে যে চোট লেগেছে তা জীবনেও সারবার নয়। এছাড়া দুর্ঘটনায় পিলারের পিলে আর একদিকের কিডনিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এত চোট সামলে ও যদি বেঁচে ওঠে তাহলে বাকি জীবনটা পিলারকে একরকম বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে।

এলিভেটরে ঢুকে চারতলায় যাবার বোতাম টিপল মার্ক খানিক বাদে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে মনে হল মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে, হয়ত মেয়ে আশেপাশেই কোথাও আছে ধরে নিয়ে তাকাল চারপাশে। দেহ মনের সব শক্তি নিমেষে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে এমনই অনুভূতি হল, আর হয়ত এই কারণেই প্রচণ্ড ভীতি গ্রাস

করল তাকে। ঠিক তখনই বিশাল ডেস্ক-এর ওপাশে বসা নার্সকে দেখতে পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল মার্ক।

'পিলার ডুরাস?' ঘাড় নেড়ে ইশারায় একটি কেবিন দেখাল সেই নার্স।

'আমি ওর বাবা,' বলতে গিয়ে মার্ক-এর গলা অল্প কেঁপে গেল, 'আমার মেয়ে কেমন আছে?'

'যতদূর জানি খুব সংকটজনক পরিস্থিতিতে ও আছে, মঁশিয়ে'। গম্ভীর চাউনি মেলে জবাব দিল নার্স।

'বলছি ওর অবস্থা কি আগের চেয়ে ভাল হয়নি?' জবাবে নার্স যেভাবে ঘাড় নাড়ল তার মানে পিলারের অবস্থা খুব ভাল নয়।

'ডঃ কার্শম্যান আছেন? ওঁকে পাওয়া যাবে?'

'ডঃ কার্শম্যান এসেছিলেন, খানিক আগে চলে গেছেন, আবার খানিকবাদে আসবেন,' নার্স জানাল, 'পরিস্থিতির ওপর ওঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। আপনার মেয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কখন কোথায় কি ঘটছে সব একেকটা মেশিনে ধরা পড়ছে....নিজে চোখেই ত দেখছেন আমরা সাধ্যমত যতটুকু করার করছি.....'

বলার মত মানসিক অবস্থা নেই তাই নার্স-এর কথার জবাবে শুধু দায়সারাভাবে ঘাড় নাড়ল। জোরে গলা খাঁকারি দিল মার্ক, রুমালে চোখে মুছে নার্স যেদিকে ইশারা করেছে সেদিকে এগিয়ে চলল। এখন তার নিজেকে শক্ত রাখতেই হবে, সবকিছু আবার আগের মত ঠিক হয়ে যাতে এটা পিলারকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মার্ক জানে তাকে সুস্থ কর্মক্ষম অবস্থায় দেখলে তবেই সেরে ওঠার মত মানসিক শক্তি ফিরে পাবে পিলার। শাঁতাল-এর মুখ অনেকক্ষণ মুছে গেছে মন থেকে মেয়ে ছাড়া আর কারও কথা মোটেও ভাবতে পারছেনা সে।

দরজা খোলা দেখে মার্ক কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়ল। নানারকম যন্ত্রপাতি ঘরের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি জায়গা দখল করেছে। এছাড়া আছে দু'জন যুবতী নার্স তাদের একজনের পরনে সাদা, অপরজনের অপারেশন থিয়েটারে যাবার সবুজ পোযাক। মার্ককে ঢুকতে দেখে অবাক চোখে তার দিকে একসঙ্গে তাকাল দু'জনে। ঠিক তখনই সন্ধানী চাউনি মেলে চারদিকে তাকাতে তাকাতে পিলারের হদিশ সে পেয়ে গেল। এককোণে লোহার খাটে পড়ে আছে পিলার, একরাশ নল আর মনিটরের তার-এর জঙ্গল ভেদ করে মেয়ের মুখখানার দিকে চোখ পড়তে কষ্ট পেল সে, পিলার-এর মুখখানা ফ্যাকাশে ধূসর দেখাচ্ছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যান্ডেজে মোড়া পিলার যেন আকারে ছোটখাটো হয়ে গেছে, একরাশ নল আর তার যেন বিকৃত করেছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নিজের গা এক অজানা আতংকে ঠাণ্ডা হয়ে এল, তবু পায়ে পায়ে মার্ক এগিয়ে এল খাটের আরও কাছে।

'আমি ওর বাবা,' ইশারায় পিলারকে দেখিয়ে নার্স দু'জনের উদ্দেশে প্রায় ফিসফিস

করে সে বলল, পা টিপে টিপে খাটের আরও কাছে এগিয়ে এসে মেয়ের একটি হাত ধরল আলতো করে। এতক্ষণ পিলার চোখ বুঁজে ছিল, তার হাতের ছোঁয়া পেতে চোখ মেলল। কিন্তু সে চোখের চাউনিতে হাসি নেই, পিলার তাকে চিনতে পেরেছে তার চাউনি দেখে শুধু এটুকু বুঝল মার্ক।

'এই ত আমি এসেছি আমার সোনা মামণি,' কথাগুলো বলতে গিয়ে বাঁধভাঙ্গা কান্নায় তার গলা ধরে এল। পিলার কিছু বলতে পারলনা, কয়েকমুহূর্ত অসহায় চোখ মেলে বাপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় আবার চোখ বুঁজল। মার্ক-এর মনে হল কেবিনের ভেতরের সবটুকু বাতাস কেউ যেন শুষে নিয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে, চোখ মেলে তাকাতে তার কষ্ট হচ্ছে, এমনকি ভাবতে গেলেও মাথার ভেতরটা কেমন যেন অনুভূতিহীন অসার হয়ে উঠছে। এমনটা হচ্ছে কেন, তার একমাত্র মেয়েরই বা এমন মারাত্মক অঘটন ঘটল কেন? কি করে? কষ্ট করে ভাবতে গিয়ে মার্ক বেশ টের পেল তার হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। পলকের জন্য টলতে টলতে পড়ে যাবার অনুভূতি তার হল। কিন্তু তেমন কিছু ঘটার আগেই পিলারের হাত চেপে ধরে নিজেকে সামলে নিল একটি কথাও না বলে মেয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মার্ক।

কেবিনের ভেতরে এককোণে ছোট সোফায় বসে ডিয়ানা একদৃষ্টে তাকে দেখছে এখনও টের পায়নি মার্ক। তাকে কেবিনে ঢুকতে দেখে যেচে কথা বলার যে ইচ্ছে হয়েছিল খানিক আগে এয়ারপোর্টের নিজের চোখে দেখা ঘটনা মনে পড়তে সে ইচ্ছে জোর করে দমন করেছে ডিয়ানা।

অনেকক্ষণ প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ডিয়ানাকে তার চোখে পড়ল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে একসময় ডিয়ানার হতাশা ভরা দু'চোখের দিকে তাকাল মার্ক। ডিয়ানাকে দেখে কেন কে জানে অবাক হল যে মেয়ের এতবড় অঘটনের খবর পেয়ে সে একা সানফ্রানসিসকো থেকে এতটা পথ ছুটে আসতে পারে তা বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না সে। শুধু মেয়ের অঘটনই নয়, এত দিন বাদে তাকে দেখেও ডিয়ানা কেন চুপ করে আছে তাও ভেবে পেলনা মার্ক।

'ডি...ডিয়ানা...' চুপ করে থাকতে না পেরে প্রায় ফিসফিস করে বউ-এর নাম ধরে ডাকল মার্ক।

'হেলো, মার্ক,' তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল ডিয়ানা, 'কতক্ষণ এসেছো?'

'কাল বিকেল পাঁচটায়।'

'কাল সারারাত তুমি এখানে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল এসে যা দেখেছো তার চেয়ে আজকের অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে?' ডিয়ানার

চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মার্ক।

'অবস্থা...' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ডিয়ানা বলল, 'ভাল নয়, কালকের চেয়ে খারাপই বলা যায়। কাল প্লেন থেকে নেমে সোজা এখানে চলে এসেছিলাম তাই আমার ব্যাগটা তোমাদের বাড়িতে রেখে আসব বলে বেরিয়েছিলাম। প্রায় দু'ঘন্টা বাদে ফিরে এসে দেখি পিলারের নিশ্বাস নিতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। ডঃ কার্শম্যান তখন এখানেই ছিলেন, উনি বললেন আরও কয়েক ঘন্টা উনি দেখবেন, তার মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক না হলে পিলারের মাথায় উনি আবার অপারেশন করবেন,' এক নিঃস্বাসে কথাগুলো বলে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিয়ানা, এমন ভাবে মাথা নিচু করল যেন পিলার আর মার্ক, ঐ দু'ঘন্টার ব্যবধানে দু'জনেই তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

'আমি ত এক্ষুণি এলাম,' স্বাভাবিক গলায় মার্ক বলল, 'খানিক আগে নামলাম প্লেন থেকে।' ফের মিছে কথা? মনে মনে স্বামীর উদ্দেশে ধমকে উঠল ডিয়ানা, তুমি পয়লা নম্বরের মিথ্যেবাদী, মার্ক! এক্ষুণি এইমাত্র নয়, আমারই চোখের সামনে হাঁটুর বয়সী এক মাগির হাত ধরে ঠিক দু'ঘন্টা আগে প্লেন থেকে নেমেছো তুমি। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না সে।

অনেকক্ষণ, প্রায় একটি ঘন্টা কেউ কারও সঙ্গে একটি কথাও না বলে মুখোমুখি বসে রইল। এর মাঝে নার্স এসে কয়েক মিনিটের জন্য তাদের বাইরে যেতে বলল— রুগির ড্রেসিং করতে হবে। শুনে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিয়ানা, কোনও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। মেয়েকে ছেড়ে যেতে মন চাইছেনা বলে গড়িমসি করছে মার্ক, এয়ারপোর্টে মার্ক-এর সঙ্গে দেখা মেয়েটার মুখ বারবার ডিয়ানার মনে পড়ে যাচ্ছে। শুধু এই কারণেই স্বামিকে তার বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হচ্ছে, শুধু এই কারণেই দু'মাস বাদে দেখা হবার পরেও মন খুলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারছেনা সে। হঠাৎই যেন সবকিছু বড্ড দেরি হয়ে গেছে বলে ডিয়ানার মনে হচ্ছে,, বড্ড দেরি। কিন্তু এ নিয়ে যত ভাবনা সব কি তার একার, নাকি মেয়ের জন্য মার্ক এতটাই ভেবে আকুল যে আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর ক্ষমতাই এইমুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছে সে?

বাইরে এসে মাথা নিচু করে গম্ভীর মুখে পায়চারি করতে লাগল ডিয়ানা। ছোটবেলায় ভয় পেলে বা অভাবিত সংকটের মুখোমুখি হলে যেসব সাধুসন্তের নাম প্রার্থনার মত জপ করতে শিখেছিল সেগুলো ছবির মত একে একে ভেসে উঠতে লাগল মনের পর্দায়। মার্ক-এর কথা এতদিন ঢের ভেবেছে ডিয়ানা, কিন্তু আর নয়। অন্তরের সবটুকু শক্তি এবার মেয়ের জন্য ব্যয় করতে মানসিক দিক থেকে তৈরি হতে হবে তাকে। পেছনে পায়ের শব্দ শুনেও একটিবারের জন্য ঘাড় ফেরালনা ডিয়ানা; আপন মনে পা ফেলে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। বিশাল হল ঘরের শেষপ্রান্তে খোলা জানালার সামনে এসে থামল ডিয়ানা। সামনে ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে রইল উল্টোদিকে

সাদা দেয়ালের দিকে। গরাদহীন খোলা জানালার পাল্লার কাচের দিকে চোখ পড়তে মার্ককে স্পষ্ট দেখতে পেল সে, তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মার্ক।

'ডিয়ানা, বিশ্বাস করো, তোমায় বলার মত কিছু এইমুহূর্তে আমার মাথায় আসছেনা।' ক্লান্ত, অবসন্ন গলায় বলল মার্ক, 'তোমার নিষেধ না শুনে জিনিসটা ওকে কিনে দেয়া আমার ভুল হয়েছিল....।'

'এই অনুশোচনা আর অনুতাপের এখন মানে হয় না, মার্ক,' সামনের দিকে তাকিয়ে বলল ডিয়ানা 'মনে রেখো, আমি নিষেধ করেছিলাম সেটাই কিন্তু বড় কথা নয়। তোমাদের দু'জনের ইচ্ছেয় আমার সায় থাকলেও অন্য কোনও ভাবে এই অঘটন ঘটতে পারত। তোমার মেয়ের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে মার্ক, আগে থাকতে বলে কয়ে আসেনা বলেই তার নাম দুর্ঘটনা বা অঘটন। সবচেয়ে বড় কথা কার দোষে এই দুর্ঘটনা ঘটল, কে ওকে মোটরসাইকেল কিনে দিল, কে..... এসব কথা বলে এখন কোনও লাভ হবে না।'

'আমি আর ভাবতে পারছিনা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মার্ক, 'ও যদি সত্যিই চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে? তখন কি হবে?'

'এমন কিছু যদি সত্যিই ঘটে তাহলে পঙ্গু অথর্ব অবস্থাতেও কিভাবে দেহ আর মনের সব শক্তি দিয়ে বেঁচে থাকতে হয় তাই আমরা ওকে শেখাব,' মুখে বললেও অদৃশ্য অশরীরী ঝড়ের মত একরাশ ভয় আচমকা কোথা থেকে উড়ে এসে যেন এক ঝাপটায় তার সব মনোবল নিমেষে ধুলোয় মিশিয়ে দিল, যদি সত্যিই তেমন কিছু ঘটে? তার কানের কাছে এই কথাগুলো বাজতে লাগল পুরোনো রেকর্ডের মত।

'ডিয়ানা, তুমি কি আমায় সত্যিই ক্ষমা করবেনা?' বলতে বলতে তার কাঁধে পেছন থেকে হাত রাখল মার্ক।

'ক্ষমা?' মার্ক-এর ভালমানুষি-মাখা সেই অবসন্ন গলা শুনে এক লহমায় পায়ের রক্ত চড়ল মাথায়; ঘাড় ঘোরাতে ডিয়ানা স্পষ্ট দেখল মার্ক-এর দু'চোখে ফুটে উঠেছে পিলারের অসহায় চাউনি।

'তোমায় ক্ষমা করব আমি?' চাপা ক্ষোভ আর পরিহাস একসঙ্গে ফুটে বেরোল ডিয়ানার গলায়, 'তুমি রসিকতা করছ নাকি আমি জেগে স্বপ্ন দেখছি সেটাই বুঝতে পারছিনা, মার্ক! যাক, আমার কাছে ক্ষমা চাইছো কেন আগে তাই বলো, শুনি....'

'আজ পিলার, আমাদের একমাত্র সন্তানের জীবনে যা ঘটেছে তার জন্য আমিই পুরোপুরি দায়ী। তোমার নিষেধ কানে না তুলে আমি ওকে মোটর সাইকেল কিনে দিয়েছি, দেবার আগে পরিণতির কথা একবারও ভাবিনি অথচ তোমার নিষেধ আমার শোনা উচিত ছিল, তাই—'

'মার্ক,' কথার মাঝখানে বাধা দিল ডিয়ানা, 'আজ খানিক আগে তোমায় নিয়ে আসব বলে আমি নিজে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম।'

'তোমার আমার দু'জনেরই কপাল খারাপ তাই তুমি ওখানে পৌঁছোবার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি,' বলে ডিয়ানার মুখের দিকে তাকাল মার্ক, তার চাউনি দেখে থমকে গেল।

'না মার্ক,' কাটা চাঁছাছোলা গলায় বলল ডিয়ানা, ''তুমি এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার অনেক আগেই আমি ওখানে পৌঁছেছিলাম, তুমি আমায় দেখতে না পেলেও আমি-কিন্তু তোমার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাই তোমায় ঠিকই দেখতে পেয়েছি। আজ যে অবস্থায় তোমায় দেখেছি তাতে একটা শিক্ষাই আমার হয়েছে যার সারমর্ম হচ্ছে খোলসের আড়ালে তোমার আসল চেহারাটা চেনা আমার উচিত ছিল। কিন্তু তা না চিনে এতদিন বোকার মত কাজ করেছি, বোকার মতই তোমার মত পুরুষ মানুষকে দিনরাত উঠতে বসতে বিশ্বাস করেছি। যাক, এত দুঃখের মধ্যেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মেয়েটি তোমার সঙ্গে ছিল তার বয়স যেমন কম দেখতেও তাকে তেমনই সুশ্রী।'

'ডিয়ানা', তার দু'কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরল মার্ক, 'আমার মনে হচ্ছে বুঝতে ভুল হওয়ায় গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা মনগড়া ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে তোমার মনে। বিশ্বাস করো গতকাল আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে আমায় ওদের উকিলের সঙ্গে যেভাবে টক্কর দিতে হয়েছে তাকে লড়াই বললে খুব কমই বলা হয়। তাড়াহুড়োর মধ্যে একবাটি স্যুপ ছাড়া লাঞ্চেও আর কিছু জোটেনি। মামলার শুনানি শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে এল। শুনানির পরের তারিখ জোগাড় করে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম এয়ারপোর্টে। এথেনস থেকে এখানে ফেরার প্লেনের টিকেট ওখান থেকে যেভাবে জোগাড় করলাম শুনলে তোমার চোখে জল আসবে। পেটে খিদের আগুন নিয়ে সন্ধের পরে প্লেনে চাপলাম, টেক অফ্-এর দু'ঘন্টা পড়ে ঠিক সাড়ে ন'টায় ডিনার দিল। আমার তখন গা গুলোচ্ছে, খাবার ইচ্ছেটাই গেছে মরে। অনেক কষ্টে চিকেন স্যাণ্ডউইচ আর একটু কফি খেয়ে সিটে গা এলিয়ে দিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরও পাইনি। আচমকা একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ঘুম গেল ভেঙ্গে, চোখ মেলতে কানে এল যুবতীর গলায় চাপা আর্তনাদ। তখনই চোখে পড়ল আমার উল্টোদিকের সিটে বসা অল্পবয়সী মেয়েটিকে যাকে আজ তুমি এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে দেখেছো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হস্টেস এসে বলল খানিক আগে আমাদের প্লেনটা একটা এয়ার পকেট-এর ভেতর ঢুকে গিয়েছিল তাই ঝাঁকুনি লাগছিল, সেকথা শুনে মেয়েটা ঘাবড়ে গিয়ে আবার এমন চেঁচিয়ে উঠল যেন সবাই মিলে তাকে প্লেন থেকে ছুঁড়ে পেলে দেব ঠিক করেছি। তুমিই বলো, এতসব উটকো ঝামেলার মধ্যে কেউ স্বস্তিতে ঘুমোতে পারে?'

'দোহাই মার্ক, তুমি চুপ করো,' দু'হাতে কান চাপা দিল ডিয়ানা, 'আমি তোমার মুখ থেকে কোনও ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ত শুনতে চাইনি। তোমার মত পেশায় উকিল নই তাই কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে দিনকে রাত করতে শিখিনি। তবে যত দিন যাচ্ছে

জীবন সম্পর্কে নানারকম অভিজ্ঞতা ততই অর্জন করছি, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে কেউ হাঁ করলেই আঁচ করতে পারি।'

'তার মানে আমি যা বলছি সব মিথ্যে এটাই তুমি বলতে চাও, তাই ত?'

'আবারও বলছি মার্ক, দয়া করে চুপ করো, অন্তত আজ রাতটুকুর জন্য। তোমার যা বলার কাল বোল, যত খুশি বোল, কিন্তু আজ নয়।'

'ডিয়ানা....,' নিজের সাফাই গাইতে কিছু বলতে চাইল মার্ক, কিন্তু পারল না—বলার মত কিছু তার মাথায় এলনা। অনেক মাথা খাটিয়েও একটা মনগড়া অথচ বিশ্বাসযোগ্য গল্পের উপাদান সে খুঁজে পেলনা। ডিয়ানার বেদনাহত চোখের দিকে এইমুহূর্তে তাকানোর মত সাহস হারিয়ে ফেলেছে মার্ক, তবু নিজেকে বাঁচাতে একটা জলজ্যান্ত মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় কোনওমতে বলল, 'তুমি যেমন ভাবছ ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই তেমন নয়।' নিজের কানে তার নিজের গলা আহত কুকুরের গোঙানির মত শোনাল, 'ব্যাপারটা তা নয়,' আবার বলল সে।

'ব্যাপারটা ঠিক তাই, মার্ক,' তার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল ডিয়ানা, 'নিজের চোখে দেখার পরে ওটা এখন আমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়েছে, এখন তুমি হাজার বোঝালেও তা পাল্টাতে পারবেনা। যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা জেনেছি সেসব তুমি হাজার চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারবেনা। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে আমায় বোকা-বুদ্ধু ঠাউরে তুমি এইসব যা তা করে বেরিয়েছো! মেয়েদের চিরকাল বোকা বানানো যায় না, মার্ক এডুয়ার্ড!'

কথা ত নয়, যেন শানানো তীরের ফলা, নির্ভুল লক্ষে এসে বিঁধে যাচ্ছে কলজেয়। সেই তীর বেঁধার অবর্ণনীয় যন্ত্রনায় ছটফটিয়ে উঠল মার্ক, শাঁতালের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে তার মেলামেশা গোপনীয়তার বেড়াজাল ভেঙ্গে কিভাবে ডিয়ানার নজরে এল সে বুঝতে পারলনা, তবু প্রতিবাদের গলায় বলল, 'তুমি আমার সম্পর্কে যা ভাবছ তা বছরের পর বছর ধরে চলছে এমনটা ভাবলে কি করে?'

'যেভাবে তোমরা দু'জনে প্লেন থেকে নেমে হাঁটাচলা করছিলে। যেভাবে আড়চোখে তুমি ওর দিকে তাকাচ্ছিলে, যেভাবে ঐ মেয়েটি তোমায় বারবার দেখছিল তাতে এই ধারণা শুধু আমি কেন যে কোনও মেয়েমানুষের মনেই গড়ে উঠবে। হ্যাঁ, মার্ক, অল্প সময়ের পরিচয়ে দু'জন নারীপুরুষ একে অপরের সঙ্গে আচরণে এত স্বচ্ছন্দ কখনোই হতে পারেনা। আমায় বিয়ে করেও যা হতে পারোনি ওর সঙ্গে তার চেয়ে ঢের বেশি স্বচ্ছন্দ তোমায় হতে দেখেছি নিজে চোখে। 'কথাটা বলেই থমকে গেল ডিয়ানা, যে অভিযোগ স্বামির বিরুদ্ধে করছে সেই একই অভিযোগের আঙ্গুল মার্ক নিজেও তার দিকে তুলতে পারে কিনা এই প্রশ্ন নিমেষের জন্য উঁকি দিল মনের কোণে—বেন-এর সঙ্গে তার আচরণও কি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ নয় যতটা স্বচ্ছন্দ

হতে পারেনি সে তার নিজের বিবাহিত জীবনে মার্ক-এর সঙ্গে?

কতদিনের মেলামেশায় মার্ক মেয়েটির সঙ্গে এতটা স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে তা সে জানেনা বটে। কিন্তু বেন-এর সঙ্গে স্বচ্ছন্দ হতে তার নিজের ত খুব বেশি সময় লাগেনি। পরমুহূর্তে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলল ডিয়ানা, নিজেকে সরিয়ে আনল আসামির কাঠগড়া থেকে। কাজের ছুতোয় মার্ক-এর যখন তখন বিদেশে যাওয়া, অস্বাভাবিক দেরি করে ঘরে ফেরা, টেলিফোন বিলে প্রায়ই প্যারির একটি বিশেষ টেলিফোন নম্বরের উল্লেখ (যা অবশ্যই তার শাশুড়ির নয়) এয়ারপোর্টে নিজে-চোখে দেখা ঐ দৃশ্যের সঙ্গে এসবই যে এক সূত্রে গাঁথা তা আজ জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। হ্যাঁ, এয়ারপোর্টে নিজে চোখে দেখা ঐ মেয়েটি না হলেও বছরের পর বছর ধরে বিদেশে অন্য কোনও নারীর সঙ্গে গোপনে মার্ক যে ঘনিষ্ঠ দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ এতটুকু নেই, এ বিষয়ে ডিয়ানা নিজে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ।

'তুমি তাহলে আমার মুখ থেকে কি শুনতে চাও?' ডিয়ানার চোখের দিকে তাকাল মার্ক, 'কি বলাতে চাও আমায় দিয়ে?'

'শোনার বা বলানোর মত আমার কিছুই নেই, মার্ক এডুয়ার্ড,' বলতে গিয়ে এতটুকু কাঁপলনা ডিয়ানার গলা, 'ওসব পাট ঢের আগেই চুকেবুকে গেছে।'

'চুকেবুকে গেছে তার মানে?' বিপন্ন শোনাল মার্ক-এর গলা, 'আমাদের সব সম্পর্কের এখানেই শেষ এটাই বলতে চাও, শুধু এয়ারপোর্টে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে আমায় দেখেছো বলে? যদি তাই হয় তাহলে বলব তুমি মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছো। ডিয়ানা তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'সত্যিই কি তাই?' বলতে গিয়ে ধরে এল ডিয়ানার গলা। 'একবার ভেবে দ্যাখো তো আমরা কি সত্যিই সুখী? আমার সঙ্গ সত্যিই কি তোমার ভাল লাগে, মার্ক? দুরে কোথাও গেলে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য সত্যিই কি তোমার মন অস্থির হয়? আমাদের স্বামি স্ত্রীর এই যে সম্পর্ক, একে আঁকড়ে রাখার সত্যিই কি কোনও মানে আছে? একে অন্যের সুখ দুঃখের অনুভূতি নিয়ে কি আমরা কখনও ভাবি? দুরে গিয়ে আমার কথা কতটুকু ভাবো বুকে হাত রেখে বলতে পারো?'

'হয়ত এখনও তোমায় আমি ভালবাসি, ডিয়ানা,' বলতে গিয়ে মার্ক-এর দু'চোখ ছলছল করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ডিয়ানা মুখ ঘুড়িয়ে নিল।

'ভালবাসলেও এখন আর কিছু করার নেই, মার্ক,' ডিয়ানা বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'একথা কেন বলছ?' ডিয়ানার জবাব শুনে ঘাবড়ে গেল মার্ক।

'কেন তা এক্ষুণি বলতে পারছিনা,' একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল ডিয়ানার গলায়,

'আগে পিলার সেরে উঠুক, তখন এ নিয়ে কথা বলার ঢের সময় পাওয়া যাবে।'

ডিয়ানার সিদ্ধান্তে ঘাড় নেড়ে সায় দিল মার্ক। ঠিক তখনই একজন নার্স কেবিনের দরজা খুলে হলে এসে দাঁড়াল।

'ওর ঘুম ভেঙ্গেছে,' দু'জনের মুখের দিকে তাকাল নার্স, 'আপনাদের দেখতে চাইছে। আপনারা ভেতরে এসে ওর সঙ্গে কথা বলুন তাতে ওর মনের জোর বাড়বে। শুধু দেখবেন বেশি কথা বলতে গিয়ে ও যাতে উত্তেজিত না হয়ে ওঠে।'

নার্স-এর পেছন পেছন ডিয়ানাকে নিয়ে আবার কেবিনে ফিরে এল মার্ক, দেখল মুখের ফ্যাকাশে ভাব না কাটলেও পিলারের চোখের চাউনি আগের চেয়ে অনেক সজীব হয়ে উঠেছে।

'আমাদের দেখতে চাইছিলে, সোনা? এই ত আমরা এসে গেছি, মামণি।....' পিলারের হাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তার ছোটবেলার মুখখানা কল্পনা করতে লাগল ডিয়ানা।

'বাপি...এসেছো?' মার্ক-এর দিকে তাকিয়ে হাসল পিলার, 'এথেনস কেমন লাগল? গোটা গ্রিস ঘুরে দেখেছো?' বলেই তাকাল ডিয়ানার দিকে, মুখের কাছে হাত এনে বলল, 'বড্ড তেষ্টা...একটু জল দাও।'

ডিয়ানা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নার্স-এর দিকে, নার্স চাপাগলায় ফিসফিস করে বলল, 'আরও কিছুক্ষণ না কাটলে জল দেয়া যাবে না।'

'আর একটু কষ্ট করো, সোনা মামনি,' আদর করে মেয়েকে বোঝাল ডিয়ানা, 'এখন জল খেলে সেরে উঠতে দেরি হবে। আর কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকো, একটু পরেই তোমায় জল খেতে দেবে।'

'তোমরা ভাল আছো ত?' ডিয়ানার জলে ভেজা চোখে চোখ পড়তে বলে উঠল পিলার, 'সব ঠিকঠাক চলছে?'

'হ্যাঁ সোনা, আমরা সবাই ভাল আছি, সবই ঠিকঠাক চলছে,' বলতে গিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস তার বুক নিংড়ে বেরিয়ে এল। মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলনা মার্ক, ডিয়ানা লক্ষ করল তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, দু'চোখে ভরে উঠেছে জলে।

'বানির কোনও দোষ নেই, মামণি....' আমতা-আমতা করে বলল পিলার, '...সব দোষ আমার....আমি খুব জোরে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলাম...' বলতে বলতে চোখ বুঁজল পিলার, ডিয়ানার হাতে আলতো চাপ দিয়ে বলল, 'তোমাদের কষ্ট দেবার জন্য দুঃখিত, আমায় তোমরা ক্ষমা কোর।'

মার্ক-এর চোখের কোল বেয়ে জল গড়াতে লাগল, চোখের জল গোপন করতে সে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

'এখন এসব বলে মিছিমিছি মন খারাপ কোরনা, সোনা,' মুখ না ঘুরিয়েই বলল

মার্ক, 'সত্যিই কার দোষ তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না। তবে মোটর সাইকেল কিনতে মানা করে তোমায় মা ঠিকই করেছিলেন।'

'মামনি?' ক্লান্ত শোনাল পিলারের গলা।

'চুপ, সোনা, এখন বেশি কথা বোলনা....

'বাগানে আমার সেই যে একটা ছোট্ট খেলাঘর ছিল মনে পড়ে? স্বপ্নে কাল রাতে স্বপ্নে বাড়িটা দেখেছি। আর একটা পুঁচকে কুকুরছানা যে এনে দিয়েছিলে মনে পড়ে? সেই যে যার নাম রেখেছিলে অগুস্তিন? ওকেও স্বপ্নে দেখেছি মামণি...'

অগুস্তিন। নামটা কানে যেতে দূর অতীতের একরাশ হারানো ছবি ভেসে উঠল ডিয়ানার মনের পর্দায়। ডিয়ানা নিজেই তার নাম রেখেছিল অগুস্তিন। কিন্তু মার্ক কুকুর বেড়াল মোটেও বরদাস্ত করত না তাই বড হয়ে ওঠার আগেই অগুস্তিনকে অন্য জায়গায় পাচার করে দিতে বাধ্য হয়েছিল সে। তার ক'দিন বাদে একটা বেড়ালের বাচ্চা নিয়ে এল ডিয়ানা, মার্ক-এর আপত্তিতে তাকেও রাখতে পারলনা, তারপরে আনল পাখির ছানা। সে ছানাও বড় হয়ে একদিন ফাঁক পেয়ে ডানা মেলে উড়ে পালিয়ে গেল, হয়ত মার্ক-এর বিরাগ টের পেয়েই। তারপরে আর পশুপাখি পোষেনি ডিয়ানা।

'অগুস্তিনকে কোথায় রেখে এলে, মামণি?'

'...আমার অগুস্তিনকে...কোথায় রেখে এলে মামণি'...দু'চোখ মেলে তাকাল পিলার, ভাঙ্গা গলায় আমতা আমতা করে বলল, 'আ...আমি যে ওকে বড্ড ভালবাসতাম মামণি...'

'অগুস্তিন খুব কচি বাচ্চা ত,' আদর করে বলল ডিয়ানা,' মার বুকের দুধ খেতে না পেয়ে বেচারির ভারি কষ্ট হচ্ছিল, তাই ওকে ওর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।'

'তোমার পুঁচকে অগুস্তিন ওর মায়ের কাছে সুখেই আছে সোনা,' পিলারের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে ডিয়ানা মার্ক-এর চোখের দিতে তাকালা। ছোটবেলায় সেই কবে অগুস্তিন-এর কথা ভুলে গিয়েছিল পিলার, এতদিন বাদে আজ তার কথা নতুন করে তার মনে পড়ছে কেন, কেন তার কথা মনে করে কষ্ট পাচ্ছে সে, এসবের মানে কি? এসবই কি পিলারের মাথায় চোট লাগার প্রতিক্রিয়া? ডঃ কার্শম্যান তার মাথায় তাহলে কি অপারেশন করলেন? এ কোন ধাঁচের চিকিৎসা? পিলারের অবস্থা ভাল হচ্ছে না ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে তাই এখনও বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। পিলারের আগে যে ছেলেটি জন্মেছিল হঠাৎই তার চেহারা ডিয়ানার মনে পড়ে গেল, গির্জার পাদরি তার নামকরণ পর্যন্ত করেছিলেন ফিলিপপে এডুয়ার্ড, আর তার কিছুক্ষণ পরেই সে বিদায় নিয়েছিল তার বুক থেকে। পিলারের কি তেমনই পরিণতি ঘটবে, নাকি,

তার অবস্থায় উন্নতি ঘটছে ধীরে ধীরে?

'মামণি?...অগুস্তিনকে ওর মায়ের কাছে থেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে? বাবাকে বলোনা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে?' পনেরো পেরিয়ে আর ক'দিন বাদে যে সে ষোল পা দেবে, পিলারের গলা দিয়ে যে আওয়াজ বেরিয়ে এল খুব ছোটবেলায় তেমনি করে আবদার করত সে। কি আছে কপালে কে জানে ভেবে চোখ বুঁজল ডিয়ানা, চাপাগলায় আশ্বাস দিল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি তোমার বাপিকে কথাটা বলব।'

পিলার সম্পর্কে যে ভীতি ডিয়ানা পাচ্ছে তার ছায়া ফেলেছে মার্ক-এর মনেও, ভীতিমাখানো চোখে প্রথমে ডিয়ানা, তারপরে মেয়ের দিকে তাকাল সে, তার কাছে এসে বলল, 'খুব সুন্দর এইটুকু একটা কুকুরছানা তোমায় এনে দেব, সোনা, দেখো তুমি। সেই যে একরকম কুকুর আছে, ঝোলা ঝোলা কান, থেকে থেকে ল্যাজ নাড়ে? ঠিক ঐরকম একটা কুকুরছানা।'

'না, ওসব কুকুর নয়...আমার অগুস্তিনকে এনে দাও...ওকেই আমার চাই...' গোঙানির মত শোনাল পিলারের গলা কাঁদতে কাঁদতে একসময় চোখ বুঁজল সে। নার্সের ইশারায় ডিয়ানা আর মার্ক দু'জনে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

পাশাপাশি দু'জনেই পায়চারি করল কিছুক্ষণ কারও মুখে একটি কথাও নেই। খানিকবাদে ডিয়ানা উত্তেজিতভাবে চেপে ধরল মার্ক-এর হাত, চাপা গলায় বলে উঠল, 'এই কার্শম্যান না কে, উনি আবার কখন পিলারকে দেখতে আসবেন?' আশঙ্কা মেশানো একরাশ চাপা উত্তেজনা ফুটে বেরোল তার গলায়।

'ওরা ত বলছে একটু পরেই আসবেন,' মার্ক তাকাল ডিয়ানার দিকে, 'পিলারের অবস্থা কি তোমার চোখে ভাল ঠেকছেনা?'

'ঠিক তাই,' সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল ডিয়ানা, 'ও কেমন অস্থির হয়ে উঠছে নিজেই ত দেখলে? চোখের চাউনিতে কেমন ভীতি আর কি হবে কি হবে ভাব, লক্ষ করোনি?'

'কিন্তু ও ত এখনও কথা বলছে,' ডিয়ানাকে আশ্বস্ত করতে চাইল মার্ক, 'কথায় এতটুকু ভুল নেই। এসব কি ভাল, সেরে ওঠার লক্ষণ নয়?'

'হয়ত হতে পারে।' মুখে ডিয়ানা বললেও ভেতরে ভেতরে মোটেও আশ্বস্ত হতে পারছেনা সে। ডিয়ানার কোমর এক হাতে জড়িয়ে হাঁটছে মার্ক; একরাশ বিতৃষ্ণা খানিক আগেও ডিয়ানার বিরুদ্ধে সাপের মত মাথার ভেতরে ফণা তুলেছিল। কিন্তু এইমুহূর্তে সেই হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার কোনও চেষ্টা করছেনা সে। এইমুহূর্তে ডিয়ানা আর মার্ক, দু'জনেই দু'জনের প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভব করছে। মাত্র আধঘন্টা আগেও মার্ক-এর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছে সে গলার শিরা ফুলিয়ে। সে অন্য নারীতে আসক্ত জেনে ডিভোর্সের ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু এখন

সেসব আর সমস্যা নয়। দাম্পত্য সম্পর্ক বা স্বামির চরিত্রদোষের চাইতেও এইমুহূর্তে একমাত্র সন্তানের পুরোপুরি সেরে ওঠা তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পায়চারি করতে করতে একসময় অস্থির হয়ে জলের একধারে দাঁড় করানো চেয়ারে বসে পড়ল ডিয়ানা। এইমুহূর্তে তার মানসিক অবস্থা পুরোপুরি আঁচ করতে পারছে মার্ক, তার উত্তেজনা প্রশমন করতে তার হাতে হাত বুলিয়ে শান্ত গলায় প্রবোধ দিচ্ছে যে শান্ত হও বলে। মার্ক-এর কথার জবাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিয়ানা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নার্স, কাছে এসে বলল, 'ডঃ কার্শম্যান আপনাদের মেয়েকে দেখছেন, উনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।' সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বলতা কাটিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিয়ানা, মার্ককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল কেবিনে। খাটের একধারে দাঁড়িয়ে কার্শম্যান একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন পিলারের। দিকে মার্ককে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আপনার মেয়েকে আমি আরও খানিকটা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে ওর মাথায় আমি আরেকটা অপারেশন করব।'

'আপনার নিজের কি মনে হচ্ছে?' জোরগলায় জানতে চাইল মার্ক, 'আপনি নিজে কেমন বুঝছেন?'

'ও প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি,' কার্শম্যান বললেন, 'তার বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' বলেই তাঁর চোখ পড়ল ডিয়ানার দিকে, গলা নামিয়ে বললেন, 'মেয়ের পাশে একটু বসবেন?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ', বলে ডিয়ানা এগিয়ে এসে পিলারের মাথার কাছে দাঁড়াল, মার্কও পায়ে পায়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

পিলার নিজের মনে গোঙাতে গোঙাতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ঘোরে নানারকম আওয়াজ করছে, কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। পিলারের নিঃশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে বলে তাদের মনে হল। খাটের ধারে হাত রেখে মেয়ের ছোটখাটো দুর্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। পিলারের এলিয়ে পড়া হাতে হাত রেখে ডিয়ানা তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একটু আশা ভরসার চিহ্ন কখন সেখানে ফোটে, তা দেখার আশায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে পিলারের ঘুম ভাঙ্গল, চোখ মেলেই বলল, 'মা...বড্ড তেষ্টা পেয়েছে...'

'আর একটু পরে দেব, মা,' অল্প হেসে ফিসফিস করে বলল ডিয়ানা 'এবার ঘুমোও ত দেখি। তোমার বাপি আর আমি এখানেই আছি। নাও, এবার ঘুমোও সোনা মেয়ের মত। দেখবে খানিকবাদে খুব ভাল লাগছে।'

'ভাল লাগছে...আমার খুব ভাল লাগছে,' বলে হাসল পিলার, সে হাসি তীরের মত বিঁধল মার্ক আর ডিয়ানার বুকে। তার খানিক পরে ডঃ কার্শম্যান কাছে এসে

চাপাগলায় বললেন, 'আপনারা বাইরে যান। আমরা এবার ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাব।'

কেবিনের বাইরে এসে দু'জনে দেখল ঠাণ্ডা পড়েছে। চোখের কাছে ঘড়ি এনে ডিয়ানা দেখল রাত চারটে গত দু'দিন ধরে রাতে ঘুম বিদায় নিয়েছে দুজনের চোখ থেকে।

অপারেশন থিয়েটারের বন্ধ দরজার বাইরে লাল আলো জ্বলছে, অনেকটা তফাতে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে ডিয়ানা আর মার্ক।

ঘন্টাখানেক পরে অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ডঃ কার্শম্যান, কাছে এসে ধীরে বললেন, 'আমি খুবই দুঃখিত, মঁশিয়ে ডুরাস, অপারেশন শেষ হবার আগেই পিলার মারা গেছে।'

'নিন, সইসাবুদ যা করার করে দিচ্ছি,' হাসপাতালের ছাপানো প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নিজের নাম সই করলেন ডঃ কার্শম্যান, 'কবর দেবার ব্যবস্থা পাকা করে পিলারের লাশ মর্গ থেকে সুবিধামত নিয়ে যাবেন। ঐটুকু মেয়ের এত জীবনীশক্তি নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতামনা। পিলারের মাথার জখম এতটাই মারাত্মক ছিল যে আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক হত। কিন্তু তা সত্বেও ও কি করে এতদিন বাঁচল তাই বুঝতে পারছিনা।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ঘেষে দাঁড় করানো একটা ছোট নীল গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল মার্ক, দরজা খুলে নিজে বসল সামনে চালকের আসনে, ডিয়ানাকে পাশে বসতে ইশারা করল।

'এই গাড়িটা আবার কার কাছে থেকে নিয়ে এলে?' জানতে চাইল ডিয়ানা। 'নিয়ে এসেছি একজনের কাছ থেকে' গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েই এঞ্জিন চালু করল মার্ক 'আমার মক্কেলদের সবাইকে, তুমি চেনো না।'

॥ এগারো ॥

সবে সকাল হয়েছে, সোনালি রোদ যেন গলে গলে পড়ছে প্যারি শহরের রাজপথে। সামনে উইণ্ডস্ক্রিণের দেয়ালের ওপাশে শহরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যতবার সে উদাস হয়ে যাচ্ছে ততবারই একটা মিষ্টি গন্ধের রেশ বাতাসে ভেসে আসছে— গন্ধটা কোনও পারফিউমের সেটা যে গাড়ির ভেতরেই কোথাও পড়ে আছে এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

একমনে গাড়ি চালালেও বাঁধভাঙ্গা চোখের জলে মার্ক-এর গাল ভেসে যাচ্ছে আড়চোখে দেখতে পাচ্ছে ডিয়ানা।

'কি করছ মার্ক?'

রুমাল বের করে আলগোছে ডিয়ানা তার দু'গাল মুছিয়ে দিল, যে গেছে কান্নাকাটি করে তাকে ত ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ঝাপসা চোখে গাড়ি চালাতে গিয়ে যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে? কান্নাকাটি বাড়ি পৌঁছেও করতে পারবে!'

'মা হয়ে তুমি এমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলছ কি করে, ডিয়ানা?' মুখ খানা ফিরিয়ে বলল মার্ক, 'পিলারের জন্য তোমার নিজের কান্না পাচ্ছে না?'

'দুঃখে শোকে দিশাহারা হওয়া আমার ধাতে নেই, মার্ক,' বলতে গিয়ে তার নিজের দু'চোখ জলে ভরে এল, 'তাছাড়া পিলারের আগে আরও দু'বার দু'টি সন্তানকে হারিয়েছি তা হয়ত তুমি ভুলে গেছ। সন্তান হারানোর দুঃখ আমার তাই গা সওয়া হয়ে গেছে।' তার একথার জবাবে এবার আর কিছু বলতে পারলনা মার্ক।

প্রথম সন্তান মারা যাবার পরে তার মৃতদেহ কবর দেয়া হয় সান ফ্রান্সিসকোতে, দ্বিতীয় সন্তানকে ফ্রান্সে, অবশ্যই তার শাশুড়ির ইচ্ছায়। খানিক আগে ডঃ কার্শম্যানের সামনেই পিলারের শেষকৃত্যও এখানেই সম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সে। ডিয়ানা হ্যাঁ না কিছুই বলেনি। তার মৃতদেহ ফ্রান্সে কবর দেয়া হবে জানতে পারলে সে নিজেও অখুশি হত না জানে ডিয়ানা।

পৈতৃক বাড়ির কাছাকাছি আসতে ব্রেক কষল মার্ক, সঙ্গে সঙ্গে ঘটল এক অদ্ভুত কাণ্ড—অল্প ঝাঁকুনি লেগে ডিয়ানার সামনে পল্‌কা ড্যাশবোর্ড গেল খুলে। ভেতর থেকে খুদে কি একটা জিনিস ছিটকে এসে পড়ল কোলে। জিনিসটা তুলে চোখের সামনে নিয়ে এসে দেখল ডিয়ানা—একটা আনকোরা লিপস্টিক, এথেনসে তৈরি। জিনিসটা আগের জায়গায় রেখে ড্যাশবোর্ড বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মগজের ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি টের পেল সে। গলার ভেতরে কি একটা যেন বারবার দলা পাকিয়ে উঠছে। পরমুহূর্তে এয়ারপোর্টে মার্ক-এর পাশে সেই অচেনা যুবতীর মুখখানা তার মনে পড়ে গেল। লিপস্টিকটা মার্ক নিজেই এথেনস থেকে এনেছে কিনা এ প্রশ্ন উঁকি দিল মনে।

গাড়ির দরজা খুলে মার্ক ততক্ষণে নেমে ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতরে, প্রবল অনিচ্ছার টুঁটি চেপে নামল ডিয়ানাও। প্রৌঢ় শাশুড়ি নেমে এসেছেন সিঁড়ি বেয়ে, মার্ক ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল তাঁর বুকে, কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিল। পিলার বেঁচে নেই শুনে মার্ক-এর মাও স্থির থাকতে পারলেন না।

শোবার ঘরে পিলারের ছোটবেলার ফোটোর সামনে কেঁদে বুকের ভেতরে বোঝা অনেকটা হালকা করল ডিয়ানা। শাশুড়ি একবার এসে মামুলি সমবেদনা জানিয়ে গেলেন, সেইসঙ্গে পরপর তার তিনটি সন্তানের মৃত্যু ঘটল বলে মৃদু আক্ষেপও করলেন যা শুনে ক্ষুব্ধ হল ডিয়ানা।

আশ্চর্য, এখানে এসে পৌঁছোনোর পর থেকে মার্ক কথা বলা দূরে থাক একবারও

তার খোঁজখবর নেয়নি। জলখাবার খেয়ে কিছুক্ষণ অলসভাবে বসে রইল ডিয়ানা। তারপরেই কৌতূহল বশে খাট থেকে নেমে বাইরে এল। পায়ে পায়ে বসার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, চেনা নাক ডাকার আওয়াজ কানে যেতে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিল ভেতরে। ডিয়ানা দেখল একটা বড় সোফায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে মার্ক। আচমকা একজনের কথা তার মনে এল। ডিয়ানা জানে প্যারিতে সকাল সাড়ে আটটা হলেও সান ফ্রানসিসকোতে এখন সবে রাত বারোটা।

কাউকে কিছু না জানি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ডিয়ানা। কয়েক পা এগিয়ে ঢুকে পড়ল ডাকঘরে। টেলিফোন বুথে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল। কাঁপা হাতে একটা নম্বর ডায়াল করল।

'হেলো?' ওপাশ থেকে চেনা পুরুষকণ্ঠ ভেসে আসতে মনে জোর পেল ডিয়ানা।

'বেন?'

'ডিয়ানা? কি খবর, কোথা থেকে ফোন করছ?'

'এখানে যে ডাকঘর আছে সেখানে থেকে।'

'হেলো, ডিয়ানা, তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

'আজ ভোরবেলা অপারেশন টেবলে পিলার মারা গেছে, বেন', বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল ডিয়ানা।

'তোমার স্বামি মার্ক, ওকি এসেছে?'

'হ্যাঁ, বেন, গতকালইও এসে পৌছেছে এথেনস থেকে।'

'হেলো ডিয়ানা, শোন,' বেন-এর উৎকণ্ঠা মেশানো গলা ভেসে এল, 'আমি যাব তোমার কাছে? আমি তৈরি আছি, তুমি একবার বললেই সকালের প্রথম ফ্লাইট ধরব।'

'তুমি আসবে?' রিসিভার হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবল ডিয়ানা, পিলার নেই, মার্কও এসেছে, এখন বেন এলেই বা তার কি সুরাহা হবে? মুখে বলল, 'তুমি আসতে চাইছো জেনে খুব ভাল লাগছে, কিন্তু এসে কোনও লাভ হবে না। তাছাড়া আর ক'দিন বাদেই আমি ফিরে যাচ্ছি।'

'ঠিক ত? দরকার না হলে আমি ওখানে গিয়ে তোমার ঝামেলা মোটেও বাড়াব না, তবে তোমার দরকার হলে আমি সবসময়েই তৈরি আছি। মনে থাকবে ত?'

'থাকবে,' বেন-এর আশ্বাস কানে যেতে আচমকা মনটা তার খুশিতে ভরে উঠল।

'ওদিকের কোনও খবর আছে?'

'এখনই বলতে পারছি না, মার্ক-এর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ঠিক আছ, এক্ষুনি ওসব কথা তোলার দরকার নেই, আগে এদিকটা সামলে নাও, তারপর ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে। ইয়ে...পিলারের শেষ কাজ কোথায় হবে?'

'মার্ক এখানেই করতে চায়, আর পিলার বেঁচে থাকলেও হয়ত বাপের ইচ্ছেতেই

সায় দিত। আমার নিজের এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই, পিলারের শেষ কাজ মিটে যাবার দু'তিনদিনের মধ্যে আমি ফিরে যাব।'

'আগে থেকে বলে ভাল করলে। তুমি ফিরে আসার আগে এই ক'দিন আমি আর দূরে কোথাও যাব না। কিন্তু দরকার হলেই আমায় ফোন করতে কোনও সংকোচ কোর না। কেমন মনে থাকবে ত?'

'থাকবে, একটা কাজ কোর, প্লিজ। পিলারের খবরটা টেলিফোনে কিমকে জানিয়ে দিও।'

'নিশ্চয়ই দেব। শোন, অনেকক্ষণ একটানা কথা বলছ। এবার বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোও। সময়মত বিশ্রাম নিতে ভুলোনা, ডিয়ানা। সুস্থ শরীরে আগে ফিরে এসে তারপরে আবার আমরা যাব কারমেল। আবার আমরা পাশাপাশি হাতে হাত রেখে হেঁটে বেড়াব সাগরবেলায়, ঠিক আগের মত। আবার তোমায় আমার কাছে পাব। আমার ভালবাসার কথা মনে রেখে এবার শান্তমনে বাড়ি ফিরে যাও।'

'তুমিও আমার ভালবাসা নিও, সোনা' বলতে গিয়ে তার গলা ধরে এল। বুথের বাইরে এসে কাউন্টারে কলের চার্জ মিটিয়ে দিয়েই ডিয়ানার মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল, টাল সামলাতে না পেরে সে ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়ে গেল।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' ডিয়ানার চোখের দিকে তাকাল মার্ক, 'জামায় এত ধুলো মাটি লাগল কি করে? কোথাও পড়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' বলতে গিয়ে লজ্জা পেল ডিয়ানা, 'সান ফ্রানসিসকোতে কিমকে টেলিফোন করব ভেবে ডাকঘরে গিয়েছিলাম। কিমকে পেলাম না। বুথের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার মুখে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম।'

'ক'দিন ধরে তোমার ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে!' ডিয়ানার গলা জড়িয়ে ধরল মার্ক, 'মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এবার যাও, সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ো, তিন-চার ঘণ্টা একটানা ঘুমোও।'

'আমি ঘুমোলে ওদিকের কি হবে?'

'পিলারের শেষ কাজের কথা বলছ? ওসব আমি ঠিক সামলে নেব, ও নিয়ে তোমায় মোটেও ভাবতে হবে না।'

'একটা কথা বলার ছিল, মার্ক,' শোবার ঘরের দিকে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল ডিয়ানা 'তোমার সেই বান্ধবীর ব্যাপারে কি ঠিক করলে?'

'ও নিয়ে তোমায় এখন মাথা না ঘামালেও চলবে!' বিরক্তি আর ঝাঁঝ ফুটে বেরোলো মার্ক এর গলায়, চাপা উত্তেজনায় ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠল।

'হয়ত এ বিষয়ে কথা বলার সময় এটা নয়,' নিজেকে শান্ত রেখে বলল ডিয়ানা,

'কিন্তু আজ হোক কাল হোক এটা সমস্যার আকারে ঠিকই দেখা দেবে।'

'হয়ত তোমার আশঙ্কা ঠিক নয়।'

'তার মানে?' মানে এই যে ওটা পুরোপুরি আমার ব্যাপার, তাই আমাকে সামলাতে দাও। কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে যাতে কোনও সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করব।'

'সত্যি বলছ?'

কয়েক মুহূর্ত তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মার্ক বলল, 'সত্যি বলছি।'

'ওঃ মার্ক,' পাশে বসে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে শাঁতাল বলল, 'এই দুঃখের সময় তোমায় সমবেদনা জানাবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছিনা! পিলার এইভাবে চলে যাবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি! ভাল কথা,' কয়েক মুহূর্ত কি ভাবে শাঁতাল বলল, 'তোমার বউ…মানে ডিয়ানা কোথায়, ও আসেনি?'

'শাঁতাল,' গম্ভীর গলার বলল মার্ক, 'আমার আগেই ও এসে পৌঁছেছে। আমার মায়েব কাছ থেকে ফ্লাইট নম্বর জোগাড় করে ও এয়ারপোর্টে গিয়েছিল, সেখানে আমাদের দু'জনকে প্লেন থেকে নামতে দেখেছে। মেয়েদের বুদ্ধি এমনিতেই আমাদের চেয়ে বেশি, ওরা জানোয়ারের মত ভালমন্দের গন্ধ পায়। ডিয়ানা নিজে এদিকে থেকে আরও এককাঠি সরেস। এয়ারপোর্টে আমাদের হাঁটা চলা, তাকানো, এসবই ও খুঁটিয়ে দেখেছে আর তাতেই ও বুঝতে পেরেছে তোমার আমার সম্পর্ক নতুন নয়, অনেকদিন ধরে গড়ে উঠেছে।'

'তোমায় বউ-এর ঘটে বুদ্ধি আছে মানতেই হবে,' মুখ টিপে হাসল শাঁতল, 'তা ও কি বলছে?'

'ঐ যে বললাম আমার বউ-এর মাথায় প্রচুর বুদ্ধি, মুখে তেমন কিছু না বললেও হাবেভাবে কথাবার্তায় অনেক কিছুই সে বোঝাতে চাইছে। আমার বউ আমেরিকান, শাঁতাল, স্বামির প্রেমিকা বা রক্ষিতা থাকবে এটা ওরা মেনে নেয়া দূরে থাক স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। স্বামি স্ত্রী আজীবন অন্যের প্রতি অনুগত থাকবে, বিয়ে বলতে এটাই বোঝে ওরা। স্বামি এঁটো কাপ প্লেট ধুয়ে সাফ করছে নয়ত রান্নার কাজে বউকে সাহায্য করছে, ছেলেরা গাড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করছে, রবিবার সকালবেলা সবাই দলবেঁধে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করছে এই হল গড়পড়তা আমেরিকান পরিবারের চেহারা।'

'তুমি নিজে?' মৃদু প্রতিবাদের সুর ফুটল শাঁতালের গলায়, 'তুমি নিজেও কি ঐরকম চেহারার পরিবার চাওনা?'

'ওটা একটা অবাস্তব স্বপ্ন, তুমি আমি সবাই তা জানি।' বলে চুপ করে গেল মার্ক, গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবতে লাগল।

'অত কি ভাবছ, মার্ক—এডুয়ার্ড?' শাঁতাল বলল, 'ভাবার মত আছেই বা কি?'

'ভাবছি তোমার কথা।'

'আমার কথা ভাবছ? হাসিহাসি গলায় বলল শাঁতাল, 'কি এমন ভাবছ শুনি?'

'ভাবছি তোমায় কত ভালবাসি, সুযোগ পেলে আরও কত ভালবাসতে পারি। আর কি ভাবছি জানো? তোমার আর আমার শরীর যদি এইমুহূর্তে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমি আর কিছু চাইব না।'

মার্ক কি চাইছে বুঝতে শাঁতালের অসুবিধে হলনা, আলখাল্লার মত গোলাপি রং-এর ঢোলা গাউনটা তার সামনেই গা থেকে সে খসিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠে এল মার্ক, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল প্রণয়িনীকে। শাঁতালের বুকে মুখ ডুবিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল মার্ক, ভেতর থেকে দরজা এঁটে দিল।

পিলারের শেষকৃত্যে যোগ দিতে মার্ক-এর কয়েকজন নিকটাত্মীয় এল তাদের বাড়িতে। মৌখিক সমবেদনা জানানো ছাড়া এরা কেউ ডিয়ানার ধারে কাছে এলনা। কাজকর্ম মিটে গেলে সবাই একে একে বিদায় নিল। ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠেছিল ডিয়ানা, মার্ককে কাছে পেয়ে বলল, 'মার্ক, এবার আমরা কবে বাড়ি ফিরব?'

'বাড়ি মানে সানফ্রানসিসকো?'

'হ্যাঁ।'

'এখুনি ঠিক বলতে পারছিনা,' ডিয়ানার চোখের দিকে তাকাল মার্ক, 'আসলে বাড়ি ফেরার কথা এখনও ভাবছিনা আমি', কেন, তোমার কি খুব তাড়া আছে?'

'এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, মার্ক, আমি আর পারছিনা।'

'মুশকিলে ফেললে!' আক্ষেপের গলায় বলল মার্ক, হাতে কতগুলো কাজ যে এখনও জমে আছে, ওগুলো শেষ না করে, ত ফিরতে পারব না।'

'কাজ শেষ করতে আর ক'দিন লাগবে?'

'তা কম করে আরও দু'হপ্তা পনেরোদিন ত বটেই, তার আগে না।'

'তাহলে তুমি কাজকর্ম শেষ করে তারপরেই যেয়ো।' বলল ডিয়ানা, 'কিন্তু অতদিন আমার শুধু শুধু এখানে থাকার কোনও কারণ দেখছিনা।'

'তার মানে? কারণ দেখছি না মানে কি, তুমি কি একা ফিরতে চাও?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু আমি তোমায় একা ছাড়তে চাইছিনা,' মার্ক বোঝানোর চেষ্টা করল, 'তোমার শরীর যে খুব ভাল নেই তা ত নিজের চোখেই দেখছি। ওখানে সারাদিন একা একা থাকবে। প্রতিমুহূর্তে পিলারের কথা ভেবে ভেবে তোমার মন খারাপ হবে। এসব

কথা ভেবেই বলছি তুমি আমার সঙ্গেই ফিরবে।'

'ওসব ভেজানো কথা বলে তুমি আমার আটকে রাখতে পারবেনা মার্ক! দু'হপ্তা কেন, আর দুটো দিনও আমি এখানে থাকতে রাজি নই!'

'দেখা যাক রাজি হও কিনা!'

'মার্ক, কাজটা ভাল করছনা।' ডিয়ানার গলার পর্দা চড়ল।

'যত তাড়াতাড়ি, পারলে আজকালের মধ্যেই আমায় বাড়ি ফিরতেই হবে!'

'বেশ ত, তাই যেয়ো,' মার্ক বলল, 'তবে তার আগে আমার সঙ্গে অন্ততঃ একটা উইকএণ্ড ত কাটাবে, নাকি? আমাদের মাঝখানে কতগুলো সমস্যা কিভাবে মাথাচড়া দিয়ে উঠছে নিজে চোখেই ত দেখছো। কোনও এক উইকএন্ডে কোথাও গিয়ে সেসব নিয়ে কথা বলা যেতনা? যখন আর কেউ আমাদের ধারে কাছে থাকবে না? বলো, আমার এই অনুরোধটুকু তুমি রাখবে না?'

মার্ক-এর কথায় এমন কিছু আছে যাকে উপেক্ষা করা যায় না অন্ততঃ ডিয়ানা নিজে তা এখনও পারে না। কয়েকমূহর্ত ভেবে সে বলল, 'ঠিক আছে, যাব। কিন্তু দু'দিন, তার বেশি নয়।'

'কি বললে?' শাঁতালের প্রস্তাব শুনে মার্ক-এর মাথায় আগুন ধরে গেল। ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, 'পিলার আমার একমাত্র সন্তান সবে মারা গেছে আর এরই মধ্যে তুমি ডিয়ানাকে ডিভোর্স করার জন্য আমার ওপর চাপ দিচ্ছ? তুমি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছ নাকি, শাঁতাল? এমনই একটা সুবর্ণ সুযোগের আশায় নিশ্চয়ই এতদিন হাপিত্যেশ করছিলে, তাই না?' আরেকটু হলে শাঁতালকে হয়ত সে মেরেই বসত, কিন্তু তার আগেই নিজেই সামলে নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এল মার্ক। একদিকে ডিয়ানা, অন্যদিকে শাঁতাল, এই দুই নৌকোয় পা রেখে সে যে দাঁড়িয়ে আছে এইমুহূর্তে তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে মার্ক। পিলারকে হারানোর পর থেকে এই উপলব্ধি তার আরও বেশি করে হচ্ছে। তার কাছ থেকে সরে দাঁড়াতে পারলে ডিয়ানা বেঁচে যায় এটা বেশ বুঝতে পারছে সে। এয়ারপোর্টে শাঁতালের সঙ্গে তাকে দেখার ঘটনা যে কোনওদিনও ডিয়ানার মন থেকে মুছবে না তা জানে মার্ক, জানে এজন্য ডিয়ানা কোনওদিনও ক্ষমা করবেনা তাকে। অন্যদিকে মার্ক নিজে ডিয়ানাকে হারাতে চায়না। তার মা যতই অপছন্দ করুন ডিয়ানা তার স্ত্রী, সে নিজে পছন্দ করে তাকে বিয়ে করেছিল। ডিয়ানাকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করে, তার প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে অনুভাব করে। তাছাড়া পিলারকে একদিন ডিয়ানাই পেটে ধরেছিল এটা ত সে কোনওদিনও ভুলতে পারবে না, সেদিক থেকে পিলারের সঙ্গে সেই-ই তার শেষ যোগসূত্র। কিন্তু একই সঙ্গে শাঁতালকেও যে ছাড়তে পারবেনা মার্ক—

রক্ষিতা হলেও শাঁতাল তার প্রণয়িনী তার আবেগ উত্তেজনা, আনন্দ, সবকিছু।

ভেতরের উত্তেজনা চাপতে চুলে হাত বুলিয়ে বলল মার্ক, 'শাঁতাল, তুমি অবুঝের মত কথা বলছ! এখন আমাদের পারিবারিক শোকপর্ব চলছে, এর মাঝখানে ডিয়ানাকে ডিভোর্সের কথা আমি বলি কি করে? এত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব নয়?'

'আজ না হয় তোমার মেয়ে মারা গেছে, মার্ক এডুয়ার্ড,' নিষ্ঠুর হাসি ফুটল শাঁতালের পাতলা ঠোঁটে 'কিন্তু তোমার শরীরের স্বাদ প্রথম পাবার পরে পাঁচটা বছর যে কেটে গেছে তা ত অস্বীকার করতে পারবে না। পাঁচ বছর আগে একদিন শরীরের যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আজ তাকে আরও স্থায়ি করে তুলতে তোমার বাধা কোথায়? আমাদের সম্পর্ক আগে তোমার বউ জানত না, কিন্তু সেদিন এয়ারপোর্টে সে নিজে চোখে আমায় দেখেছে বলছ। জানাজানি যখন একবার হয়ে গেছে তখন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তুমি করতে চাইছোনা কেন তাই ত বুঝতে পারছিনা মার্ক!'

'সুযোগের সদ্ব্যবহার!' রাগে, উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত পিষল মার্ক, 'কার জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করব, শাঁতাল তোমার মত একটা সস্তা খানকির জন্য যে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু যে বোঝে না? দুই তিন ফ্রাঁ-র লোভে যে রাস্তায় কুকুরের মত পেছন পেছন আসে, তার জন্য? তুমি সত্যি হাসালে! অত তাড়াহুড়ো কোরনা, ধৈর্য ধরতে শেখো। আমি তোমার বাবার বয়সী। মক্কেল চরিয়ে খাই, দুনিয়াকে তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি চিনি। ধৈর্য ধরতে শেখো, দেখবে সবুরে মেওয়া ফলানোর উপদেশটা নিছক গলাগল্প নয়।'

'তা নয় বুঝলাম,' শাঁতাল বলল 'কিন্তু ধৈর্য কতদিন ধরতে বলছ, নিশ্চয়ই আরও পাঁচ বছর? তুমি ত আর দিন পনেরো পরে দেশে ফিরে যাবে। তারপরে? আমার অবস্থা কি হবে। একটিবারও ভেবেছো? আবার কবে আসবে সেই আশায় কম করে দু'তিন মাস অপেক্ষা করব? তোমার একার বাঁধা রক্ষিতা না হয়ে বাজারের বেশ্যা হলে হয়ত ভাল করতাম—নিত্যনতুন খদ্দের পেতাম, নিজেকে কখনও একা অসহায় মনে হত না।'

শাঁতালের জবাব শুনে উত্তর না দিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল মার্ক। তাকে হাসতে দেখে রেগে গেল শাঁতাল, গলা চড়িয়ে বলল, 'দাঁত বের করে হাসতে লজ্জা হচ্ছেনা? পাঁচবছর আগে প্রথম যেদিন তোমায় নিজের শরীর সঁপে দিয়েছিলাম সেদিন আমি ছিলাম পঁচিশ বছরের পূর্ণযুবতী। আজ আমার বয়স ত্রিশের গায়ে এসে ঠেকেছে। এইভাবে যত দিন যাবে তত আমার বয়সও বাড়বে, ত্রিশের পরে পঁয়ত্রিশ, তারপরে সাঁইত্রিশ, তারপরে একদিন পঁয়তাল্লিশে গিয়ে ঠেকবে। সময় যে জলের মত বয়ে যায় তা কি তোমায় নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে? তবে তুমি যেমন দু'কানকাটা বেহায়া, তাতে আমার বয়স যেদিন পঁয়তাল্লিশে এসে ঠেকবে সেদিনও তুমি এমনই

হেসে ধৈর্য ধরতে বলবে, সবুড়ে মেওয়া ফলে বলে জ্ঞান দেবে। তোমার বউ তোমায় কতদূর বা আদৌ চিনেছে কিনা তা জানি না, তবে তোমায় চিনতে আমায় বাকি নেই মার্ক-এডুয়ার্ড, এই কথাটা মনে রেখো!'

'লেখাপড়া ত কিছুই শিখলেনা!' আক্ষেপের গলায় বলল মার্ক, 'শিখলে দেখতে মেয়েমানুষের গতর বেচাকেনারও একটা সংস্কৃতি আছে, আছে স্টাইল। লেখাপড়া না হলেও ভদ্রতা, বদান্যতা, সৌজন্য, তোমার আবদারের ঠেলায় এসব ত রাতারাতি ভুলে যাওয়া সম্ভব না। ভুলে যাও ডিয়ানা আমার বউ, ভুলে যাও তার সঙ্গে আমার আইন সিদ্ধ সম্পর্ক আছে। ডিয়ানাকে এমন একটি মেয়েমানুষ হিসেবে ধরে নাও অল্প কিছুদিন আগে যার একমাত্র মেয়ে মারা গেছে। তুমি ভাবছো চরম শোকের এই মুহূর্তে ওকে ডিভোর্স করার মোক্ষম সময়। ডিয়ানাকে ডিভোর্স করলে ওর জীবন ছারেখারে যাবে, তোমার জন্য আমি তাও না হয় করব। কিন্তু তার আগে বেচারিকে মেয়ের শোক সামলে নেবার সময়টুকু অন্তত দাও।'

'ছারেখারে যাবে?' ব্যঙ্গের হাসি হাসল শাঁতাল, ''তুমি ডিভোর্স করলে ডিয়ানার জীবন ছারেখারে যাবে, ধ্বংস হবে, এমন আজগুবি ধারণা তোমার মনে হল কি কার? এমন ত হতে পারে যে তোমার বউ-এর কোনও গোপন প্রেমিক আছে।'

'ডিয়ানার গোপন প্রেমিক, ঠাট্টা করছ? গোটা ব্যাপারটা যে তোমার কাছে তালগোল পাকিয়ে দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। শোন এই উইকএণ্ডে ডিয়ানাকে নিয়ে আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি। যে জটিল সমস্যা আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা নিয়ে আমি কথা বলব ওর সঙ্গে। আমার মনে হয় কথা বলার পরেই ঠিক পথে এগোতে পারব।'

'ঠিক পথ,' অবাক চোখে তাকাল শাঁতাল, 'সেটি কোন পথ?'

'যে পথে তুমি এগোতে, চাইছো,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মার্ক।

'তাহলে এই উইকএণ্ডেই তুমি তোমার বউকে ডিভোর্স করার কথা বলবে এটা আমি ধরে নিতে পারি?'

'শাঁতাল,' নিজেকে অদ্ভুত শান্ত রেখে জবাব দিল মার্ক, 'আবার বলছি, এ ব্যাপারে এত জেদাজেদি কোরনা। তোমার আবদার মত এই উইকএণ্ডেই ডিয়ানাকে কথাটা বলব কিনা তা এখনও আমি জানি না কথাটা তোলার আগে আমার অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। পিলারের শোকের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে ওঠেনি ডিয়ানা। এইমুহূর্তে আমার মুখে ডিভোর্সের কথা শুনলে যদি হিতে বিপরীত হয়, যদি ও মানসিক আঘাত পায়, তাহলে কিন্তু দুর্ভোগের একশেষ হতে হবে। হতে পারো তুমি আমার রক্ষিতা, কিন্তু ডিয়ানার প্রয়োজন আমার জীবনে এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

প্যারি শহরের প্রান্তে ড্রয়েক্স-এর কাছে মার্ক-এর এক বড়লোক মক্কেল সামন্ততান্ত্রিক আমলের এক পুরোনো প্রাসাদদুর্গ হালে কিনেছেন। ছুটিছাটায় সপরিবারে বেড়াতে আসার উপযোগী করে তুলতে অনেক টাকা খরচও করেছেন তার পেছনে। অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে মার্ক উইকএণ্ড কাটানোর মত জায়গা খুঁজছে শুনে সেই মক্কেল একরকম যেচেই সেই প্রসাদদুর্গের চাবি তুলে দিয়েছেন তার হাতে।

'জায়গাটা ভালই, কি বলো?' গাড়ি থেকে নেমে সবুজ ঘাসে ছাওয়া পথে পা দিতে ডিয়ানার চোখে চোখ পড়তে বলল মার্ক।

'ঠিকই বলেছো,' সায় দিল ডিয়ানা, 'এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করার জন্য তোমায় অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

বেলা পড়ে এসেছে, ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি সেই বিশাল প্রাসাদের বাগানে কিছুক্ষণ আপন মনে ঘুরে বেড়াল ডিয়ানা, খানিক বাদে দেখল মার্ক এসে বসেছে লনে পাতা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে। মার্ক-এর ইশারায় পাশের চেয়ারে বসল ডিয়ানা। রং বেরং-এর বাহারি মরশুমি ফুলগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মার্ক। খানিকবাদে আপন মনে বলে উঠল, 'সুন্দর, কি অদ্ভুত সুন্দর! তাই না, ডিয়ানা,' তারপরেই বলল, 'তোমার সেই বান্ধবী কেমন আছে, মার্ক?'

'বান্ধবী?' ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেও নিজেকে অদ্ভুত সংযত রাখল মার্ক, ফুলের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'কি বলছ, কার কথা বলছ কিছুই ত মাথায় ঢুকছেনা।'

'মাথায় ঠিকই ঢুকেছে সোনা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ডিয়ানা, 'এখন ইচ্ছে করে কিছু না বোঝার ন্যাকামি করছ। তা ওর সম্পর্কে কি ভাবলে তুমি?'

'ডিয়ানা,' এতক্ষণে তার দিকে মুখ ফেরাল মার্ক, 'এক ঘন্টাও হয়নি এখানে এসেছি এরই মধ্যে ওসব প্রসঙ্গ তোলার কোনও দরকার আছে? এত তাড়া কিসের?'

'শিল্প সাহিত্যে অসামান্য উদ্ভাবনী প্রতিভার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে লুচ্চামি আর বদমায়েশি ফরাসিদের জন্মগত বৈশিষ্ট, অন্য দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল ডিয়ানা, 'আর্ট স্কুলে পড়ার সময় যে ক'জন নামী শিল্পীকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম তাঁদের অনেকের মুখেই এই এক মন্তব্য শুনেছি। কিন্তু নিজেকে ঠকানোর খেলাতেও যে ফরাসিদের জুড়ি নেই তার নজির এতদিনে দেখছি। আচ্ছা তুমি কি ভেবেছো বলো ত? দুটো দিন চুটিয়ে ফূর্তি করব তারপরে রবিবার রাতে শহরে ফেরার পথে কি সুখে দিন কাটালাম সেই গপ্পো করে কাটাব?'

'না, ডিয়ানা' তার দিকে চোখ তুলে তাকাল মার্ক, 'সেজন্য আমি তোমায় এখানে নিয়ে আসিনি, আসলে আমাদের দু'জনেরই একটু হাঁফ ছাড়ার দরকার হয়েছিল তাই...'

'সেটা অস্বীকার করছিনা,' ডিয়ানা বলল, 'কিন্তু যে সমস্যা আমাদের শান্তি নষ্ট করছে তা নিয়েও নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলা দরকার। তুমি কি ভাবো জানিনা, তবে এখনকার এই জীবনের কথা মনে হলে বিয়ে করার কি দরকার ছিল এই প্রশ্ন আজকাল প্রায়ই উঁকি দেয় আমার মনে।'

'তোমার মাথাটা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'হয়ত গিয়েছে,' আনমনে জবাব দিল ডিয়ানা।

'ডিয়ানা, দোহাই, তিক্ত প্রসঙ্গ তুলে এই শান্তির মুহূর্তগুলো নষ্ট কোরনা।'

'শন্তির মুহূর্ত? হুঃ!' তাচ্ছিল্যের গলায় বলল ডিয়ানা।

'পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনার কথাটার জ্বালা একা আমি মুখ বুঁজে সয়ে যাব, আর তুমি এমন হাবভাব করবে যেন কিছুই হয়নি, তাই না? না মার্ক, এ খেলা অনেকদিন ধরে খেলছ তুমি কিন্তু আমি আর সইতে পারছিনা!' গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়ে অনেক ঘটনা সত্যিই পরপর ঘটেছে—বেন-এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার জীবনে, তারপরে একমাত্র মেয়ে মারা যাবার কিছুক্ষণ আগে জেনেছে সে একা নয়, মার্ক-এর জীবনেও অন্য নারী আছে। বেন-এর আবির্ভাব পরে ঘটেছে, আর ঐ মেয়ে মার্ক-এর জীবনে কতকাল আগে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তা কে জানে!

'তুমি সত্যি সত্যি কি চাও, মুখ ফুটে একবার বলো ত?'

'তোমার স্নেহ ভালবাসা মেশানো বন্ধুত্ব, হাসি আনন্দ আর আমার কাজের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ভালবাসা। আমার শিল্পকে বাদ দিয়ে আমি নিজেকে ভাবতে পারিনা, মার্ক, আমার ছবি আঁকার কাজে তোমার সাহায্য চাইনা কিন্তু সে সম্পর্কে তুমি শ্রদ্ধাশীল হও এটুকুই চাই। মার্ক, বাড়িতে একা একা আমার সময় আর কাটেনা, আমি তোমার সঙ্গে সময় কাঁটাতে চাই। পিলার চলে গেছে, এখনকার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে একবার ভাবতে পারো? কাজের তাগিদে তোমার দেশেবিদেশে যেতেই হবে, কিন্তু তুমি যতদিন না ফিরে আসছো ততদিন আমার অবস্থাটা কি হবে? আমার সময় কাটবে কি করে একবারও তা ভেবে দেখেছো? তোমার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকব? না মার্ক, এইভাবে আমার দিনের পর দিন বছরের পর বছর কেটেছে, কিন্তু এখন আর তা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি ঐভাবে আর একটি দিনও কাটাতে চাই না।'

'তাহলে তুমি কি করতে চাও?' ডিয়ানার অন্তরের ইচ্ছা, তার ঐকান্তিক চাওয়াটুকু তাকে দিয়েই বলাতে চায় মার্ক, ডিয়ানা নিজে মুখে ডিভোর্সের প্রস্তাব দিক এটাই চায় সে।

'তুমি কি করতে বলো?' ডিয়ানার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

'কি বলব তা আমি নিজেই কি জানি ছাই? ইচ্ছে করলে আমরা আমাদের যাবতীয় সম্পর্কের ইতি এখানেই করতে পারি। আবার যদি আগের মত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে

কাটাতে চাই তাহলে আমার মনে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু অদলবদল ঘটাতে হবে।' কথাটা বলেই চমকে উঠল ডিয়ানা। মনের ভেতর থেকে উপলব্ধি করল এসব কি বলছে সে? মার্ক-এর সঙ্গে জীবনের বাকি দিনগুলো যদি কাটাতে হয় তাহলে বেনকে কোনদিনই তার পাওয়া হবেনা। কিন্তু মার্ক আমার হলেও তার স্বামি যার সঙ্গে গত একটানা আঠারো বছর ঘর করছে সে।

'তাহলে আমি যখন কাজ নিয়ে বিদেশে যাব তখন তুমিও আমার সঙ্গে যেতে চাও?' মার্ক-এর চোখে হতাশা ফুটে উঠল।

'কেন, গেলে ক্ষতি কি?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল ডিয়ানা, 'মামলা পড়ার ছুতোয় বান্ধবীকে নিয়ে বিদেশে ত দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছ, তাহলে আমার বেলায় বাধা কোথায়?'

'কারণ...কারণ এটা পুরোপুরি অযৌক্তিক এবং অবাস্তব।' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল মার্ক, 'তাছাড়া তোমায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে খরচ অনেক।'

'খরচ অনেক?' একদিকের ভুরু তুলে হাসল ডিয়ানা।

'অজুহাতটা জোরালো মানতেই হবে। কিন্তু মার্ক, এই প্রসঙ্গে জানতে চাইছি যাকে নিয়ে দেশেবিদেশে ঘুরে বেড়াও তোমার সেই বান্ধবী নিজেই প্লেনের টিকেট, হোটেলে থাকাখাওয়া আর চলাফেরার খরচ কি নিজেই বহন করে?'

'ডিয়ানা!' গলা চড়ালো মার্ক, 'এ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বলতে রাজি নই!'

'রাজি নও!' চোখ কুঁচকে বলল ডিয়ানা 'খুব ভাল কথা। কিন্তু তাহলে আমরা কি করতে এখানে এসেছি?'

'আমরা এসেছি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে,' জোর গলায় বলল মার্ক, 'এক কথায় বিশ্রাম নিতে।'

'তাই বলো,' ব্যঙ্গের সুরে বলল ডিয়ানা, 'তাহলে এখানে শান্ত সুবোধ বালক বালিকার মত উইকএণ্ড কাটিয়ে যেন কিছুই হয়নি প্যারিতে ফিরে গিয়ে এমনই হাবভাব করতে হবে। তুমি ফিরে যাবে তোমার সেই সদ্যযুবতী বান্ধবীর কাছে, তার ঠিক দু'হপ্তা বাদে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে জীবনযাত্রার পুরোনো একঘেয়ে জোয়াল ঘাড়ে তুলে নেব। তা এবার বাড়িতে ফিরে ক'দিন থাকবে, মার্ক? তিন হপ্তা? এক মাস? না দেড় মাস? তারপরে একদিন আবার কোনও জাহাজী মামলা লড়ার নতুন গপপো ফেঁদে তুমি পাড়ি দেবে বিদেশে। কোথায় যাবে, সঙ্গে ঐ একই মেয়ে বা নতুন কোনও বান্ধবী থাকবে কিনা তা তুমিই জানো। আর আমি? যতদিন না ফিরে আসছ, ততদিন একা যক্ষের মত বাড়িঘর আগলে বসে থাকব তোমার ফিরে আসার পথ চেয়ে। শুরু হবে আবার আমার সেই নিঃসঙ্গ অসহ্য জীবনযাপন!'

'না, এসব কথা তোমার মনগড়া এসবের কোনও ভিত্তি নেই!'

'ভিত্তি ঠিকই আছে, আর তুমি নিজেও তা ভালই জানো। আগেই বলে রাখছি নিঃসঙ্গ একটা জীবন কাটানোর মধ্যে আমি আর নেই। ওসব দিনের কথা ভুলে যাও?' উত্তেজিত ভাবে বলতে বলতে ঘরের বাইরে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল ডিয়ানা, আর ঠিক তখনই ক'দিন আগে ডাকঘরে যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনই ভাবে তার গা গুলিয়ে উঠল। মাথার ভেতরটা কেমন কেমন করতে লাগল। টাল সামলাতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে পড়ে গেল ডিয়ানা। বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব যার ওপর মঁশিয়ে পিয়েরে নামে সেই মাঝবয়সী ভদ্রলোক ডিয়ানাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করলেন। এমাজেন্সি ওয়ার্ডে কর্তব্যরত ডাক্তার আর নার্সদের চিকিৎসায় খানিক বাদেই ডিয়ানার জ্ঞান ফিরে এল। ডঃ ব্রায়ান অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে ডিয়ানাকে পরীক্ষা করলেন। মার্ক-এর সামনেই তিনি ডিয়ানার কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বললেন, 'অভিনন্দন, মাদাম, আপনি মা হতে চলেছেন!'

'তার মানে?' ডঃ ব্রায়ানের কথাগুলো ছুরির ধারালো ফলার মত আঘাত হানল তার মগজে, 'সত্যি বলছেন?'

'মিথ্যে বলে লাভ কি বলুন' ডঃ ব্রায়ান বললেন, 'এই মুহূর্তে যে শিশু আপনার গর্ভে আছে তার বয়স কম করে দু'মাস।'

'কি বলছেন ডক্টর?' আতংক ফুটে ওঠা বড় বড় চোখ মেলে তাকাল ডিয়ানা, 'তা হবে কি করে?' কিন্তু তার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য ডঃ ব্রায়ান দাঁড়িয়ে নেই, ডিয়ানাকে পরীক্ষা করে যা জেনেছেন মার্কের সামনে সেটুকু শুনিয়ে কোন ফাঁকে সরে পড়েছেন তিনি।

'কেন, না হবার কি আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল মার্ক।

'আমার বয়স সাঁইত্রিশ চলছে তা বোধহয় তুমি ভুলে গেছো, মার্ক,' ভাঙ্গা গলায় বলল ডিয়ানা এই বুড়ো বয়সে মা হওয়া আর যার পক্ষে সম্ভব হোক আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।'

'কি যাতা বলছ?' চাঁপা গলায় ধমকে উঠল মার্ক, 'সাঁইত্রিশ বছর বয়সে কেউ বুড়ো হয় নাকি? সাঁইত্রিশের পরে কম করে আরও পনেরো বছর তোমার মা হবার ক্ষমতা ঠিক বজায় থাকবে।'

'আমি ওসব কিছু বুঝতে চাইনা!' ছেলেমানুষের মত বলে উঠল ডিয়ানা, 'ওসব জ্ঞানের কথা শুনতে আমার মোটেও ভাল লাগছেনা।'

'ছেলেমানুষী কোরনা সোনা,' ডিয়ানার পিঠ পর্যন্ত লম্বা চুলে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করতে চাইল মার্ক।

'এত বছরের মধ্যে একবারও আমার পেটে বাচ্চা আসেনি,' আপন মনে বলে উঠল ডিয়ানা, 'তাহলে এতদিন বাদে এল কেন?'

'জীবনের অনেক ক্ষেত্রে এমনই ঘটনা ঘটে ডিয়ানা যা অবিশ্বাস্য ঠেকে, ওপর থেকে দেখলে কোনও মনের মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু আবার তুমি মা হচ্ছ! তার মানে পিলার চলে যাবার ফলে আমাদের পরিবারে যে ফাঁক তৈরি হয়েছে তা ভরাট করার জন্য আরেকজন আসছে।'

'কিন্তু আমাদের সংসারে আগেও ত সন্তান এসেছে,' পায়ের ওপর পা আড়াআড়ি ভাবে রেখে বলল ডিয়ানা, 'পিলারকে নিয়ে মোট তিনজন, কিন্তু তাদের একজনও বাঁচেনি। না, আমি আর সন্তান চাইনা।' মনে মনে ডিয়ানা মার্ক-এর উদ্দেশে বলল, 'তোমার নয়, আমি বেন-এর বাচ্চার মা হতে চাই।

কিন্তু তার মনের কথা টের পেলনা মার্ক, ডিয়ানা আবার মা হতে চলেছে জেনে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখের চাউনি। 'গোড়ার দিকে সব মেয়ের মনের অবস্থা এমনটাই হয়, কেউ মা হতে চায়না। তারপরে সেই সন্তানের জন্মের সময় যত এগিয়ে আসে ততই...কেন, পিলারের কথা মনে নেই, ওর জন্মের আগেও ত তোমার মনের অবস্থা এমনই হয়েছিল।'

'পিলারের জন্মের আগের কথা আমার ঠিকই মনে আছে, মার্ক,' ডিয়ানা হাসল, 'শুধু পিলার কেন, তার আগে আরও যে দু'জন এসেছিল তাদের পেটে আসার খবর শোনার পরে মনের অবস্থা কি হয়েছিল তাও ভুলিনি। ঢের হয়েছে মার্ক, আর নয়। কেন, কিজন্য আমায় আবার মা হতে বলছ তুমি? যাতে প্রচণ্ড ব্যথা বেদনা আর কষ্ট পাই, যাতে বুক ভেঙ্গে যাবার মত ঘটনা আবার আমার জীবনে ঘটে, সেজন্য? তুমি ত নামেই হবে সে সন্তানের বাবা, তোমায় পুরোপুরিভাবে কাছে পেতে পেতেই ত তার বয়স গিয়ে ঠেকবে আঠারোর কোঠায়। বুড়ো না হলেও আমার বয়স ত বাড়ছে। ওই বয়সে একা আমার পক্ষে সন্তান মানুষ করা কি সম্ভব? আর তুমি যার বাপ হবে সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক আসলে সে ত হয়ে উঠবে পিলারের মত অথবা তার চেয়েও দো-আঁশলা যার চিন্তা ভাবনার অর্ধেক হবে ফরাসি আর বাকি অর্ধেক হবে আমেরিকান! মাপ করো বাপু, আমি আর এর মধ্যে নেই।'

'ওকথা বললে ত চলবেনা!' কঠোর শোনাল মার্ক-এর গলা, 'পেটে যে এসেছে তার জন্ম তোমায় দিতেই হবে!'

'গলার জোরে কাজ হাঁসিল হবে ভেবেছো?' চেঁচিয়ে উঠল ডিয়ানা, 'ইচ্ছে মতন মেয়েদের চাপানোর যুগ এটা নয়। ইচ্ছে হলে এই বাচ্চা আমি নষ্ট করে ফেলব।'

'না তুমি তা মোটেও করতে পারবে না!'

'একশো বার পারব!'

'ডিয়ানা, অযথা উত্তেজিত হওয়া এখন তোমার শরীরের পক্ষে ভাল নয়,' 'মার্ক বোঝানোর চেষ্টা করল, 'আসলে পিলারের কথা ভেবে মন ভেঙ্গে গেছে বলেই এসব

বলছ তুমি, পাছে আবার 'দুর্ভাগ্যজনক' কিছু ঘটে যায় ভেবে ভয় পাচ্ছো। আগে বাড়ি চলো, তারপরে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে দেখে নিয়ো!'

'তুমি ভাবছো মা হওয়া ছাড়া আমার কোনও গতি নেই, তাই না?' আগুন হানা চাউনি মেলে তাকাল ডিয়ানা, 'কি করলে তুমি এই আপদের হাত থেকে আমায় রেহাই দেবে বলো, আমার ডিভোর্স করলে খুশি হবে?'

'বোকার মত কথা বোলনা।'

'তাহলে দয়া করে আমায় মা হবার জন্য আর জেদ কোরনা।'

'জেদ করছিনা ডিয়ানা, তুমি আর তোমার বাচ্চা, তোমাদের দু'জনকে আমি কতটা ভালবাসি তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারবনা।'

একজন নার্স এসে মার্ককে সরিয়ে নিয়ে গেল। খানিক বাদে ওয়ার্ডের বাইরে এসে দাঁড়াল মার্ক, 'কাল সকালে এসে তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব, সাবধানে থেকো,' বলে হাত নেড়ে বিদায় নিল।

মার্ক চলে যাবার পরে নার্স রাতের খাবার নিয়ে এল। খাবার বলতে একবাটি মাংসের স্যুপ আর দু'পিস সেঁকা পাউরুটি। কোনওরকমে তাই মুখ বুঁজে খেল ডিয়ানা, নার্সের দেয়া ওষুধও খেল। সবশেষে ওয়ার্ডের জোরালো আলোগুলো নিভে গেল, একটা কমজোরি হালকা নিল আলো শুধু জ্বলে রইল। বিশাল সেই ওয়ার্ডে ডিয়ানা একা, আশেপাশে আর একটি রোগীও নেই। কিছুক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে সে অসহায়ভাবে চোখের জল ফেলল, একসময় কান্না নিজের কানে একঘেয়ে ঠেকতে চোখ মুছে পরিস্থিতির কথা ভাবতে লাগল।

বেন-এর সঙ্গে পরিচয় হবার পরে বহুবার তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে সে মনে মনে ভাবতে লাগল ডিয়ানা, তার ক'দিন বাদে পিলারের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সে ছুটে এল এখানে, নানা ঘটনার পরে মারা গেল পিলার। ডাক্তারের কথা সত্যি হলে এটাই ধরে নিতে হবে বেন-এর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হবার আগে বা পরে মার্ক-এর সন্তান যে বেড়ে উঠছে তার গর্ভে তা একবারও টের পায়নি সে। কিন্তু পিলারের মৃত্যুর পরে মার্ক-এর সন্তান কেন এল তার গর্ভে, সে ত বেন-এর বাচ্চার মা হতে চেয়েছিল।

গোটা রাত বিছানায় ছটফট করে কাটাল ডিয়ানা, অনেক চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলনা। সকালবেলা মার্ক এসে তাকে ছাড়িয়ে সোজা নিয়ে এল বাড়িতে।

'আমায় কাল সকালে আবার এথেনস যেতে হবে বুঝলে? দুপুরে খাবার টেবলে মায়ের সামনে ডিয়ানার দিকে তাকাল মার্ক, 'বেশি নয়, বড়জোর পাঁচ ছ'দিন, তারপরে আবার ফিরে আসব। ফিরে এসে আর হপ্তাখানেক প্যারিসে কাটিয়ে তোমায় নিয়ে

বাড়ি ফিরব।'

'তারপরে?' ডিয়ানা শুধোল, 'আমি একা বাড়িতে দিন কাটাব আর তুমি আজ এখানে, কাল সেখানে ঘুরে বেড়াবে?'

'মোটেও না, আমি এবার থেকে তোমার সঙ্গে যতটা সম্ভব বেশি করে সময় কাটাব।'

'মুখে এখন বলছ বটে,' মুখ টিপে হাসল ডিয়ানা, 'কিন্তু আমি জানি মাসে বা বছরে বড়জোর পাঁচ ছ'দিন, তার বেশি সময় বাড়িতে মোটেও থাকবেনা তুমি, এও জানি শহরে যে সময় কাটবে সেই সময় বড়জোর মাসে দু'বার রাতে তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ডিনার খাবার সুযোগ আমার হবে। আর যদি অন্য কোথাও আর কারও সঙ্গে ডিনার খাও তাহলে আলাদা কথা।'

'তেমন কিছু এবার ঘটবেনা ডিয়ানা, আমি কথা দিচ্ছি।'

'কেন, ঘটবেনা কেন? এর আগে যেখানে বারবার ঘটেছে, বহুবার ঘটেছে?'

'তখন পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম,' মার্ক বলল, 'জীবনের কাছ থেকে আমার তখনও কিছুই শেখা হয়নি।'

'আমি রোজ রাতে তোমায় টেলিফোন করব, দেখে নিয়ো,' পরপর দু'বার মার্ক বলল কথাটা, কিন্তু ডিয়ানা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল, খানিক বাদে চাপা গলায় বলল, 'যাবার আগে কেন মিছে কথা বলে আমার আশ্বাস দিচ্ছ, মার্ক? তুমি চাইলেও তোমার বান্ধবী কি রোজ রাতে টেলিফোনে আমার সঙ্গে তোমার কথা বলতে দেবে?'

'সবসময় বাজে কথা বোল না ত,' বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল মার্ক, 'আমি মামলার কাজে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে আর কেউ যাবে না।'

'তাই বুঝি?' অনেক কষ্টে হাসি চাপল ডিয়ানা।

'সত্যি মিথ্যে তুমিই জানো, মার্ক, আমি ত আর এয়ারপোর্টে দেখতে যাচ্ছিনা!'

॥ বারো ॥

পরদিন মার্ক রওনা হয়ে গেলে ডিয়ানা দেখল গোটা বাড়িতে সে একা। মার্ক কবে ফিরে আসবে সেই ভেবে তার পথ চেয়ে বসে থাকা তার পোষাবেনা। কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে আবার ডাকঘরে এসে হাজির হল। বেনকে টেলিফোন করে ডিয়ানা জানাল খানিক বাদে প্লেনে চেপে সে রওনা হবে, পরদিন ভোর ছ'টা নাগাদ পৌঁছোবে সান ফ্রানসিসকোতে। শাশুড়ি আর কাজের লোকেদের নজর এড়িয়ে দিনভর নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে ব্যাগে ভরে নিল ডিয়ানা, দুপুরে শাশুড়ির সঙ্গে বসে লাঞ্চও খেল। সন্ধ্যের কিছু আগে শাশুড়ির নামে একটা চিঠি লিখল, তাতে উল্লেখ করল মার্ক ফিরে আসার আগেই দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে

সে। কাজের মেয়েদের একজনকে বখশিস দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে আনল ডিয়ানা, সে চলে যাবার পরে চিঠিখানা শাশুড়ির হাতে দেবার নির্দেশ দিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে পা টিপে টিপে শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

পরদিন ভোর ছ'টা নাগাদ প্লেন ল্যান্ড করল সানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে, প্লেন থেকে নেমে কাস্টমসের বেড়া পেরোতেই বেন-এর মুখোমুখি হল ডিয়ানা, তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বেন তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

'ওঃ ডিয়ানা, তোমার কথা ভেবে এত ভয় পাচ্ছিলাম যা বলার নয়,' বলতে গিয়ে বেন-এর গলা কেঁপে উঠল।

'আমারও একই অবস্থা বেন,' বলল ডিয়ানা।

'এবার তাহলে বাড়ি যাবে ত, না কি?' উত্তর দিতে গিয়ে পারলনা ডিয়ানা, দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে মনে মনে বলল, হ্যাঁ, বাড়ি ত যাবই, তবে বড়জোর হপ্তা খানেকের জন্য, তার বেশি নয়।

'ডিয়ানা, তোমার শরীর ঠিক আছে ত?' জানতে চাইল বেন। বেন-এর বাড়িতে খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে বেন। দু'চোখ বোঁজা, ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি। চারঘন্টা আগে এয়ারপোর্টে নেমেছে ডিয়ানা, প্যারি থেকে এত দূরে আসার পথে সারারাত প্লেনে একটুও ঘুমোতে পারেনি।

'কি হল ডিয়ানা,' আবার জানতে চাইল বেন, 'শরীর ঠিক আছে ত?'

'এত সুস্থ আগে কখনও ছিলাম না', বলে হাসল ডিয়ানা, তারপরেই বলল, 'এবার বলো ত আমরা কবে কারমেল-এ যাচ্ছি?'

'কাল নয়ত পরশু, যেদিন যেতে তোমার মন চাইবে।'

'কেন, আমরা কি আজ যেতে পারিনা?'

'হয়ত পারি, কিন্তু তার আগে দেখতে হবে আমার অনুপস্থিতিতে স্যালি একা গ্যালারির কেনাবেচার কাজ দেখাশোনা করতে পারবে কিনা। যদি পারে তাহলে আজই যেতে কোনও বাধা নেই।'

'ডিয়ানা, তুমি কিন্তু আমার কাছে কিছু একটা চেপে যাচ্ছ,' বেন বলল, 'কি হয়েছ, বলো না বাপু, পিলারের জন্য মন খারাপ?'

'না বেন,' বলতে গিয়ে বুঁজে এল ডিয়ানার গলা, 'ফ্রান্সে থাকার সময় এমন কিছু ঘটেছে যে কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারবনা।' বেন বারবার জানতে চাইল কিন্তু ডিয়ানা কিছুতেই আসল ঘটনা জানালনা, মনে মনে বলল। বেন, এ সন্তানের বাপ যদি সত্যিই তুমি হতে তাহলে তোমার কাছে সেকথা মোটেও চেপে রাখতাম

না।

'একটা প্রশ্ন করছি ডিয়ানা,' বেন হাসল, 'তুমি কি মার্ককে সত্যিই ভালবাসো?'

'ভারি জটিল প্রশ্ন বেন,' ডিয়ানা হাসল 'একসময় মনে হত আমি সত্যিই ওকে ভালবাসি। বলতে বাধা নেই, বেন, তোমার কাছে আসার পরেও হয়ত কোনওদিন ওকে মন থেকে সরাতে পারবনা এমনই সন্দেহ জাগত মনে।'

'তার মানে এখন কি মার্ককে আর ভালবাসোনা তুমি?'

'না,' বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল ডিয়ানা।' 'ভালবাসা কখনও একতরফে হয়না, বেন। ক'দিন আগে প্যারিসে থাকার সময় এটা চরম সত্য হয়ে দেখা দিল আমার জীবনে। এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমার চোখ খুলে গেল। দেখলাম একতরফা ভালবেসে এতকাল কি বোকামিই না করেছি।'

'তাহলে এত সব সয়েও কেন তুমি মার্ককে আঁকড়ে আছো ডিয়ানা সে কি শুধু পিলারের কথা মনে রেখে?' নিজেকে অদ্ভুত শান্ত রেখে জানতে চাইল বেন।

'পিলারের জন্য ত বটেই,' ডিয়ানা বলল, 'তবে তা ছাড়া আরও কিছু কারণ আছে,' বলতে বলতে তার দু'চোখ জলে ভরে এল. "এসব কথা তুলে কেন আমার কষ্ট দিচ্ছ, বেন, আমার সঙ্গ কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না? একবার শুধু মুখ ফুটে বলো, তাহলেই আমি চলে যাব।'

'ছিঃ, একি বলছ ডিয়ানা,' বেন হাসল, 'আমি কখনও তোমায় চলে যাবার কথা বলতে পারি?'

'আমার হাতে আর সময় খুব বেশি নেই বেন,' ম্লান হাসল ডিয়ানা।

'এক সপ্তাহ ত', অবাক হল বেন, 'তারপরে কি হবে?'

'তারপরে? তারপরে আমি হঠাৎ উধাও হয়ে যাব।' হাসিমুখে বলল ডিয়ানা,

'তার মানে আবার আগের মত ফিরে যাবে সেই নিঃসঙ্গ জীবনে? পিলার চলে যাবার পরে মার্কের ঐ সাধের বাড়ি ত এখন কবরখানার চেহারা নিয়েছে, সেখানে একা তোমার সময় কাটবে কি করে?'

'জানিনা বেন,' বলতে গিয়ে ধরে এল ডিয়ানার গলা, 'কিন্তু এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে ঐ জীবনে ফিরে যাওয়া ছাড়া আমার সামনে আর কোনও বিকল্প নেই।'

'মনে পড়ে ডিয়ানা,' তার দিকে পেছন ফিরে বলল বেন, 'শুধু গ্রীষ্মের এই কটা দিন তুমি আমার কাছে এসে থাকো, মনে পড়ে?' আজ মনে হচ্ছে সেদিন যা বলেছিলাম তাকে পাল্টে দেবার কোনও অধিকারই আমার নেই। তুমি কি বলো, আছে?'

'আছে বেন', শান্ত গলায় বলল ডিয়ানা, 'আঘাত পাওয়া, অথবা ক্ষিপ্ত হওয়া, দু'রকম অধিকারই তোমার পুরোপুরি আছে।'

'ঠিকই বলছো,' বলতে গিয়ে বেন-এর দু'চোখ জলে ভরে এল 'আর তার মূলে আছে তোমার প্রতি আমার একনিষ্ঠ ভালবাসা,' বলে দু'হাতে সে ডিয়ানাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, ডিয়ানার উপছে পড়া চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ল বেন-এর কাঁধে।

'কি হল, সোনা,' দু'হাতে তার মুখখানা তুলে ধরল বেন, 'চোখে এত জল কেন?'

'ভয়ে, বেন,' ধরাগলায় বলল ডিয়ানা, 'যাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়ে ঠকেছিলে পাছে আমাকেও তারই মত কৃত্রিম আর অসার ভেবে বোস, এই ভয়ে।'

'না, ডিয়ানা,' তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল বেন 'কৃত্রিম বা অসার তার মত কোনওটাই তুমি নও। সাধারণ মানুষের চোখে খুব কঠিন এমনভাবে বাঁচার পাথে তুমি আর আমি একদিন চলতে শুরু করেছিলাম। সে পথে এগোনো হয়ত কঠিন, কিন্তু সংকল্পের দিক থেকে আমরা ছিলাম অবিচল সেখানে কোনরকম সততার অভাব আমাদের মধ্যে ছিলনা। একটা কথা জেনে রেখো তোমার মত আর কাউকে আগে কখনও ভালবাসিনি। যদি কখনও ফিরে আসার ইচ্ছে হয়, জেনে রেখো নব্বুই বছর বয়সেও আমি তোমায় গ্রহণ করার জন্য মনের দিক থেকে তৈরি হয়ে থাকব।'

এসব কি বলছে বেন?

সেই মুহূর্তে মার্ককে দুনিয়ার সবচাইতে ঘৃণিত মানুষ বলে তার মনে হল, তার সন্তানকে গর্ভে ধারন করে চলেছে বলে ঘৃণা হল নিজের ওপরেও। বেন-এর সঙ্গে নতুন জীবন গড়ে তোলার পথে মার্ক-এর ঐ সন্তান কি বড় বাধা হয়ে উঠবে না? কি করবে সে এখন মনে মনে নিজের কাছে উত্তর খুঁজল ডিয়ানা—পেটের শত্রুকে মেরে ফেলতে না তার কথা বলে আত্মসমর্পণ করবে বেন-এর কাছে? মার্ক-এর ঐ সন্তানকে বেন কি মেনে নেবে? হয়ত নেবে, হয়ত নেবেনা। কি করবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলনা ডিয়ানা।

'মুখ গোমড়া করে অত কি ভাবছো, শুনি?' হাসতে হাসতে বলল বেন, 'গ্যালারিতে ছবি বিক্রি করা নিয়ে এর আগে ত চুক্তি করেছো আমার সঙ্গে এসো এবার আরেকটা চুক্তি করা যাক, কেমন ? ডিয়ানা।'

'এ্যাঁ,' বেন হাসল, 'তবে এটা হতে মুখে মুখে নিজেদের মধ্যে এর কোনও দলিল দরকার হবে না,' সে রাজি কিনা জানানোর আগেই বেন বলল, 'খানিক আগে বলছিলে না তোমার হাতে আর বড়জোর হপ্তা খানেক সময় আছে, এই চুক্তির মৌখিক শর্ত অনুযায়ী ঐকথাটা বা ঐরকম কোনও কথা এখন থেকে আর তুমি বা আমি কেউ বলবনা, সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা দিন আমরা পরিপূর্ণভাবে বাঁচব, প্রত্যেকটা দিনকে ভালবাসব্ প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করব, আর পরিস্থিতি যখন যেমনই হোকনা কেন, বুক ফুলিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

তার মোকাবিলা করব, জেনে রেখো শুধু এভাবেই আমরা আমাদের দুনিয়ার সবরকম দুঃখ দুর্দশাকে জয় করতে পারি। বলো, রাজি ত?'

'রাজি,' বেন-এর প্রস্তাবে ঝোঁকের মাথায় বলে বসল ডিয়ানা।

'আমিও রাজি,' বলে তার ঠোঁটে গভীর আবেগে চুমু খেল বেন, ঘন্টাখানেক বাদে ডিয়ানাকে নিয়ে বেন পাড়ি দিল কারমেল-এ। কিন্তু আগের সেই আনন্দের স্বাদ এতদিন বাদে খুঁজে পেলনা ডিয়ানা। বারবার মনে হতে লাগল পরিস্থিতি আগের মত নেই, গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে এসেছে গ্রীষ্মের যা কিছু মধুর সব গোড়াতেই তাদের উপভোগ করা হয়ে গেছে, হাতে যে কটা দিন পড়ে আছে তা শুধু তিক্ততায় ভরা।

'ভেবেছো কি তুমি?' দু'চোখে আগুন হেনে মার্ক-এর দিকে তাকাল শাঁতাল, বাড়িতে বউ-এর কাছে যেতে বাধ্য হচ্ছ মানে কি দাঁড়াচ্ছে?'

'এমন একটা সহজ বাক্যের মানে বোঝার মত বিদ্যে তোমার আছে শাঁতাল,' ডালা এঁটে স্যুটকেসটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল মার্ক, এবার গরমের পুরো তিনটে মাস শুধু তোমার কথা ভেবে এখানে কাটিয়েছি আমি। কিন্তু আর নয়, এবার ওখানে আমার ফিরে যেতেই হবে।'

'ফিরে যেতেই হবে!' মার্ক-এর গলা নকল করে বলল শাঁতাল, 'বউ-এর জন্য, দরদ দেখে বাঁচিনা, তা এবার ক'দিনের জন্য যাচ্ছ বলবে কি?'

'দুঃখিত,' গম্ভীর গলায় বলল মার্ক, 'এইমুহূর্তে তা বলতে পারছিনা। নাও, সরো এবার আমার যেতে দাও নয়ত প্লেন ধরতে পারবনা।'

'তুমি প্লেন ধরতে পারবেনা ত আমার কি!' ঝাঝিয়ে উঠল শাঁতাল, 'ভাল কথা বলছি শোন, আমায় এভাবে ফেলে রেখে তোমার মোটেও যাওয়া চলবেনা। বউ-এর জন্য এতদিনে দরদ উথলে উঠছে! সে মাগির মেয়েটা মরেছে আপদ চুকেছে, এবার উনি গিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবেন, চোখের জল নাকের জল মুছিয়ে দেবেন! আর এদিকে আমি; আমার দশা কি হবে সেকথা কে ভাবছে?' বলতে বলতে মারমুখি ভঙ্গিতে মার্কের দিকে তেড়ে এল শাঁতাল। 'ছোটলোকের মত অসভ্যতা করছ কেন?' শাঁতালের অবস্থা দেখে কঠিন হয়ে উঠল মার্কের চোয়াল, 'তোমাকে ত আগেই বললাম ও অসুস্থ।'

'অসুস্থ! তাও ভাল! তা অসুখটা কি?'

'অসুখ একটা দুটো নয় শাঁতাল। একগাদা বললে তোমার গোবর পোরা মাথায় ঢুকবেনা, তাছাড়া ওসব না শুনলেও তোমার চলবে। ডিয়ানা অসুস্থ এর বেশি জানার দরকার তোমার নেই।'

'অসুস্থ তাই তুমি ওকে ছেড়ে চলে আসতে পারবেনা কেমন? তা কবে ওকে

ছাড়তে পারবে তাই একবার মুখ ফুটে বলো, শুনি।'

'গত এক হপ্তা ধরে তুমি এমনই ছেলেমানুষি করে চলেছো শাঁতাল! বেছে বেছে ঠিক আমার প্লেন ধরার সময় শুরু হয়েছে তোমার বজ্জাতি!'

'চুলোয় যাক তোমার প্লেন! আমি তোমায় এখান থেকে কিছুতেই যেতে দেবনা!' ধীরে ধীরে চড়তে লাগল শাঁতালের গলা। 'তুমি আমার ছেড়ে কিঁছুতেই যেতে পারবেনা, মার্ক-এডুয়ার্ড!' উত্তেজনার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে, তাই দেখে মুখখানা ব্যাজার করে মার্ক বসে পড়ল সোফায়।

'শাঁতাল আমার কথা শোন, লক্ষ্মী সোনা! একটু বোঝার চেষ্টা করো। আগে বলেছি, আবারও বলছি অল্প ক'দিন বাদে আবার আমি ফিরে আসব আমি তোমার কাছে, কথা দিচ্ছি ওখানে গিয়ে এবার বেশিদিন থাকবনা। মামলার সওয়াল করতে বিদেশ যাবার ছুতোয় আবার ছলে আসব। তুমি আগে ত কখনও এমন করোনি সোনা, তাহলে এবার এত অবুঝ হচ্ছ কেন?'

'কারণ তুমি আমায় এমন হতে বাধ্য করছ! কারণ এছাড়া অন্য উপায় আমার নেই কারণ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে! মেয়ে মরুক আর যাই হোক তুমি ঠিকই কুকুরের গায়ের এঁটুলির মত লেপ্টে থাকবে বউ-এর সঙ্গে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। নাঃ, আমি আর পারছিনা, সহ্যের শেষ সীমায় এসে আমি পৌঁছেছি!'

'ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছোতে আমার প্লেন ধরার এই সময়টাকেই শেষ পর্যন্ত বেছে নিলে তুমি!' হাতঘড়ির দিকে হতাশ চোখে তাকাল মার্ক, 'কাল রাতে তোমায় বলিনি অনেকদিন মনে হলেও দেখবে ক'দিন বাদেই বউকে ফেলে রেখে আবার আমি ছুটে এসেছি তোমার কাছে, কেমন, বলিনি?'

জবাব না দিয়ে ফোঁপাতে লাগল শাঁতাল।

'ঠিক আছে বাপু কথা দিচ্ছি আমার ফিরে আসতে কিছু দেরি হলে এবার তোমায় আমি আমার দেশে ক'দিনের জন্য নিয়ে যাব, নাও, হল ত, এবার শান্ত হও।'

'ক'দিনের জন্য মানে?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে মুখ তুলে তাকাল শাঁতাল। 'ঠিক কতদিনের জন্য আমায় নিয়ে যাবে, কতদিন ওখানে থাকতে দেবে?'

'ওঃ শাঁতাল, তুমি সত্যিই আমায় জ্বালালে। দেখা যাক কতদিনের জন্য ব্যবস্থা করা যায়। এসব সরকারি নিয়মকানুনের ব্যাপার তাই এক্ষুণি নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছিনা। তাহলেও কিছুদিনের জন্য তোমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গিয়ে রাখার ব্যবস্থা আমি করব কথা দিচ্ছি।'

'উঁহু, কিছুদিন মানে কতদিন না জেনে আমি তোমায় এক পাও যেতে দেব না।' বদমায়েশি হাসি ফুটল শাঁতালের দু'চোখে।

ক্ষিপ্ত মার্ক শাঁতালের মুখে জুতোপরা পায়ে টেনে একটা লাথি মারার ইচ্ছা অনেক কষ্টে দমন করল, পাটা টেনে দিয়ে বলল, 'ক'দিনের জন্য জানতে চাও? তা ধরো আমার এই পা যতটা লম্বা ততদিনের জন্য। তাতে হবে ত? নাও, সরো এবার। আমি ক'দিন বাদেই ফিরে আসছি। একান্ত যদি আসতে না পারি তাহলে তুমিই যাবে আমার কাছে। কেমন, এবার খুশি ত?'

কিছুটা, হাসল শাঁতাল।

'পুরোপুরি নয়।'

'এরপরেও বলছ পুরোপুরি নয়?' গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল মার্ক, আর সুযোগ বুঝে ঠিক এমনই তার ঠোঁটের কাছে গাল নিয়ে এল শাঁতাল। সে গালে ঠোঁট ছোঁয়ানোর লোভ সামলাতে পারলনা মার্ক। শাঁতালের মগজে সবসময় কুবুদ্ধি কিলবিল করছে, এবার মার্ককে আঁকড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল শোবার ঘরে। মার্ক বাধা দেবার আগেই তাকে টেনে নিয়ে তুলল খাটে। নিমেষে মেতে উঠল দু'জনে শরীর দেয়া নেয়ার খেলায়।

'তোমার জন্য খামোখা প্লেনটা হাতছাড়া হল,' আক্ষেপ করল মার্ক।

'অত সাধু সেজোনো সোনামণি।' মুখ টিপে হাসল শাঁতাল 'তুমি না চাইলে এঘরে তোমায় কিছুতেই নিয়ে আসতে পারতাম না। প্লেন আজ হাতছাড়া হয়েছে, ত কি হয়েছে কাল প্লেনে চাপবে। এখন খেলাধুলো সেরে খিদেটা আগে চাগিয়ে নাও, তারপরে বাইরে বেরিয়ে ম্যাক্সিতে রাতের ডিনার খেয়ে একটা গা গরম করা ফিল্ম দেখে বাড়ি ফেরা যাবে।'

শাঁতালের জন্য মাঝে মাঝে মার্ক-এর মায়া হয়, ভাবে একটা সন্তান থাকলে হয়ত তাকে এভাবে আঁকড়ে ধরত না সে। কিন্তু শাঁতাল জানে তার ডায়াবেটিস এতটাই বেড়েছে যে পেটে বাচ্চা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়েই মরতে হবে তাকে। তাই সন্তানের জন্য তার এতটুকু ব্যাকুলতা নেই। শাঁতালের ডাক্তারের মুখ থেকে এই হুঁশিয়ারি শোনার পর থেকে মার্ক নিজেও সতর্ক হয়ে গেছে।

॥ তেরো ॥

ডিয়ানার বাড়ি থেকে কিছু তফাতে পৌঁছে বেন বলল 'এখানেই নামবে?'

জবাব না দিয়ে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল ডিয়ানা, পৃথিবীর শেষ ঘনিয়ে এসেছে। এসে গেছে মহাপ্রলয়ের কাল এমনই এক অদ্ভুত অনুভূতি বয়ে চলেছে তার ভেতরে। কেউ যেন সেই আসন্ন মহাপ্রলয়ের খবর আগাম জানিয়েছে তাকে। কখন তা এসে আছড়ে পড়বে তাও জানে ডিয়ানা....কিন্তু এবার কি করবে সে, কোথায় কার কাছে যাবে? কে আশ্রয় দেবে তাকে? এক একটা মুহূর্ত তার কাটবে কি করে? কারমেল-

এর সেই সুখের মুহূর্তগুলো ফিরে না পেলে সে বাঁচবে কি নিয়ে? গাড়ি থেকে না নেমে নিজের জায়গায় বসে রইল ডিয়ানা, দু'হাতে বেনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কঠোর চাউনি মেলে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। আশপাশ দিয়ে ছোটবড় গাদাগাদা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে, তাদের চালক আর আরোহীরা কে তাকে ঐ অবস্থায় দেখল না দেখল তা নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামালনা ডিয়ানা। দেখুক ওরা যত খুশি দেখুক জন্মের শোধ আশ মিটিয়ে দেখুক যত খুশি। এই ত শেষ, বেনকে এইভাবে তার আঁকড়ে ধারা দৃশ্য আর কখনও দেখতে পাবে না তারা। দেখুক ওরা, হয়ত রাজপথের মাঝখানে এই দৃশ্য কারও কাছে মরীচিকা বলে মনে হবে। কথাটা মনে আসতে ডিয়ানার ভাবনার গতি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল, বেন-এর সঙ্গে কাটানো অল্প সময়ের সুখের দিনগুলো অদূর ভবিষ্যতে তার নিজেরই স্বপ্ন বলে মনে হবে কিনা।

'ভালভাবে নিজের যত্ন নেবে,' ডিয়ানার চাপাগলা শুনতে পেল বেন, 'তোমার জন্য রেখে গেলাম বুকভরা ভালবাসা।'

'তোমার জন্যও রইল আমার বুকভরা ভালবাসা....বেন-এর গলাও ভেসে এল ডিয়ানার কানে।

একটি কথাও না বলে অনেকক্ষণ ঐভাবে একে অন্যাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল দু'জনে। তারপরে বেনই একসময় শক্ত হাতে খুলে দিল ডিয়ানাব দিকের দরজার পাল্লা। 'ডিয়ানা পুরোপুরি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমায় ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি আর কিছুক্ষণ এখানে পাশে থাকলে আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ব, তখন আর তোমায় সত্যিই যেতে দিতে পারবনা।' কথা শেষ হবার আগেই বেন-এর দু'চোখ ভরে উঠল জলে, ডিয়ানার নিজের চোখও শুকনো রইলনা। শেষবারের মত দু'হাতে গলা জড়িয়ে বেন-এর ঠোঁটে ঠোঁট রাখল ডিয়ানা, তারপরে নেমে এল গাড়ি থেকে।

'ঠিক সময়মত খাওয়া দাওয়া করছ?' ডিয়ানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জানতে চাইল মার্ক, 'ঘুম হচ্ছে ত? এই সময় খাওয়া আর ঘুমের যাতে কোনও ত্রুটি না হয় সেদিকে নজর রেখো।'

'তোমার ত কাল এসে পৌঁছোনোর কথা ছিল,' বালিশ থেকে মাথা না তুলে বলল ডিয়ানা, 'পরশু রাতের প্লেন ধরতে পারোনি, তাই না?'

'আর বোল না?' বলতে গিয়ে মার্ক-এর ভুরু কুঁচকে গেল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম মুশকিলে, কিছুতেই ট্যাক্সি পাই না। শেষকালে যাও বা পেলাম প্রচণ্ড ট্র্যাফিক জ্যামে মাঝপথে গেলাম আটকে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনি আধঘন্টা আগে প্লেন

ছেড়ে চলে গেছে। আবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। তারপরে কাল রাতের প্লেন ধরে এলাম। যাক, তুমি এখন কেমন আছো?'

'খুব ভালো।'

'তার বেশি কিছু নয়? শোন, তোমায় আজই যেতে হবে ডাক্তারের কাছে। আমি ডঃ জোনসের সঙ্গে খানিক আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি, উনি লাঞ্চের আগে তোমায় যেতে বলেছেন। তুমি একা যেতে পারবে না কি দমিনিকে সঙ্গে নেবে।'

'থাক, আমি একাই যেতে পারব,' শান্ত কিন্তু নিরাসক্ত গলায় বলল ডিয়ানা।

ডিয়ানার ভাবগতিক দেখে অবাক হল মার্ক, বাধ্য মেয়ের মত এককথায় কোনও ব্যাপারে খুব কমই তাকে রাজি করানো যায়। রোগা, শুকনো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তাকে, চোখের চাউনিতে ছায়া ফেলেছে বিকেলের রোদের বিষণ্ণতা। অথচ এর আগে পেটে বাচ্চা আসার পরে এই ডিয়ানার চেহারাই অদ্ভুত সুশ্রী হয়ে উঠেছিল এখনও মনে রেখেছে মার্ক। তাহলে কি পেটে বাচ্চা এসেছে জেনে খুশি হয়নি ডিয়ানা এই প্রশ্ন দেখা দিল তার মনে।

'আমি হাতমুখ ধুয়ে অফিসে যাচ্ছি,' বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল মার্ক, 'তুমি কিন্তু ডাক্তারের কাছে যেতে ভুলোনা। আমি আজ বাইরেই লাঞ্চ খেয়ে নেব।'

'লাঞ্চ খেয়ে কোথায় যাবে,' রসিকতার গলায় বলে উঠল ডিয়ানা। 'প্যারি, না এথেনস?' রসিকতা শুনে মার্ক-এর গা জ্বলে গেল কিন্তু মুখের মত জবাব সেইমুহূর্তে তার ঠোঁটে জোগালনা।

ডঃ জোনস আগেও ক'বার ডিয়ানার চিকিৎসা করেছেন, ডিয়ানাকে মুখোমুখি বসিয়ে বললেন, 'বলুন, কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'খুব বিশ্রি ব্যাপার ঘটেছে ডক্টর', আমতা আমতা করে বলল ডিয়ানা, 'আমার পেটে বাচ্চা এসেছে।' ডিয়ানা লক্ষ করল কথাটা শুনে ডাক্তারের মুখের ভাব একইরকম রইল। একটি পেশিও স্থানচ্যুত হল না।

'কেন, বিশ্রি ব্যাপার বলছেন কেন?'

'কারণ এই বাচ্চা আমি চাইনা।'

'আর মার্ক? আপনার এই বাচ্চা কি উনিও চাননা?'

বোঝ ঠ্যালা! মনে মনে ডাক্তারকে বাপ মা তুলে গালিগালাজ করল ডিয়ানা—তার পেটে বাচ্চা এসেছে এ নিয়ে মার্ক-এর কি বলার আছে? তার কিই বা এতে আসে যায়? কিন্তু ডাক্তার মার্ক-এর কাছের লোক, তাই নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল ডিয়ানা, 'না, ও নিজে খুব খুশি, কিন্তু আমি এ বাচ্চা চাই না, এর জন্য আমার

এতটুকু দরদ নেই।'

'কেন এই বাচ্চার মা হতে চাইছেন না জানতে পারি?'

'কারণ অনেক আছে, ডক্টর,' দম নিয়ে বলতে লাগল ডিয়ানা, 'আমি জানি আমার চেয়ে বেশি বয়সেও অনেক মেয়ে মা হচ্ছে। কিন্তু আসলে মনের দিক থেকে কিছুতেই একে মেনে নিতে পারছিনা। আমায় দু'টি সন্তান জন্মের পরে অল্প কিছুদিন বেঁচেছিল। এবারেও যদি তেমন কিছু হয়?'

'এই আশংকা কিন্তু পুরোপুরি ভিত্তিহীন,' ডঃ জোনস বললেন, 'আগের দু'টি সন্তানের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই?'

'আছে বইকি, আমি মার্ক-এর বাচ্চার মা হতে চাইনা।'

'একি নিছক খামখেয়ালি, মিসেস ডুরাস?'

'না, ডক্টর, আমি বহুদিন ধরে মার্ককে ডিভোর্স করব বলে মানসিক ভাবে তৈরি হচ্ছি।'

'এতক্ষণে আপনার সমস্যা খানিকটা আঁচ করতে পারছি,' ডঃ জোনস-এর চোখের চাউনি উজ্জ্বল হল, 'কিন্তু একই সঙ্গে আপনার সমস্যার জটিলতা বাড়ল। আপনার পেটে যার বাচ্চা তার বাবা কি মার্ক নয়?'

'না, না, আপনি যা ভাবছেন তেমন কিছু নয়,' নিমেষে নিজেকে সামলে নিল ডিয়ানা, 'এ বাচ্চার বাবা মার্ক ছাড়া আর কেউ নয়।' একটু থেমে ডিয়ানা বলল, 'কারণ আমার পেটে দু'মাসের বাচ্চা। বাচ্চার বয়স আরও কম হলে বলতাম তার বাপ অন্য লোক।'

'আপনার পেটের বাচ্চার বয়স যে দু'মাস তা কে বলল?'

'প্যারির কাছে একটা হাসপাতালে একরাত থাকতে হয়েছিল,' ডিয়ানা বলল, 'ওখানকার ডাক্তারই বলেছেন' 'ওঁদের হিসেবে সচরাচর ভুল হয়না,' ডঃ জোনস বললেন, 'তাহলে বাচ্চার বাবা মার্ক শুধু এই কারণেই আপনি ওর মা হতে রাজি নন?

'সেটা একটা কারণ ত বটেই,' ডিয়ানা ম্লান হাসল, 'তাছাড়া ওর সঙ্গে আমি আর নিজেকে জড়াতে চাইনা। বাচ্চার মা হলেই আমার জড়িয়ে পড়তে হবে।'

'আর বাচ্চার মা হলে অসুবিধা কোথায়?'

''অসুবিধা বলতে...' সংকোচ মেশানো গলায় বলল ডিয়ানা, 'মার্ককে শেষপর্যন্ত ডিভোর্স করে যদি আর কাউকে বিয়ে করি। তখন ঐ বাচ্চা তার বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'মার্ক-এর বাচ্চা পেটে এসেছে বলেই যে ওঁর সঙ্গে আপনাকে থাকতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা কিন্তু নেই,' ডঃ জোনস বললেন, 'আপনি স্বাবলম্বী হয়ে ঐ

বাচ্চা নিয়ে ইচ্ছে করলেই আলাদা থাকতে পারেন। আচ্ছা। আপনার মেয়ে কেমন আছে, আপনার পেটে বাচ্চা এসেছে সেকি জানতে পেরেছে?'

'আমার মেয়ে দিন পনেরো আগে প্যারিতে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে, ডক্টর।'

'শুনে দুঃখ পেলাম, মিসেস ডুরাস, কিন্তু এর পরেও আপনি আরেকটি সন্তান চান না?'

'চাই, কিন্তু এভাবে নয়, ডঃ জোনস, আমি আমার পেটের বাচ্চা নষ্ট করতে চাই, আপনি যা করার করুন।'

'জীবন ত নিতে এক মিনিটও লাগেনা, মিসেস ডুরাস,' ডঃ জোনস বললেন, 'কিন্তু একটি জীবন সৃষ্টি করতে সময় লাগে প্রচুর। একবার বাচ্চা নষ্ট করলে আর কিন্তু তাকে ফিরে পাবেন না। অনেক ক্ষেত্রে মায়েদের মনে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার ফলে এক ধরনের বিষণ্ণতা, অপরাধবোধ, আর অনুশোচনা গড়ে ওঠে যা আজীবন বয়ে বেড়াতে হয়। এমনও ত হতে পারে এ বাচ্চা মার্ক-এর নয়। অন্য কারও, প্যারির সেই হাসপাতালের ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে হয়ত হিসেবে ভুল বাড়ে ফেলেছেন। বলুন তারপরেও কি আপনি বাচ্চা নষ্ট করতে চান?'

'হ্যাঁ। ডক্টর, আমি কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই,' জোরগলায় বলল ডিয়ানা, 'এ বাচ্চা যে মার্ক-এর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, আর প্যারির ঐ হাসপাতালের ডাক্তারের হিসেবে ভুল হয়েছে এমন ভাবার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিনা আমি।'

'এতটা নিশ্চিত আপনি কখনোই হতে পারেন না মিসেস ডুরাস, ডঃ জোনস বললেন। 'ভুল মানুষেরই হয়, ডাক্তাররাও মানুষ, তাই তাঁদের হিসেবে ভুল করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই। আমারও ভুলভ্রান্তি প্রচুর হয়। যাক এবার কাজের কথায় আসা যাক। একমাত্র মেয়ে হালে মারা যাবার পরে আপনি জেনেছেন আপনার পেটে বাচ্চা এসেছে যে কোনও কারণেই হোক, আপনি তাকে নষ্ট করতে চান। নষ্ট আমি করে দিতে পারি কিন্তু তার মানসিক ধাক্কা আপনি সামলাতে পারবেন ত?'

'আমায় পারতেই হবে।'

'তাহলে আগে আপনাকে একবার পরীক্ষা করতে হবে, আপনি পাশের ঘরে গিয়ে তৈরি হোন, আমি আসছি।'

ডিয়ানার পেটে সত্যিই দু'মাসের বাচ্চা তাকে নিজে হাতে পরীক্ষা করে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন ডঃ জোনস।

'কাল সকাল ঠিক আটটা নাগাদ খালিপেটে এখানে চলে আসুন,' ডিয়ানাকে পরীক্ষা করে তিনি বললেন। 'বিকেল তিনটের মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারবেন। কিন্তু আপনার স্বামিকে কি জবাব দেবেন কিছু ভেবেছেন?'

'বলব নষ্ট হয়ে গেছে, কিভাবে হয়েছে আমি জানি না।'

'তারপরে?'

'তারপরে কি হবে এখনও ভাবিনি, সেটা পরে ভেবে বের করব।'

'আচ্ছা ধরুন এই বাচ্চা নষ্ট করার পরেও আপনি মার্ক-এর সঙ্গেই রয়ে গেলেন তার ক'দিন বাদে আবার মা হবার সাধ হল। কিন্তু ততদিনে হয়ত আপনি মা হবার ক্ষমতা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছেনা। তখন আপনি অনুতাপ করবেন না ত?'

'না, তেমন কিছু ঘটার কল্পনাও আমার মনে ঠাঁই পায়না, আর তেমন কিছু যদি সত্যি ঘটে তাহলে তখন সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। আর বাঁচতে আমাকে হবেই।'

'এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি।' বলে উঠে দাঁড়াল ডিয়ানা। ডঃ জোনস একটা ক্লিনিকের নাম ঠিকানা লেখা কার্ড তাকে দিলেন যেখানে ঐ অস্ত্রোপচার তিনি নিজে হাতে করবেন।

'একটাই প্রশ্ন, ডক্টর' ডিয়ানা বলল, 'কাজটা কি খুব বিপজ্জনক?'

'একটুও না,' বলে আশ্বাস দেবার হাসি হাসলেন ডঃ জোনস। তাঁর পারিশ্রমিক মিটিয়ে বেরিয়ে এল ডিয়ানা।

পরদিন খুব সকাল সকাল বিছানা থেকে নেমে পড়ল ডিয়ানা। মুখহাত ধুয়ে তার তৈরি হতে হতে সাতটা বেজে গেল। মার্ক-এর সূর্য এখনও ওঠেনি, একপাশে কাত হয়ে সে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে, মাঝে মাঝে অল্প নাকও ডাকছে। তার নামে একটা দু'লাইনের চিঠি লিখে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে চাপল ডিয়ানা, তখনও পর্যন্ত এককাপ চা সে খায়নি। তার পেটের বাচ্চা মার্ক-এর নয়, অন্য কারও হতে পারে এমন সন্দেহ ডঃ জোনসের মনে এল কেন, এঞ্জিন চালু করার খানিকবাদে এই প্রশ্ন উঁকি দিল তার মনে। এ বাচ্চা যদি বেন-এর হয়, তাহলে? কিন্তু তা কি করে হবে, মনে মনে পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি নিজেই ব্যাখ্যা করল সে—দু'মাস আগেই মার্ক-এর সঙ্গে সহবাস করেছে সে, আবার তার অনেক আগে জুন-এর শেষ-নাগাদ মিলিত হয়েছে সে বেন-এর সঙ্গেও, সেদিক থেকে তার পেটের ওই বাচ্চা বেন-এর হওয়াও অসম্ভব নয়। এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে না পেরে নিজের ওপর শেষকালে বিরক্ত হয়ে উঠল ডিয়ানা, শেষ-কালে যা হয় হবে ভেবে হাজির হল সে ডঃ জোনসের ক্লিনিকে। ডাক্তারের নির্দেশে একজন মাঝবয়সী নার্স ডিয়ানাকে নিয়ে এল ছোট একটি ঘরে, সেখানে বড় অপারেশন টেবলে তাকে শুইয়ে পা দুটো উঁচু করে ঘোড়ায় চড়ার রেকাবির মত ঝোলানো একজোড়া মোটা বেল্টঢুকিয়ে দিল' বালিশে মাথা রেখে পা দু'টো উঁচু করে শুয়ে রইল ডিয়ানা। চারপাশে মাঝারি ছোট,

বড় অনেক যন্ত্রপাতি ছড়ানো তার মধ্যে ইশারায় একটা দেখিয়ে নার্স বলল ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ডঃ জোনস তার পেটের ভেতর থেকে দু'মাসের অবাঞ্ছিত ভ্রূণটিকে বের করে আনবেন। তাকে একা রেখে নার্স এরপরে বেরিয়েএল সেই ঘর থেকে, যন্ত্র গুলোর দিকে যতবার ডিয়ানার চোখ পড়ল ততবার একরাশ ভয় এসে তার টুঁটি চেপে ধরল, একসময় ভয়ে কেঁদেই ফেলল। খানিকবাদে ডঃ জোনস ভেতরে ঢুকতে খানিকটা সাহস ফিরে পেল ডিয়ানা।

'মিসেস ডুরাস', ডঃ জোনস তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'আগে আপনাকে একটা ইঞ্জেকশন দেয়া হবে। এটা দেবার পরে আপনার একটু ঝিমুনি আসবে। ঘুম ঘুম পাবে। তখন আমাদের পক্ষে কাজটা করা সহজ হবে, আপনারও কষ্ট হবে না।'

'না!' উঁচু করে ঝোলানো পা দুটোয় জোরে ঝাঁকুনি দিল জোরগলায় চেঁচিয়ে উঠল ডিয়ানা, 'ইঞ্জেকশনে আমার দরকার নেই, আমি আমার পেটের বাচ্চা নষ্ট করবনা, ডঃ জোনস। আমি পারবনা। আপনি কাল যা বলেছেন সেই প্রশ্ন আমার মনেও হচ্ছে, এ বাচ্চা যদি বেন-এর হয়। তাহলে? না, একে আমি কিছুতেই নষ্ট করতে পারবনা, বুক দিয়ে আগলে রাখব। দোহাই আমায় ছেড়ে দিন, ডক্টর।'

'আপনি নিশ্চিত? নাকি ভয় পেয়ে বলছেন?'

'দুটোই, আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন,' বলতে গিয়ে তার দু'চোখ জলে ভরে এল।

'যদি এ বাচ্চা শুধু আপনারই হয়, তাহলে? যদি সে বাচ্চা আর কারও না হয়? তাহলে ওকে বড় করে তুলবেন?'

উথলে ওঠা একরাশ কান্না তার গলা টিপে ধরেছে, মাথা নেড়ে ডিয়ানা তার সমর্থন জানাল।

'তাহলে এক্ষুণি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। মিসেস ডুরাস,' তার পা দুটো নামিয়ে এনে বললেন ডঃ জোনস, 'যখন চাইছেন তখন ওকে আপনার কাছেই রাখুন। আপনার কাছ থেকে কেউ ওকে কেড়ে নিতে পারবেনা।'

'ব্যাপার কি বল্ ত ডিয়ানা,' বলতে বলতে কিম এসে ঢুকল তার খুদে স্টুডিওতে, 'বেন-এর গ্যালারি থেকে নিজেকে এভাবে গুটিয়ে নিয়েছিস কেন? বেন-এর মুখ পিলারের খবর শুনলাম। বেচারি? জানি তোর এ দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই, কিন্তু ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেই কি মেয়েকে হারানোর সব দুঃখ বেদনা ঘুঁচে যাবে ভেবেছিস?'

'গুটিয়ে নেয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিলনা,' বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারলনা ডিয়ানা।

'কিন্তু খবরের কাগজে তোর আঁকা ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছেপে বেরিয়েছে ডিয়ানা,

কিম বলল, 'খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার বিশাল জগৎ পড়ে আছে তোর সামনে। এইভাবে নিজেকে গুটিয়ে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটানোর অধিকার কিন্তু তোর নেই এ কথাটা মনে রাখিস।'

'আমার দোষ নেই রে কিম।' অসহায় শোনাল ডিয়ানার গলা, 'বেন-এর কথা ভেবেই আমার এইভাবে সরে আসতে হয়েছে ওর কাছ থেকে।'

'কি ব্যাপার খুলে বল ত, শুনি,' কিম তার গা ঘেঁষে বসল, 'বেন-এর সঙ্গে হালে মন কষাকষি হয়েছে?'

'কই, না ত,' ডিয়ানা বলল, 'তবে এমন কিছু ঘটেছে যেজন্য ওর কাছে যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কেন, তুই কি তাহলে মার্ক-এর কাছেই থাকবি ঠিক করেছিস্?'

'আমি ঠিক করিনি, পরিস্থিতি আমায় ওর কাছে থাকতে বাধ্য করছে,' বলতে বলতে কিমকে বসিয়ে কিচেনে টেলিফোন করে মার্গারেটকে দু'পেয়ালা গরম কফি আনতে বলল ডিয়ানা।

'এমন একটা বিশ্রি ব্যাপার ঘটে গেছে যা থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাব ভেবে পাচ্ছিনা,' ডিয়ানা কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মার্গারেট কফির ট্রে এনে হাজির করল।

পিলারের দুর্ঘটনার পরে পরেই আমি প্যারিতে ছুটে গিয়েছিলাম,' ডিয়ানা বলতে লাগল, 'ও যারা যাবার ক'দিন বাদে শহরের বাইরে উইকএণ্ড কাটাতে গিয়ে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ি। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরে জানতে পারি আমার পেটে দু'মাসের বাচ্চা।'

'পেটে দু'মাসের বাচ্চা নিয়ে আমি দিব্যি দিন কাটাচ্ছি।'

'তার মানে সে বাচ্চার বয়স এখন কত দাঁড়াচ্ছে?'

'ঠিক তিনমাস।'

'তিনমাস?' অবাক হল কিম, 'কিন্তু তোকে দেখে ত তা তেমন মোটেও ঠেকছেনা, তোর তলপেট ত এখনও সমান আছে দেখছি।'

'হা কপাল! বেন জানে?'

'না!' প্রবলভাবে মাথা নাড়ল ডিয়ানা, 'ওকে বলতে পারিনি। আসলে খবরটা জানার পর থেকে বাচ্চাটাকে নষ্ট করার ভাবনা দিনরাত আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। নষ্ট করার মত অভিজ্ঞ ডাক্তারও পেয়ে ছিলাম। কিন্তু শেষমুহূর্তে কেন কে জানে আমি নিজেই পিছিয়ে গেলাম।'

'মার্ক কি বলছে?'

'ওর কথা বাদ দে, আমার পেটে বাচ্চা এসেছে শুনে ওর খুশি আর ধরে না। ভাবছে এবার ছেলে হবে, আর তাকে পিলারের চেয়েও বেশি ফরাসি করে গড়ে

তুলবে। ঐভাবে আমার কাছ থেকে ও সরিয়ে নেবে। ও কি ভয়ানক লোক তা এককথায় বলে বোঝানো যাবে না।'

'আমার মনে হয় বেনকে এই বাচ্চার কথা তোর বলা উচিত ছিল। ওর নিজের না হলেও বাচ্চার দায়িত্ব নিতে ও অরাজি হত না।'

'আবার বলছি মার্ক সে সুযোগ আমার মোটও দিতনা একটা না একটা ফ্যাকড়া তুলে ঠিক আমার আটকে দিত।'

'সত্যি করে বলত,' কিম তার চোখের দিকে তাকাল, 'সত্যি সত্যি কি তুই এ বাচ্চাকে নিজের কাছে রেখে বড় করে তুলতে চাস? ভাল করে ভেবে তবে জবাব দে।'

সেই এক প্রশ্ন, ডঃ জোনস যে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্ন শুনে ডিয়ানার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, চাই, ওকে আমি নিজের বাচ্চার মত বড় করে তুলতে চাই। ও পুরোপুরিভাবে শুধু আমার বাচ্চা হিসেবে পরিচিত হবে এটাই আমি চাই। তখন ঐ বাচ্চাকে বেন-এর সন্তান হিসেবে মেনে নিয়ে আমি শান্তি পাব।'

'তাহলে ভগবানের দোহাই, ডিয়ানা, 'কফি শেষ করে পেয়ালা নামিয়ে রাখল কিম, 'ঐ বাচ্চাকে তুই নিজের মত করে মানুষ করে তোল। ওকে তোর অন্তরের সবটুকু ভালবাসা দে, ওকে উপভোগ কর, ওর সঙ্গে সঙ্গে সবসময় থাক। মার্ককে ছেড়ে বাচ্চাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যা।'

'পারবনা রে,' দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল ডিয়ানা, 'তা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয় শুনি।'

'তা আমি নিজেই জানিনা, কিম,' বলতে গিয়ে একরাশ লজ্জা ছেয়ে ফেলল ডিয়ানাকে।

'বাইরের আর একটা মামলা হাতে এল,' বাড়ি ফিরে ডিয়ানাকে বলল মার্ক।

'কোথায়?'

'অনেক দূর, আমস্টারডাম, তবে এবার আর আমি যাবনা। জিম সালিভানকে ব্রিফ দিয়ে দিয়েছি, যেতে হলে ও-ই যাবে, আগেই বলেছিলাম এবার আমি যতটা সম্ভব বেশি সময় থাকব বাড়িতে। কেমন, ডিয়ানা, কথা রেখেছি কি না?'

'নিশ্চয়ই, একশোবার,' হেসে সায় দিল ডিয়ানা, 'তবে ব্রিফটা নিজে না নিয়ে তোমার পার্টনারকে দেবার কোনও দরকার ছিলনা। যাব, মামলা কবে শুরু হচ্ছে?'

'সম্ভবত আগামি জুন-এর আগে নয়।' ডিয়ানার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসল মার্ক, 'অবশ্যই আমাদের বাচ্চা জন্মানোর পরে।''

॥ চৌদ্দ ॥

'দেখলে ত মার্ক-এডুয়ার্ড,' কুটিল হাসি ফুটল শাঁতালের নিষ্ঠুর ঠোঁটে, 'তুমি নিয়ে না এলেও শেষপর্যন্ত আমি তোমার দেশে এসে তবে ছাড়লাম। নিজের চাহিদা এইভাবে আদায় না করা পর্যন্ত আমি শান্তি পাইনা। দু'মাসের ভিসা নিয়ে তবে এসেছি, তার মানে আমার নিয়ে চিন্তাভাবনা করার বিস্তর সময় তুমি পাচ্ছো!'

রাগে মার্ক-এর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে, বলা নেই, কওয়া নেই, এয়ার পোর্ট থেকে শাঁতাল সোজা এসে হাজির হয়েছে তার অফিসে। এরপরে তার সংসারে অশান্তির ঝড় তুলতে শাঁতাল হয়ত তার বাড়িতেও যেতে পারে। অক্ষম আক্রোশে নিজের হাত কামড়ানোর ইচ্ছা অনেক কষ্টে দমন করল মার্ক— লাই দিয়ে শাঁতালকে এতটা মাথায় তোলার ফল এইভাবে দিতে হবে আগে স্বপ্নেও ভাবেনি সে। পরেব জুতোকে পায়ের নিচে রাখার মহাজনী প্রবচন কি অসীম মূল্যবান এতদিনে সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কিন্তু রেগেমেগে এমন কিছু করলে চলবে না যাতে শাঁতাল হাতের বাইরে চলে যায়।

'কি হল মার্ক, চুপ করে গেলে কেন?' আবার হাসল শাঁতাল, 'এইভাবে এসে পড়ায় তুমি যে খুশি হওনি, আমার ওপর রেগে আছো না বললেও তা কিন্তু আমি ঠিকই টের পাচ্ছি। তখনও সময় আছে, বউকে ডিভোর্স করে আমার বিয়ে করার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করো। তুমি ছাড়া আমার বর জুটবেনা এমন ভেবোনা যেন। মনে পড়ে ক'মাস আগে তোমার বলেছিলাম প্যারির একটি ছেলে আমায় বিয়ে করতে চাইছে? সে কিন্তু এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে, তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলে আমি শেষকালে সত্যিই তাকে বিয়ে করে বসব।'

'তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছো, শাঁতাল?'

'ভয় দেখাতে যাব কেন, নিজেদের মধ্যে কাজের কথাবার্তা সেরে নিচ্ছি। ভেবে দ্যাখো, তোমার মত আমিও ত রক্ত মাংসের মানুষ, আমারও ত বিয়ে করে ঘরসংসার করার সাধ জাগতে পারে মনে।'

'তা ত বটেই, সে কথা কে অস্বীকার করছে বলো,' বলেই মনে মনে একটা হিসেব কষল মার্ক—হাতে ছ'মাসের ভিসা আছে এই কথাটা শাঁতালের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। তাহলে ছ'টা মাস তাকে এখানে কোথাও কোনও হোটেলে অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যায়। ছ'মাস পরে ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তুরুপের তাস আপনিই চলে আসবে তার সাথে, তখন শাঁতালের ভিসার মেয়াদ আর না বাড়ানোর জন্য নিজের প্রভাব খাটাতে পারবে সে। পারবে পুলিশে খবর দিয়ে শাঁতালকে গ্রেপ্তার করিয়ে তার দেশে ফেরত পাঠাতে। কিন্তু ডিয়ানা....শুধু ডিয়ানাকে বাগে আনার জন্য শাঁতালকে তার এখন কোনমতেই চটানো চলবে না। ডিয়ানার পেটের বাচ্চাটা এক

বড় হলেই তাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলবে সে, প্যারিসে নিজের মায়ের কাছে রেখে বড় করবে। সন্তানকে কাছে পেতে হলে ডিয়ানাকেও অবশ্যই সেখানে গিয়ে থাকতে হবে। ডিয়ানা রাজি না হলে তখন তাকে ডিভোর্স করার কথা ভাববে। মার্ক শাঁতালকে আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনে নিজের সংসারে ঠাঁই দেয়া সত্যিই যাবে কিনা তা তখনই ভাববে মার্ক, তার আগে কখনোই নয়।

'তোমার মালপত্র কোথায় রেখে এসেছো?' জানতে চাইল মার্ক, কোন চুলোয় কথাটা আরেকটু হলেই বলে বসত সে।

'এয়ারপোর্টের কাছেই হান্টিংটন হোটেলে,' শাঁতাল বলল, 'ছ'মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ওখানে একটা স্যুট বুক করেছি।'

'চলো একটা ভাল রেস্তোরাঁয় আজ তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াব,' ফাইলপত্র গুছিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল মার্ক, 'আসছে বছরের মাঝামাঝি নাগাদ প্যারিতেও আমাদের কারবারের একটা অফিস করব ঠিক করেছি,' শাঁতালের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল মার্ক, 'আর ওখানকার কাজকর্ম আমিই দেখাশোনা করব।'

'সত্যিই বলছ?' শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল শাঁতাল।

'তোমার মিথ্যে বলে লাভ কি বলো,' মার্ক বলল, 'তোমার আর আমার মাঝখানে দূরত্বটাও কমে আসবে এর ফলে, ইচ্ছে করলেই আমরা একে অন্যের সঙ্গে দেখা করতে পারব।'

'কিন্তু তোমার বউ যদি এখানকার পাট গোটাতে রাজি না হয়। 'তখন মুখ কালো করল শাঁতাল। 'তখন কি করবে?'

'আমার সঙ্গে থাকতে হলে আমার বউকে অবশ্যই প্যারিতে যেতে হবে। নইলে যে চুলোয় খুশি সে চলে যেতে পারে এই কথাটা তখন বউকে মুখ ফুটে বলব, ' মার্ক তাকাল শাঁতালের চোখের দিকে, 'তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে এখন চলো আগে খেয়ে নেয়া যাক। লাঞ্চ সেরে কিছু কেনাকাটা করে তোমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে তারপরে বাড়ি যাব।'

'ওঃ মার্ক-এডুয়ার্ড,' দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল শাঁতাল, খুশিভরা গলায় বলল, 'কেন যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারিনা তা যদি বোঝাতে পারতাম!'

শাঁতালের সামনেই বাড়িতে ডিয়ানাকে টেলিফোন করল মার্ক, 'হেলো, ডিয়ানা? মার্ক বলছি। শোন, কিছু জটিল আইনগত সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে আমার পার্টনার-এর সঙ্গে মিটিং-এ বসতে হচ্ছে, তাই দুপুরে লাঞ্চে বাড়ি ফেরা হবেনা। তুমি একাই খেয়ে নিও। মিটিং শেষ হতে হতে বেশ রাত হবে মনে হচ্ছে, তুমি মিছিমিছি আমার জন্য বসে না থেকে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে। কিছু বলবে? আচ্ছা, রাখছি।' রিসিভার নামিয়ে রেখে শাঁতালোর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল মার্ক।

'তোমাদের উকিলদের লজ্জাসরম বলে কিছু নেই,' শাঁতালও হাসল, 'কেমন একগাদা মিছে কথা বউটাকে শুনিয়ে দিলে আর ও তাই সত্যি বলে মেনে নিল।'

'যার জন্য করি চুরি সেই কিনা বলে চোর!' আক্ষেপের ভঙ্গিতে আলতো করে কপাল চাপড়াল মার্ক, 'হায় ঈশ্বর!'

পার্টনার জিম সালিভ্যানের নামে দু'লাইনের একটা চিঠি লিখল মার্ক, সেক্রেটারি দমিনিকেকে ডেকে চিঠিটা জিম দিল, সেইসঙ্গে বলল সে কোথায় যাচ্ছে কখন ফিরবে টেলিফোনে ওসব খবর কেউ জানতে চাইলে যেন কিছু না জানায়।

শাঁতালকে সঙ্গে নিয়ে একটা বড় পোষাকের দোকানে এল মার্ক, শ্বেত ভালুকের চামড়ার তৈরি একটা পুরু হাঁটুঝুল কোট কিনে দিল তাকে। কোটটা শাঁতালের ভারি পছন্দ হল, মার্ক-এর কথামত ট্রায়াল রুমে ঢুকে কোটটা গায়ে চাপাল। দাম মিটিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এল দোকান থেকে, একটা বড়সর রেস্তোরায় ঢুকে ভরপেট লাঞ্চ খেল। লাঞ্চ সেরে শাঁতালকে গাড়িতে তুলে শহর দেখাতে বেরোল মার্ক।

অনেকদিন পরে কিম এসে হাজির হল ডিয়ানার কাছে, মার্ক দুপুরে ফিরবেনা জেনে ডিয়ানাকে নিয়ে বেরোল বাইরে লাঞ্চ খাবে বলে। লাঞ্চ খাওয়ায় ফাঁকেই কিম লক্ষ করল ডিয়ানায় সমতল তলপেট অল্প ফুলে উঠেছে।

'এখন কেমন লাগছে,' হাসল ডিয়ানা, 'তবে আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হয়না পাঁচমাস চলছে। হয়ত এর পেছনে মানসিক কারণ থাকতে পারে যেহেতু মা হবার অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন নয়।'

ডিয়ানা অন্যান্য দিনের চেয়ে কথা বলছে কম। পেটের বাচ্চাকে নিয়ে যে মানসিক টানাপোড়েনে ভুগছিল ডিয়ানা তা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি এটাই ধরে নিল সে, লাঞ্চের দাম মিটিয়ে রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে, তারপরে সময় কাটাতে ঢুকে পড়ল কাছেই এক সিনেমা হলে।

শো ভাঙ্গতে আর সব দর্শকদের সঙ্গে হলের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল কিম আর ডিয়ানা। হঠাৎ কিম তার কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বলল, 'ঐ দ্যাখ্, দোতলায় সিঁড়ির মুখে মার্ক। আরে, সঙ্গে আবার ওটি কে? ব্যাপার কি, ডিয়ানা?'

কিম-এর ইশারায় নিচের দিকে তাকাল ডিয়ানা, দেখল, দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তার স্বামি মার্ক। তার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠল ডিয়ানা। তার মনে পড়ে গেল পিলার মারা যাবার আগে প্যারি এয়ারপোর্টে মার্কের গা ঘেঁষে এগিয়ে আসা এক যুবতীর মুখ। হ্যাঁ, সে মুখ এখনও তার স্পষ্ট মনে আছে, কবরে যাবার আগে সেই মুখ তার মগজের স্মৃতিকোষ থেকে কিছুতেই মোছা যাবে না। মেয়েটির গায়ে শ্বেত ভালুকের চামড়ার কোট ডিয়ানার নজর কাড়ল। এই শহরের

একটি নামী পোষাকের দোকানে ঐ কোট হালে এসেছে এ খবর ক'দিন আগেই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখেছে সে।

পা দুটো টলে উঠল নাকি? মাথার ভেতরটা কেমন করছে, সেকি আবার বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে? না, তেতলার বারান্দার রেলিং আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিল ডিয়ানা, বারান্দায় পাতা সোফায় বসে ওষুধ খেল ব্যাগ খুলে, অল্প কিছুক্ষণের ভেতর সুস্থ হয়ে উঠল।

'ভাগ্যিস তুই এলি তাই নিজের চোখে সব দেখা হল,' সুস্থ হয়ে ওঠার পরে কিমের হাত ধরে বলল ডিয়ানা, 'কার সঙ্গে ঘর করতে হচ্ছে নিজের চোখেই ত দেখলি। পার্টনারের সঙ্গে অনেকরাত পর্যন্ত জরুরি মিটিং করবে বলে তুই আসার আগে মার্ক ফোন করেছিল, বলেছিল বাইরে লাঞ্চ খাবে। মিটিং-এর নামে আসলে এসব করে বেড়াচ্ছে।'

'মেয়েটা কে?' কিম বলল, 'দেখে ত এদেশের বলে মনে হল না! আগে দেখেছিস কখনও?'

'এর আগে একবারই দেখেছি,' ডিয়ানা বলল, 'প্যারি এয়ারপোর্টে মার্ক-এর সঙ্গে ওকে প্লেন থেকে নামতে দেখেছি। ওদের একসঙ্গে চলাফেরা দেখেই বুঝেছিলাম ওদের সম্পর্ক বহুদিনের। ওকে যেদিন দেখলাম তার পরদিনই ভোরবেলা মারা গেল পিলার। এবার তাহলে মার্ক ওকে এখানেও এনে হাজির করল? যাক, একদিক থেকে ভালই হল, মার্ককে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধার যে স্বপ্ন দেখছিলাম, আজ তা চুরমার হয়ে গেল। এবার আমার নিজের পথ নিজেকে বেছে নিতে হবে।'

'কি বলছিস, ডিয়ানা?' বান্ধবীর হাতে হাত রেখে শান্ত করতে চাইল কিম, 'তোর পেটে পাঁচমাসের বাচ্চা যাকে তুই নিজের মত করে বড় করার স্বপ্ন দেখছিস। এখন এত উত্তেজিত হোস না!'

'আমি ওর সঙ্গে আর থাকতে পারবনা রে, আরও বাড়াবাড়ি কিছু হবার আগেই মার্ক-এর এই খেলা আমায় শেষ করতে হবে।'

'বাচ্চাটা হওয়া পর্যন্ত একটু মুখ বুঁজে থাক না,' ডিয়ানাকে শেষবারের মত বোঝানোর চেষ্টা করল কিম, 'এই অবস্থাতেই তুই আলাদা হতে চাইছিস?'

'হ্যাঁ, এই অবস্থাতেই,' কঠোর গলায় বলল ডিয়ানা, 'গত আঠারো বছর ধরেই মনের দিক থেকে আমি একা। ব্যাপারটা পুরোনো হয়ে যাবার আগেই আমার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

ডিয়ানাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল কিম্। ডিয়ানা গাড়ির দরজা খুলে নামতে কিম বলল, 'তুই কি আজ রাতেই মার্ক-এর সঙ্গে কথা বলবি?'

'আজ রাতে?' বেদনাভরা চোখে কিম-এর চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে

রইল ডিয়ানা, তারপরে চাপাগলায় বলল, 'আজ রাতে ও বাড়ি ফিরবেনা আমি জানি।'

ডিয়ানার কথা ফলে গেল, রাত বারোটার পরেও মার্ক বাড়ি ফিরলনা। বালিশে মাথা রেখে আচ্ছন্নের মত সারারাত কাটাল ডিয়ানা, সদর দরজার কলিং বেল-এর আওয়াজ কানে যেতে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে, খানিক বাদেই সূর্য উঠবে। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে সকাল পাঁচটা।

'এত সকাল সকাল উঠে পড়লে যে আজ?' বলতে বলতে খাটের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল মার্ক। তার মুখ থেকে ভেসে আসা কড়া মদের গন্ধ এসে ধাক্কা দিল ডিয়ানার স্নায়ুতে। ডিয়ানা লক্ষ করল মার্ক-এর দু'চোখ লালচে দেখছে, নেশার ঘোরে পা টলছে।

'রাতটা ভালই কাটালে মনে হচ্ছে,' মুখ টিপে হাসল ডিয়ানা, 'মন ভরেছে?'

'আর বোল না,' বিরক্তির ভান করে মুখ কোঁচকাল মার্ক, এমনিতেই এই একটা কারবার দেখাশোনা করার সময় পাচ্ছেনা, তার ওপর আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে কিছু টাকা খাটিয়ে ইওরোপ থেকে দামি চামড়ার পোষাক আমদানির আরেকটা কারবার ফেঁদেছে। ভ্লাদিভস্টক থেকে হালে কিছু চামড়ার কোট এসেছে, সেগুলো এখানকার রেডিমেড পোষাকের দোকানগুলোতে গছিয়ে মোটা টাকা পিটেছে, মিটিং-এর শেষে সেই আনন্দে কিছু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আমরা দু'জন ছাড়া আরও অনেকে ছিল। সেই খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতেই ত রাত প্রায় কাবাড় হয়ে গেল।'

'যেমন তেমন চামড়া নয়, মার্ক,' ডিয়ানা বলল, 'বলো শ্বেত ভালুকের চামড়ার কোট। হ্যাঁ, মেয়েটির গায়ে তোমার দেয়া ঐ কোটখানা ভালই মানিয়েছে।'

'কোন মেয়ে, কার কথা বলছ?' মার্ক যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'কার কথা বলছি তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ, মার্ক,' জোর গলায় বলল ডিয়ানা, 'এ সেই মেয়ে পিলার মারা যাবার আগের দিন যাকে তোমার সঙ্গে প্যারি এয়ারপোর্টে দেখেছিলাম। কেমন, তাই ত? নাকি এবার বলবে আমি এখন কাউকে দেখেছি যাকে হুবহু তোমার মত দেখতে?'

'যাক, দেখে ফেলেছো তাহলে?' হাসল মার্ক, 'আমি কিন্তু বলতে পারতাম ও এদিক দিয়ে যাচ্ছিল দেখা হতে একসঙ্গে সিনেমায় গেলাম, কিন্তু তা আমি বলবনা'।

'তার মানে তোমার সঙ্গে সব ব্যবস্থা পাকা করেই ও এসেছে এখানে, তাই না মার্ক?'

'তা বলতে পার,' মার্ক হেসে ব্যাপারটা হালকা করতে চাইল, 'ধরা যখন পড়ে গেছি তখন সত্যিকথা বলতে বাধা কোথায়? হ্যাঁ, ও কয়েক হপ্তার জন্য এখানে বেড়াতে এসেছে, তারপরে আবার দেশে ফিরে যাবে।'

'বাঃ কি সুন্দর স্বীকারোক্তি।'

চাপা উত্তেজনায় পারা ধীরে ধীরে চড়ছে টের পেয়ে নিজেকে সামলে নিল ডিয়ানা, শান্ত গলায় বলল, 'তাহলে ওর এখানে থাকার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ জড়িত এটাই আমি ধরে নেব, নাকি আমাদের দু'জনের মধ্যে যেকোন একজনকে তুমি রাতের বেড পার্টনার হিসেবে বেছে নেবে? তোমার বান্ধবীটিও যে আমার সম্পর্কে একই প্রশ্ন তোমায় করছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সত্যি বলতে কি মার্ক, জীবনসঙ্গি বেছে নেবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি আজ আমিও এসে দাঁড়িয়েছি।'

'ডিয়ানা তুমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলো,' মার্ক এগিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়াল, 'আমাদের ভাবী সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে এখন তোমার উত্তেজিত হওয়া মোটেও উচিত নয়।'

'কি বললে মার্ক, 'আমাদের,' তাই না?' ঘেন্নায় ঠোঁট বাঁকাল ডিয়ানা, 'না, আজকের পর বড়জোর তুমি আর আমি বলতে পারো, কিন্তু 'আমাদের' শব্দটা তোমার মুখে আর মানায় না। হ্যাঁ, নিজের বান্ধবীর প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে তখনই ঐ শব্দটা ব্যবহার কোর, আমার বেলায় তা খাটাতে যেয়োনা। আজ থেকে তুমি আর আমি, আমরা আর কেউ কারও নই, তোমার সঙ্গে আমি আর কোনও সম্পর্ক রাখবনা। তোমার কাছে আর থাকবনা আমি!'

'আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়, খাবে কি?' দাঁতে দাঁত পিষে হিংস্র গলায় খেঁকিয়ে উঠল মার্ক, 'রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকবে, না রং মিস্ত্রির কাজ ধরবে?'

'যাই করি না কেন তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।'

'ছবি আঁকা ছাড়া খেয়ে পরে বাঁচার আরও একটা দরজা তোমার জন্য খোলা আছে,' মার্ক বলল।

'তোমার পুরোনো প্রেমিকের কাছে ফিরে যাওয়া।'

'পুরোনো প্রেমিক?' অবাক হল ডিয়ানা, 'তার মানে?'

'ভেবেছিলে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ কেউ টেরও পাবে না। তাই না? আমার বেলায় অনেক বড় বড় বাতেল্লা ঝাড়লে, কিন্তু তুমি নিজে এমন কি সতীসাধ্বী শুনি? শোন ডিয়ানা, তোমার পেটে যে বাচ্চা এসেছে সে জারজ, তার বাপ আর যেই হোক আমি মার্ক-এডুয়ার্ড ডুরাস নই। যে চুলোয় যাও এটা মনে রেখো তোমার বাচ্চা জারজ জেনেও আমি তাকে নিজের বলে গ্রহণ করতে তৈরি ছিলাম।'

'আমার পেটের বাচ্চা তাহলে তোমার নয়, মার্ক?'

'না, ডিয়ানা, যাকে আমার বান্ধবী বলছ সে মেয়েটি খুবই অসুস্থ, প্রচণ্ড ডায়াবেটিক। তার সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্পর্ক তা ঠিক, কিন্তু ডাক্তার বলেছেন মা হবার ক্ষমতা ওর কোনওদিনও হবেনা। পেটে বাচ্চা এলেই ডায়াবেটিক বেড়ে গিয়ে ওর মৃত্যু ঘটবে।

এসব জেনেশুনে ত আর ওকে নিজে হাতে মেরে ফেলা যায় না! তাছাড়া অনেকদিন আগেই আমি নিজে ভ্যাসেকটমি করিয়ে নিয়েছি তাই আমি নিজেও কোনওদিনও সন্তানের বাপ হতে পারবনা। এই কারণেই তোমার পেটে বাচ্ছা এসেছে শুনেই বুঝেছিলাম তার বাবা আর যেই হোক, আমি নই। ডিয়ানা, তোমার বরাত ভাল যে তুমি ব্যভিচারিণী, তোমার পেটে অন্যের বাচ্চা এসেছে জেনেও আমি তোমার আশ্রয় দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি, দিয়েছি স্ত্রীর মর্যাদা। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার মেলামেশা করতে দেখেই আমায় ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দিচ্ছ! কিন্তু মনে রেখো, অন্যের বাচ্চা তোমার পেটে এসেছে জানার পরে অনেক আগেই বাচ্চাসমেত তোমাকে আমি কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু তা আমি দিইনি। যাক, সূর্য উঠছে, বেলা বাড়ছে, এবার আমি শুতে চললাম। তোমার মত এক নষ্ট মেয়েমানুষের পাশে শোবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমি বসার ঘরে সোফায় শুয়েই কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছি।' বলতে বলতে জোরে জোরে পা পেলে মার্ক শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেক....অনেকদিন পরে বুক ভরে মুক্তির শ্বাস নিল ডিয়ানা, তার সব বাঁধন এবার ঘুঁচেছে।

সকাল আটটা পর্যন্ত একটানা ঘুমোল মার্ক, তারপরে মার্গারেটের তৈরি ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি চালিয়ে অফিসে রওনা হল, যাবার আগে ডিয়ানার খোঁজও করলনা। ডিয়ানা নিজে তার আগেই এসে হাজির হয়েছে একতলায় তার একফালি স্টুডিওতে, সেখান থেকে টেলিফোনে কিম-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে সব জানাল। ডিয়ানা জানাল সে আজই চলে যাবে মার্ক-এর বাড়ি ছেড়ে, তাই তার মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কিম যেন একটা গাড়ি নিয়ে আসে।

'গাড়ির ব্যবস্থা পরে হবে,' ওপাশ থেকে বলল কিম, 'তার আগে তোর থাকার একটা ব্যবস্থা ত আগে করি। মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি আমি।' রিসিভার নামিয়ে রেখে দু'তিনদিনের পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে সমুদ্রের ধারে সরু গলির ভেতরে একফালি বাগান সমেত একটা পুরোনো বাড়ির ঠিকানা তার চোখে পড়ল। তখনই গাড়িতে চেপে গিয়ে হাজির হল সেখানে। জায়গাটার নাম সমালিটো। পুরোনো হলেও বাড়ি আর আর তার পরিবেশ কিম-এর পছন্দ হল, আগাম ভাড়া জমা দিয়ে ডিয়ানার নামে রসিদ নিল সে, তারপরে একটা মাঝারি স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসে হাজির হল কিম-এর কাছে।

'তোর জন্য বাড়ি ভাড়া করে এলাম,' স্টুডিওতে ঢুকে বলল কিম, 'গলির মধ্যে হলেও কাছেই সমুদ্র, তারওপর ছোট একটু বাগানও আছে, মনে ত হয় তোর পছন্দ

হবে। ইয়ে....' একটু থেমে ডিয়ানায় দিকে তাকাল কিম, দেখল রাতে ভাল ঘুম না হওয়ায় তার চোখের মণি লাল হয়ে উঠেছে, কালো ছোপ পড়েছে চোখের কোলে।

'কাল রাতটা খাসা কাটিয়েছিস দেখছি,' হেসে বলল কিম।

'তা বলতে পারিস,' ডিয়ানাও হাসল। 'তবে ও নিজেমুখে স্বীকার করল আমার পেটের বাচ্চার বাবা ও নয়, এ বাচ্চার বাপ বেন ছাড়া আর কেউ নয়। জেনে এত ভাল লাগছে যা বলে বোঝাতে পারবনা। যাক, গাড়ি এনেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এবার আমার সঙ্গে হাত লাগিয়ে আমার মালপত্রগুলো গাড়িতে তুলে দে।'

ফ্রান্স থেকে কেনা আসবাব আর মার্ক-এর মায়ের দেখা রূপোর বাসনপত্র বাদে নিজের আঁকা সব ছবি, ছবি আঁকার ওপর বই, রংতুলি, পোঁটলা করে গাড়িতে তুলল ডিয়ানা, নিল নিজের পোষাক, গয়নাগাঁটি, পিলারের সঙ্গে তোলা নিজের একটা ছবি। মার্গারেট দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, মালপত্র তোলার পাট শেষ হলে সে ছুটে এসে ডিয়ানাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। সাদা কাগজে 'মার্ক, আমি চললাম,' এই কয়েকটা কথা লিখে শোবার ঘরে ড্রেসারের আয়নার গায়ে ভাঁজ করে গুঁজে কিম-এর সঙ্গে গাড়িতে সামনের সিটে উঠে বসল ডিয়ানা।

'কি সাংঘাতিক লোক ভেবে দ্যাখ্,' বাড়ি থেকে কিছুদূরে আসার পর মুখ ঘুরিয়ে কিমকে বলল ডিয়ানা, 'পিলার জন্মানোর পরে কাউকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে নিজের ভ্যাসেকটমি করিয়ে নিয়েছে যাতে দশটা মেয়ের সঙ্গে হেসেখেলে রাত কাটাতে পারে। পেটে বাচ্চা আসার কোনও ঝুঁকি ওতে থাকবে না। আমি ত শুনে অবাক! পুরুষ মানুষ কি করে এত নির্মম স্বার্থপর হয় সারারাত ভেবেও তার জবাব পাইনি।'

'মার্ক ব্যাপারটা ফাঁস করে ত তোর উপকারই করল,' কিম বলল, 'এবার বেন-এর কাছে ফিরে যেতে তোর বিবেকের দিক থেকে আর কোনও বাধা রইলনা।'

'নারে তা সম্ভব নয়,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিয়ানা, 'বিবেকের বাধাটাই এখানে বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

'কেন?'

'কেন? ভুলে যাস না পিলার মারা যাবার পরে আমি বেন, এর আশ্রয়েই ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু মার্ক-এর বাচ্চাই পেটে এসেছে ধরে নিয়ে ওর কাছ থেকে আমি আবার চলে এলাম মার্ক-এর কাছে, যাবার আগে পেটের বাচ্চার কথা ওকে একবারও জানালাম না। এখন সে বাচ্চা মার্ক-এর নয় জেনেছি বলেই আবার বেন-এর কাছে ফিরে যাওয়া যায় নাকি? না, কিম, নিজেকে এত সস্তা আমি কিছুতেই করতে পারবনা।'

'তা হলে তোর চলবে কি করে?'

'ছবি বেচবার জন্য দরকার হলে আবার যাব বেন-এর কাছে,' ডিয়ানা বলল, 'গয়নাগাঁটি যা আছে সেসব বিক্রি করে যে টাকা পাব তার পরিমাণ খুব কম হবে না। তারপরে ডিভোর্স-এর মামলার রায় বেরোলে মার্ক নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণ বাদে কিছু টাকা আমার দিতে বাধ্য হবে। তা ধরে নে এক দেড় বছরের জন্য আমি টাকার ভাবনা ভাবছিনা।'

॥ পনেরো ॥

অনেক ওঠা পড়া ঘটিয়ে কয়েক মাসের চাকা ঘুরল। এল পরের বছর। ফেব্রুয়ারির এক সকাল বেলা ন'টা। গ্যালারিতে নিজের অফিসে বসে বেন থম্পসন খুঁটিয়ে কয়েকটা বিজ্ঞাপন দেখছে, একসময় হাত বাড়িয়ে কলিংবেল-এর বোতাম টিপল সে।

খানিক বাদে স্যালি দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে, বিজ্ঞাপনের কপিগুলো তার হাতে দিয়ে বেন বলল, 'টেলিফোনে দ্যাখো ত কিম হ্টন অফিসে এসেছে কিনা। এসে থাকলে দুপুর বারোটা নাগাদ সসালিটোর সি আর্চিন রেস্তোরাঁয় থাকতে বলবে, বোল আমি ওর সঙ্গে বলব।'

খানিক বাদে বেন-এর ইন্টারকম বেজে উঠল।

'স্যালি বলছি,' বেন বোতাম টিপতেই ভেসে এল স্যালির গলা, 'কিম হ্টন বলল সাড়ে বারোটা নাগাদ ঐ রেস্তোরাঁয় যাবে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের আরও কিছু কপি থাকবে। রাখছি।'

মুখ তুলতেই সামনে রাখা একটুকরো কাগজের দিকে তার চোখ পড়ল, স্যালি নোট দিয়েছে ডিয়ানা ডুরাস-এর ছবির খদ্দের বাড়ছে, কিন্তু ওর কোনও ছবি ত আমাদের স্টকে নেই এখন কি করব?'

'স্যালি', ইন্টারকম চালু করে বেন বলল, 'এবার থেকে ডুরাস-এর ছবির খোঁজ যেই করুক না কেন তাকে বলবে উনি ছবি আঁকা ছেড়ে বহুদূরে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানেন না। শোন, আমি বেরোচ্ছি। লাঞ্চ-এর পরে আজ আর ফিরবনা। তুমি চারটে পর্যন্ত দেখে চলে যেও।'

গ্যালারি থেকে বেরিয়ে অফিসের দরজা চাবি এঁটে বন্ধ করল বেন, বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল ছোট কংক্রিটের ব্রিজের সামনে। ব্রিজের ওপারে সসালিটো গ্রামখানা দূর থেকে হঠাৎ দেখলে পটে আঁকা ছবি বলে মনে হয়। ওখানকার আকাশের নিল আর সবুজ পাতায় ছাওয়া বাদামি গাছগাছালি যার তুলিতে প্রাণ পেত তার নাম ডিয়ানা ডুরাস। নামটা মনে হতে বেন-এর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চাপা দীর্ঘশ্বাস। চশমা খুলে রুমালে ভেজা চোখের কোল মুছে ব্রিজ পেরিয়ে সসালিটোরা

মাটিতে পা রাখল সে।

সামনেই একটা ছোট গ্যালারি—প্লুটো, কি মনে হতে তার খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বেন, ভেতরে উঁকি দিতে এক সুশ্রী যুবতী, 'আসুন, ভেতরে আসুন, 'বলে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল, ভেতরে ঢুকে সারি সারি টাঙ্গানো ছবি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চমকে উঠল বেন—হ্যাঁ, ঐ ত একটা পাহাড়ি ল্যাণ্ডস্কেপ, নিচে ডানদিকে একোকোণে লাল রঙে চেনা স্বাক্ষর—ডুরাস'

'ঐ ছবিটার দাম কত পড়বে?' সেলসগার্ল যুবতীকে ডেকে ইশারায় ছবিটা দেখাল বেন, 'ওঁর-ইয়ে-ডুরাসের আঁকা আর ছবি আছে আপনাদের কাছে?'

'ডুরাস? দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি খাতা দেখে এখুনি বলছি।' বলে পা চালিয়ে ভেতরে ম্যানেজারের কামরায় ঢুকল মেয়েটি, পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসে জানাল ভেতরে আরও তিনটি তার মানে ডুরাসের আঁকা মোট চারটি ছবি আছে আমাদের স্টকে।'

'চারটে ছবি আমায় বেঁধে দিন।' বেন বলল, 'আমি চারটেই কিনব।'

'তাতে দাম প্রায় বারোশ ডলার পড়বে,' যুবতী বলল।

'আমি এক্ষুণি চেক দিচ্ছি।' বলে চেক কেটে দিল বেন। ম্যানেজার ব্যাংকে টেলিফোন করে বেন-এর অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে মেয়েটিকে ডুরাসের আঁকা চারটে ছবি প্যাক করে দেবার নির্দেশ দিলেন। ছবিগুলো নিয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল বেন, তারপরে বারোটার কিছু পরে এসে ঢুকল সি-আর্চিন রেস্তোরাঁয়, জানালার ধারে মুখোমুখি দুটো সোফার একটাতে বসল। ওয়েটার আসতে দুধ আর চিনি ছাড়া চা এর অর্ডার দিল বেন।

কিম তার কথামত ঠিক সাড়ে বারোটায় এসে হাজির হল, কাছে এসে ইশারায় মুখোমুখি সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসতে পারি?' বেন জবাব দেবার আগেই হেসে উঠল কিম, হাসতে হাসতে বসে পড়ল।

'ঠাণ্ডা পড়েছে' চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল বেন, 'লাঞ্চ-এর আগে একটু ব্লাডি মেরি হয়ে যাক কি বলো?'

'আপনি যখন খাওয়াবেন তখন আমি আর কি বলব,' বলে হাসল কিম। কাঁধের ঝোলা থেকে কয়েকটা বিজ্ঞাপনের কপি বের করে সামনে রাখতে মুখ বাঁকাল বেন।

'এসব ত সারা বছরই পড়ে আছে বাপু,' বেন বলল, 'প্লিজ এগুলো এখন তুলে রাখো পরে সময়মত স্যালিকে পাঠিয়ে দিও। আমি অন্য একটা দরকারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।' বলে কয়েক মুহূর্ত থেমে চোখের দিকে তাকাল সে।

'স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন,' কিম বলল।

'ভূমিকা করার কোনও কারণ নেই।'

'ডিয়ানা,' ধীরে ধীরে নামটা উচ্চারণ করল বেন, 'ও কোথায় আছে বলতে পারো?'

'এতদিন পরে হঠাৎ ডিয়ানার দরকার কেন পড়ল বেন?' তার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল কিম।

'বলছি দুটো কারণে', বেন বলল, 'এক, ডিয়ানার ছবির চাহিদা যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে, আমাদের থম্বসন গ্যালারির মাধ্যমেই একদিন সবাই ওকে খুঁজে পেয়েছিল তাই সবাই ওর খোঁজে ছুটে আসছে আমাদের কাছে। সবাইকেই বলতে হচ্ছে ডিয়ানা ছবি আঁকা বহুদিন ছেড়ে দিয়েছেন, এইমুহূর্তে উনি কোথায় আছেন কেউ জানে না। এবার দ্বিতীয় কারণটা-ও বলছি। ব্রিজ পেরিয়ে এপারে প্লুটো নামে যে ছোট গ্যালারিটা হালে গজিয়ে উঠেছে খানিক আগে আমি ওখানে গিয়েছিলাম, ডিয়ানার আঁকা চারটে সেরা ল্যাণ্ডস্কেপ ওখান থেকে মাত্র কয়েক'শ ডলারে কিনেছি আমি। এখন আমার প্রশ্ন হল ডিয়ানা যেখানেই থাক এত কম দামে ও ছবিগুলো বিক্রি করছে কেন? ওর কি টাকাকড়ির খুব টানাটানি চলছে? ডিয়ানার কি টাকাকড়ি খুব দরকার? তুমি ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাই শুধু তুমি পারবে এই দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিতে।'

'কি বলব বেন, গত একবছরে দারুণ ঝড় বয়ে গেছে ডিয়ানার জীবনে, সেই ঝড়ের দাপটে ও আজ বিপর্যস্ত।'

'ওর মেয়ে পিলারের দুর্ঘটনায় মারা যাবার খবর আমি জানি,' বেন বলল, 'ডিয়ানার সঙ্গে শেষবার দেখা হবার সময় ওর মুখেই শুনেছি। আচ্ছা ডিয়ানার স্বামি মার্ক এডুয়ার্ড ডুরাস কোথায়?'

'মার্ক?' মুখ টিপে হাসল কিম, 'ডিয়ানার মুখ থেকে শুনেছি মার্ক কিছুদিন আগে এখানকার কারবার বিক্রি করে প্যারি চলে গেছেন, ওখানে শাঁতাল নামে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন। শুনেছি মেয়েটি ডায়াবেটিক, সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই।'

'তার মানে ডিয়ানার সঙ্গে মার্ক-এর ডিভোর্স হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বেন, ডিয়ানা এখন একা, বড্ড একা আমার একটা অনুরোধ রাখবে, বেন?'

'বলো?'

'ডিয়ানাকে একটু নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ দাও। এমন কোনও মানসিক দ্বিধায় ও ভুগছে যেজন্য তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মত সাহস এই মুহূর্তে ও হারিয়ে ফেলেছে।'

'বেশ আমিই গিয়ে দেখা করব ডিয়ানার সঙ্গে,' বেন বলল, 'ওর ঠিকানাটা আমায় দাও।'

কিম ঠিকানা লিখে দিতে বেন বলল, 'ডিয়ানা আর মার্ক-এর ডিভোর্স কি হয়ে গেছে?'

'আমি যতদূর জানি হয়ে গেছে।'

লাঞ্চ খেয়ে কিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল বেন, কিম-এর দেয়া ঠিকানা দেখে সমুদ্রের কাছে একটা গলির ভেতর এসে ঢুকল। ক'পা এগোতে সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে, দেখল গেটের গায়ে নেমপ্লেটে একটি নাম ডি ডুরাস।

গেট খুলে বাগান পেরিয়ে একটা পুরোনো একতলা বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বেন, কলিংবেল টিপতেই ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'কিম এসেছিস? দরজা খোলা আছে, ভেতরে আয়।'

সেই গলা শুনে বেন-এর হৃৎপিণ্ড নেচে উঠল, দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল।

'আমি ওঘরে ছবি আঁকছি,' ওপাশ থেকে আবার ভেসে এল একটা গলা।

'কিম নই, আমি অন্য লোক,' থাকতে না পেরে বলে উঠল বেন।

'কে? কে আপনি?' বলতে বলতে রং লাগা তুলি হাতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডিয়ানা। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে বেন-এর দিকে। তারপরে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। খানিক আগে কেনা তার-আঁকা ছবিগুলো পাশে টেবলে নামিয়ে রাখল বেন, দু'হাতে তাকে বুকে জাপটে ধরল। তার রোগা ফ্যাকাশে মুখখানা তুলে ধরে বলল, 'আমায় ছেড়ে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে? বেন এইভাবে লুকিয়ে কষ্ট করছ? আমরা সবাই খুঁজে সারা হয়ে গেলাম। আর তুমি এইভাবে—' কথা শেষ করতে পারলনা বেন বুকের ভেতর থেকে উথলে আসা একরাশ কান্না তাকে থামিয়ে দিল।

'এখানকার ঠিকানা পেলে কোথায়,' জানতে চাইল ডিয়ানা।

'দেবার মত একজনই ত আছে,' হাসল বেন। 'তোমার আদরের হারামজাদী কিম।'

ডিয়ানার গায়ে আদর করে হাত বোলাতে লাগল বেন।

তলপেটের কাছে হাত আসতেই চমকে উঠল সে। তলপেটটা এত উঁচু কেন?

'ব্যাপার কি, ডি,' তার উঁচু হয়ে ওঠা তলপেট ইশারায় দেখাল বেন।

'ওখানে কেউ এসেছেন মনে হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছো,' মিষ্টি হাসল ডিয়ানা, 'এসেছে একজন অতিথি। ছেলে না মেয়ে জানি না, তবে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি তার শিরায় বইছে বেন থম্পসনের রক্ত।'

'সত্যি বলছ?' ওরে বাবা রে! তুমি ত দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে। তা তোমার এই অতিথি কবে নাগাদ মুখ দেখাবেন?'

'গত হপ্তার ডাক্তার দেখিয়েছি,' ক্লান্ত গলায় বলল ডিয়ানা, উনি ওঁর হিসেবে বলেছেন। এপ্রিলের মধ্যেই যা হবার হবে।'

'এপ্রিল? এখন চলছে ফেব্রুয়ারি,' আঙ্গুলের কর গুণে হিসাব করল বেন, 'তার

মানে দাঁড়াচ্ছে আর বড়জোর তিনমাস। শুনুন ম্যাডাম ডুরাস, এত দিন অনেক বাড়াবাড়ি করেছেন। কিন্তু আর নয় এবার আপনাকে আমার কথা শুনতে হবে।'

'আমায় কি করতে হবে?'

'এইমুহূর্তে এখানকার পাট তুলে যেতে হবে আমার বাড়িতে, সেই স্বপ্নঘেরা কার মেল-এ।'

'এক্ষুণি?'

'এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।'

'কিন্তু আমি যে পাশের ঘরে আমার বাচ্চার জন্য নার্সারি তৈরি করছিলাম, বেন' ডিয়ানা বলল, 'দেয়ালগুলোতে সবে রং বোলাচ্ছি এমন সময় তুমি এলে। সঙ্গে সঙ্গে আমার তুলি থেমে গেল।'

'আগে আমার বাড়িতে চলো, তারপরে আবার যত খুশি তুলি চালাবে। চলো বলছি, নইলে জোর করে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাব,' বলে ডিয়ানাকে গভীর আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরল বেন।

'ডিয়ানা আমি আর তোমাকে হারাতে চাইনা বুঝেছ?' ডিয়ানা মাথা ঝুকিয়ে হাসল, গভীর আশ্লেষে চুমু খেল বেনকে। বেনের হাত ধীরে ধীরে নেমে এল ডিয়ানার তলপেটে যেখানে বড় হয়ে উঠছে তাদের সন্তান।